হোশেয়
ভাববাদীর পুস্তক

অধ্যয়ন সহায়িকা

হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের একটি প্রচারক সহায়িকা

HANDS to the PLOW

MINISTRIES

হ্যান্ডস টু দি প্লাউ

মিনিস্ট্রিজ

Hands To The Plow.org

Copyright@2019 by Hands to the Plow, Inc.
Published by Hands to the Plow, Inc.
P.O Box 567 Webster, WI 54893
First printing 2019

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পূর্ণ বা আংশিক পূনঃমুদ্রন, অথবা উদ্ধার করন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, যে কোন আকারে অন্যত্র প্রেরণ, অথবা যে কোন অর্থে প্রকাশ করা, ইলেকট্রনিক্স, যান্ত্রিক, অনুলিপি, রেকর্ডিং অথবা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।

ইএসভি বাইবেল (পবিত্র বাইবেল, ইংরেজী আদর্শ অনুবাদ)
সুসমাচার প্রচাকদের প্রকাশনা পরিচর্য্যা, ক্রসওয়ে কর্তৃক গ্রন্থকার- স্বত্ব
২০০১ থেকে সংগৃহিত।
অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার্য্য। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক

অধ্যয়ন সহায়িকা

সম্পাদনা	ঃ বিশপ্ ড. এলবার্ট পি. মৃধা চেয়ারম্যান- দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ মিঃ বিভাস বিশ্বাস
অনুবাদক ও কম্পোজ	ঃ মিঃ মিন্টু রায়
প্রচ্ছদ	ঃ সংগৃহীত
প্রকাশনা	ঃ দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশনা	ঃ ২০১৯ জুলাই
সংখ্যা	ঃ ৫০০ (পাঁচশত) কপি
মুদ্রন	ঃ গ্রাফিক ফ্যাব্রিকেশন প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ৫৫/১ পুরান পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ এফ সি সি- বি হাউজ, ৩৯/১ ইন্দিরা রোড,
পশ্চিম রাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ
ফোনঃ ৯১১৪২৯৯

মুখবন্ধ

হোশেয় ভাববাদী পুস্তক এর উপর লেখা রেভা: টম কেল্‌বী এর পাঠ সহায়িকাটি প্রভুর বাক্যের পরিচর্য্যাকারী সহ সকল বিশ্বাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখনী। সদাপ্রভু হোশেয় ভাববাদী-এর মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতীর উদ্দেশ্যে করা ভবিষ্যতবাণী অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই বইটিতে বাইবেল এর পদ উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন। হোশেয় ভাববাদী পুস্তকের ১ অধ্যায় হতে ১৪ অধ্যায় এর সংক্ষিপ্ত পুস্তকের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা রেভা: কেল্‌বী অত্যন্ত দক্ষতা ও পবিত্রতার সাথে বইটিতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া তিনি পবিত্র বাইবেল পুরাতন নিয়ম থেকে ব্যবস্থা, ভাববাদিগণ ও লিখিত দলিল সমূহ থেকে উদ্ধৃতি করেছেন যা পবিত্র বাইবেল এর পুরাতন নিয়মের অনেক বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজবোধ্য আকারে তুলে ধরেছেন যা প্রতিটি পাঠকের জন্য বুঝতে, জ্ঞান অর্জনে ও আত্মিকতার পথে চলতে অনুপ্রেরণা ও সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি।

রেভা: টম কেল্‌বী আমার দীর্ঘ ৭ বৎসরের পরিচয়ের সময়টুকুতে আমি তাকে মহান সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আর্শীবাদে ও পবিত্র আত্মাদ্বারা পরিচালিত মহান কার্য্যকারী হিসাবে চিনতে পেরেছি। প্রভুর এই মহান কার্য্যকারীর লেখা "হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক" বইটি বাংলায় ছাপানোর অনুমতি প্রদান করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি বিশ্বাস করি যে বইটি সকল স্তরের পাঠকের আত্মীক জীবনকে আরও শক্তিশালী করে প্রভুর আর্শীবাদে চলতে সাহায্য করবে। বইটি সকল পাঠকের জীবনে কাজে লাগলে আমাদের এ প্রকাশনা যথার্থ স্বার্থক হবে বলে বিবেচিত হবে।

বিশপ ড. এলবার্ট পি. মৃধা
চেয়ারম্যান
দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
আগষ্ট, ২০১৯ খ্রীঃ

লেখকবৃন্দ

টম কেল্‌বী - অনুশীলন টীকা
প্রেসিডেন্ট, হ্যান্ডস টু দা প্লাউ মিনিষ্ট্রিস, ওয়েবষ্টা, ডব্লিউ আই ইউ এস এ.
মার্ক ইয়েগার- পরিকল্পনা ও মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, ডিকে. ইন্‌করপো, এম পি এল এম এন ইউ এস এ
লোরী জোকুইষ্টা- সম্পাদনা
প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার, ডিকেওয়াই, ইন্‌করপো, এম পি এল এম এন ইউ এস এ.

প্রিয় পাঠক,

এই প্রচারক সহায়িকা আপনাকে হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের ব্যবহার ও এর উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করবে। যেহেতু এই প্রচারক সহায়িকা সরাসরি হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকের উপর কেন্দ্রীভুত, তাই প্রচারক ও শিক্ষককে এর উদ্দেশ্য পড়তে ও একই সাথে বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকগুলি বুঝতে সাহায্য করবে। এটি নিশ্চিতভাবেই পাঠককে অবশিষ্ট "ছোট ছোট ভাববাদী পুস্তকগুলি" (হোশেয়–মালাখি) বুঝতে সাহায্য করবে। এই পুস্তকটি পাঠককে "বড় বড় ভাববাদী পুস্তকগুলি" (যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিস্কেল) আরও ভাল ভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এই একজন ভাববাদীর সান্নিধ্যে আসার দ্বারা, আশান্বিত হয়ে, আপনি অন্যান্য ভাববাদীদের, বিশেষভাবে যীশুকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন।

কিন্তু এই পুস্তকটি ঠিক এই নির্দিষ্ট "ভাববাদীক" পুস্তকগুলি অপেক্ষা আপনাকে আরও বেশি বুঝতে সাহায্য করবে। হোশেয় মোশির পুস্তক (আদিপুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণ পর্য্যন্ত) থেকেই খুব বেশি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অতএব, হোশেয়ের পুস্তকের পাঠক এই পুস্তক অধ্যায়ন করার পর মোশির লেখাগুলি আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন। হোশেয়ের পুস্তকে ইস্রায়েল ও যিহূদার ঈশ্বর সম্পর্কে বিশ্বাস এবং কিভাবে তারা ১ ও ২ রাজাবলিতে বর্ণিত সময়ে অন্যান্য দেবতার আরাধনা করত তা নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। অতএব, এই পুস্তক পড়ার পর হোশেয়ের পাঠক ১ ও ২ রাজাবলি আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে। অবশেষে, যীশু ও প্রেরিতগণ দ্বারা নুতন নিয়মে হোশেয়ের পুস্তকের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, এই পুস্তক

ভালভাবে বুঝতে পারলে প্রচারককে নুতন নিয়মের পুস্তকগুলি ও যীশু ও প্রেরিতদের ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করবে।

যাহোক, পরিশেষে, এই পুস্তকের লক্ষ্য শেষ কথা নয়, এটা ঠিক ঈশ্বরের বাক্য বুঝবার একটি ভাল মাধ্যম। যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য বুঝা গুরুত্বপূর্ণ, এর দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে, হোশেয়ের পুস্তকের মত একটি পুস্তক অধ্যয়ন করাই উদ্দেশ্য শেষ হচ্ছে না। এর শেষ উদ্দেশ্য হলো আরাধনা করা। এই পুস্তক অধ্যয়নের দ্বারা আপনাকে ত্রিত্ব ঈশ্বরের আরাধনা করতে চালিত হতে পারেন। অতিরিক্তভাবে, এই পুস্তক অধ্যয়ন করলে আপনি মন্ডলীর প্রতি আরও বেশি চালিত হতে পারেন। এটা আপনাকে আরও শক্তি দিতে পারে যেন আপনি আরও অনেককে এই সামর্থ্যের মধ্যে আনায়ন করতে পারেন।

এই টীকাগুলি সম্পূর্ণ নয়। হোশেয় ভাবাদীর পুস্তক সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলা যেতে পারে। আমার সীমাবদ্ধতা দৃষ্টিগোচর হতে পারে, আমি এর প্রতিটি পৃষ্ঠা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। যাহোক, ঈশ্বরের উত্তম বাক্যের বিশুদ্ধতা আমাদের অশুদ্ধ কার্য্যকে যোগ্য করে। এই সত্যই এই লেখার মধ্যে ও এই সত্য এর অধ্যয়নের মধ্যে, প্রচারের মধ্যে ও শিক্ষার মধ্যে নিহিত আছে। আমরা অবশ্যই এর উদ্দেশ্য বুঝব ও ঈশ্বরের উত্তম বাক্য ঘোষণা করব ও এই বিশ্বাসে দৃঢ় হব যে তিনি স্বর্গ থেকে শক্তি দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন। আপনি আপনার অধ্যয়ন করা, আরাধনা করা, পালন করার ক্ষেত্রে তাঁর শক্তির সাহায্য পেয়ে আনন্দিত হতে পারেন ও হোশেয়ের পুস্তকে পাওয়া সত্য প্রচার করতে পারেন।

টম কেল্‌বী
ডিসেম্বর ৪, ২০১৮

কিভাবে এই সহায়িকা ব্যবহার করবেন

(LORI – আমাদের "আদিপুস্তক প্রচারক সহায়িকা" থেকে মূল বচন গ্রহণ করুন ও এটি এখানে ব্যবহার করুন। "হোশেয়" শব্দ দ্বারা "আদিপুস্তক" বা আদিপুস্তক ১-৪ শব্দ প্রতিস্থাপন করুন। অবশ্য, হোশেয় প্রচারক সহায়িকা থেকে সাদৃশ্য দ্বারা আরও সাদৃশ্য প্রতিস্থাপন করুন। - ধন্যবাদ!)

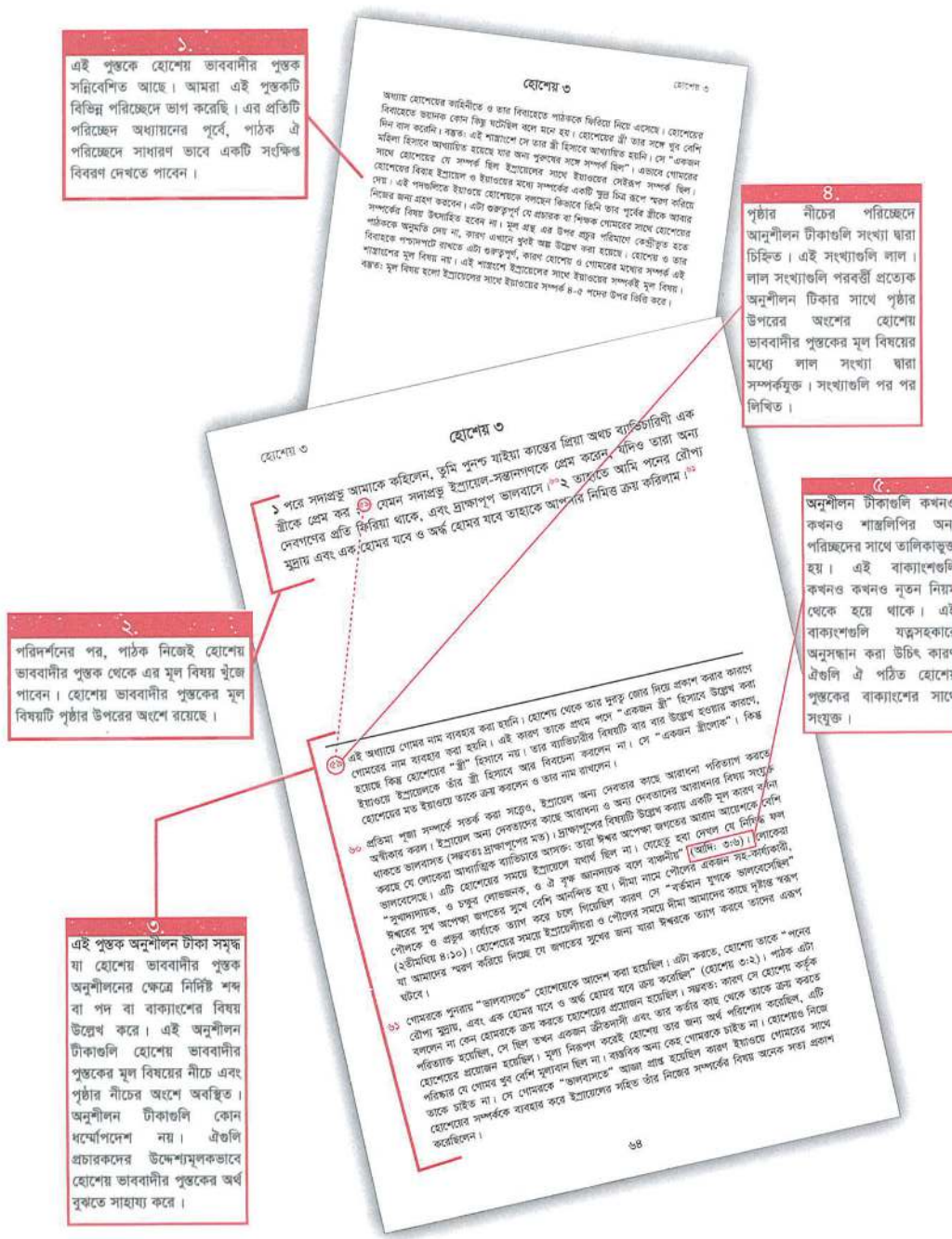

হোশেয়ের পুস্তক পাঠ করার সময় ২০টি বিষয় মনে রাখতে হবে।

১। হোশেয় একজন ভাববাদী। ভাববাদীর মূল "দায়িত্ব" হলো ঈশ্বরের মুখস্বরূপ হয়ে কথা বলা এবং ঈশ্বরের "হাত ও পা" রূপে কার্য্য সাধন করা। এভাবে, ভাববাদী কি বলছেন এবং ঈশ্বর বলার পর ভাববাদী কি করছেন এবং লোকদের মধ্যে ঈশ্বর কি করছেন (হোশেয় ৬:৫ পদ দেখুন)। ৭৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে হোশেয় ভাববাণী বলেছিলেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক মানুষ ছিলেন যিনি প্রাচীন ইস্রায়েলের মধ্যে বাস করতেন। অতএব, এটা বিশুদ্ধ ভাবে বলা যায় যে, "হোশেয় একজন ভাববাদী ছিলেন"। যাহোক, এটা আরও নির্ভুলভাবে বলা যায় যে, হোশেয় একজন ভাববাদী। তার লেখার মাধ্যমে, হোশেয় ঈশ্বরের মানুষদের সাথে আজও কথা বলছেন (১পিতর ১:১০-১২ পদ দেখুন)। তার বাক্যগুলি স্মরণ করা ও পালন করা প্রয়োজন।

যীশু এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর লোকদের উদ্দেশে এই প্রত্যাশা করেছিলেন তারা যেন হোশেয়ের বাক্যগুলি পড়ে এবং তাদের জীবনে তা কার্য্যকর করে (মথি ৯:১৩ ও ১২:৭ পদে হোশেয় থেকে তাঁর উদ্ধৃতি দেখুন)। প্রথম শতাব্দিতে বসবাসকারী লোকদের সাথে যীশুর হোশেয় পুস্তকের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে, এটা স্পষ্ট যে হোশেয়ের বাক্যগুলি হোশেয়ের সময়ের পরেও ইস্রায়েলের প্রতি কার্য্যকর আছে। হোশেয় যে ভাবে আমাদের বলেছেন আমরা অবশ্যই যে ভাবে লিখিত হয়েছে সেভাবে বাক্যগুলি পালন করব। প্রচারক বা শিক্ষকের মনোযোগ সহকারে হোশেয়ের বাণীগুলি গ্রহণ করা ও বোধগম্য করে এর অর্থ ব্যাখ্যা করা, ও ঈশ্বরের লোকদের উদ্দেশে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসাবে, ভাববাদী ঈশ্বরের সাথে লোকদের নিয়ম স্মরণ করিয়ে দেন, লোকেরা এই নিয়ম রক্ষা বা ভঙ্গ করলে স্বর্গের বিচার-নিষ্পত্তি নির্ণয় করেন, লোকদের বিশ্বস্ত থাকতে আহ্বান জানান (যদি তারা বাধ্য থাকে) অথবা অনুতপ্ত হয় (যদি তারা অবাধ্য হয়ে থাকে), তিনি বাধ্যদের জন্য আশীর্ব্বাদ ও অবাধ্যদের জন্য অভিশাপ চিত্রিত করেন।

যদিও "ভবিষ্যৎ বাণী" করা ভাববাদীর ভবিষ্যৎ কাজের একটি অংশ, এটা তাদের একমাত্র বা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। ভাববাদীর মূল কাজ ছিল ঈশ্বরের নিয়ম পালন ও তাঁর আরাধনা করতে ইস্রায়েলকে আহ্বান করা।

এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে ভাববাদিগণ হলেন খ্রীষ্টের প্রতিফলন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী (উদাহরণ স্বরূপ, লূক ৪:২৪ ও ৭:১৬ পদ দেখুন)। তিনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র। অতএব, যীশু সকল ভাববাদিদের মত **লিখিত ভাববাণী** দ্বারা সংযুক্ত (মোশি, যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিস্কেল, হোশেয় ইত্যাদি)। তিনি সকল ভাববাদিদের মত **অলৌকিক ও মহৎ কাজের** সাথে সংযুক্ত (মোশি, এলিয়, ইলিশায়, ইত্যাদি)। মূলত: খ্রীষ্ট ভাববাদী হবেন তা পুরাতন নিয়মে ভাববাণী ছিল। ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের পূর্বে, মোশি ঘোষণা করেন যে একজন ভাববাদী আসছেন যিনি তার মত হবেন। "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব, ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব;

আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯)। মোশি আগত খ্রীষ্ট সম্পর্কে কথা বলেছিলেন! আবার, খ্রীষ্টের পূর্বের সকল ভাববাদীরা তাঁর কর্য্যের প্রতিফলন ছিল। তারা যে কোন ভাবে আমাদের খ্রীষ্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

২। ভাববাদিগণের বাণী সব ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা সাধারণভাবে গৃহিত হয়নি। একজন ভাববাদী হওয়া নিরাপদ ও সহজ ছিল না। যীশুই নিজেই বলেছিলেন যে ইস্রায়েল সকল ভাববাদীদের নির্যাতন করেছে (মথি ২৩:৩৪,৩৭, মার্ক ১২:১-১২, লূক ১১:৪৭-৪৯, ও ১৩:৩৪ পদও দেখুন)। প্রেরিত ৭:৫২ পদও দেখুন। একজন ভাববাদীকে হত্যা করা ছিল মহা পাপ, এটা ছিল ঈশ্বরের প্রতি নীরব আক্রমণ। স্মরণ করুন, ভাববাদী ছিলেন ঈশ্বরের মুখপাত্র। অতএব, যখন ভাববাদীকে হত্যা করা হয় তখন ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরকে "হত্যার" চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ লোকেরাই ভাববাদীদের বাক্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। পুরাতন নিয়মের যুগে এটাই ছিল সত্য, এটা সত্য হয়েছিল যখন যীশু, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী, পৃথিবীতে কার্য্য করছিলেন। যাহোক, খুবই কম সংখ্যক লোক ভাববাদীদের বিশ্বাস করত ও তাদের বাক্য পালন করত। এটা পুরাতন নিয়মের যুগে সত্য হয়েছিল যখন যীশু জগতে কাজ করছিলেন। আর এটা আজও সত্য। ঈশ্বরের লোকেরা ভাববাদীর বাক্য মনোযোগ দিয়ে শুনত ও বাক্যগুলি পালন করত। মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিল প্রেরিত ও ভাববাদীগণের ভিত্তিমূলের উপর (ইফিষীয় ২:২০ পদ দেখুন)। ("প্রেরিতগণ" শব্দটি প্রথম ইফিষীয় ২:২০ পদে দেখা যায় কারণ প্রেরিতগণ বিশ্বাসীদের জন্য ভাববাদিগণের বাক্য ব্যাখ্যা করার এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতেন।)

৩। হোশেয় ভাববাদী যখন ভাববাণী বলতেন সেই সময়ে, ঈশ্বরের লোকেরা দুই জাতিতে বিভক্ত ছিল: ইস্রায়েল ও যিহূদা। দুটি জাতি সংযুক্ত ছিল। ইস্রায়েল উত্তর অংশে অবস্থিত ছিল। যিহূদা অবস্থিত ছিল দক্ষিণ অংশে। হোশেয় একজন ভাববাদী ছিলেন যাকে ঈশ্বরের দ্বারা ইস্রায়েল দেশে প্রেরণ করা হয়েছিল। যাহোক, যদিও হোশেয় ইস্রায়েলের উত্তরাংশের রাজ্যে কথা বলতেন, তিনি জানতেন যে তার বাক্য যিহূদাতেও শুনা হচ্ছে। এটা স্পষ্ট তার বাক্য শুনার বিষয় তিনি যিহূদার (দক্ষিণাংশের জাতি) লোকদের প্রত্যাশা করেছিলেন এবং তারা যেন তা শুনতে পায় সেই অনুসারে তিনি কার্য্য করেছিলেন। কোন কোন সময় হোশেয় সরাসরি যিহূদাতে কথা বলতেন (হোশেয় ৪:১৫ পদ দেখুন)। হোশেয়ের মত অন্য ভাববাদীগণও হয় ইস্রায়েলে না হয় যিহূদাতে কেন্দ্রীভুত ছিলেন। কৌতুহলজনকভাবে, যিশাইয় ভাববাদীকে যিহূদা সম্বন্ধে কথা বলতে দেখা গেছে (যিশাইয় ১:১ পদ দেখুন)। যাহোক, তিনি তার লেখায় "ইস্রায়েল" নাম ব্যবহার করেছিলেন (যিশাইয় ১:৩ পদ দেখুন)। এটা একটি নিদর্শন এই যে ঈশ্বর কখনও দুটি ভিন্ন পরিকল্পনায় "দুটি" ভিন্ন দল তৈরী করেননি। তাঁর সর্বদা এই পরিকল্পনা ছিল একটি জাতি একজন রাজার অধীনে আনন্দের সাথে বসবাস করবে।

আজ ঈশ্বরের লোকেরা দুটি আলাদা জাতিতে বা লোকসমাজে আর বিভক্ত নয়। ঈশ্বরের লোকেরা একজন রাজা–যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হতে এক "জাতিতে" একত্রিত হয়েছে।

ঈশ্বরের লোকদের একতার বিষয় পুরাতন নিয়মের মধ্যে হোশেয়ের ভাববাণী ছিল (হোশেয় ১:১১ ও যিহিস্কেল ৩৬:২২-২৮ পদ দেখুন)। খ্রীষ্টের কার্য্যের কারণে, ঈশ্বরের লোকেরা একত্রিত (ইফিষীয় ২:১১-২২পদ দেখুন)। যদিও খ্রীষ্টিয়ানরা হোশেয় থেকে ভিন্ন যুগে বাস করছে, আমরা অবশ্যই ইস্রায়েলের কাছে বলা কথা ও যিহূদার কাছে বলা কথা শুনব। আজ সকলই ঈশ্বরের লোকদের প্রতি প্রযোজ্য।

৪। হোশেয় মোশির পুস্তক থেকে প্রচুর পরিমাণে উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন (আদিপুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণ)। মোশির পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ) হোশেয়ের ৬০০ বৎসর পূর্বে লিখিত হয়েছিল। এটি ব্যাপকভাবে ইস্রায়েলে প্রচলিত ছিল, মোশির পুস্তক নিয়মিত ভাববাদীদের দ্বারা উল্লেখ করা হতো যারা মোশির সময়ের পরে বাস করতেন। অন্যান্য ভাববাদীদের ন্যায়, এটি স্পষ্ট হোশেয় ব্যবস্থা পুস্তক পড়েছিলেন (মোশির পুস্তকের অন্য নাম), এটি বুঝেছিলেন ও বিশ্বাস করেছিলেন, এবং প্রত্যাশা করেছিলেন যে ঈশ্বরের লোকেরা এর মধ্যে লিখিত বিষয়গুলি পালন করবে।

হোশেয় বস্তুনিষ্ঠভাবে হোশেয়ের পুস্তকের মধ্যে ব্যবস্থা সম্মিলিত করেছিলেন। তিনি সরাসরি ব্যবস্থা থেকে ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি মোশির পুস্তক থেকে লোকদের কাছে ঘটনার উল্লেখ করতেন। সীনয় পর্ব্বতে ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের মধ্যে যে নিয়ম করা হয়েছিল তা তিনি ধারাবাহিক ভাবে লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতেন। ঘটনার পরিমাণ দন্ড রূপে তিনি মোশির পুস্তকের ঘটনাগুলি ব্যবহার করেছিলেন যা ভবিষ্যতে কার্য্যকর হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, হোশেয় প্রায়ই **দ্বিতীয় যাত্রার ঘটনা** সম্পর্কে কথা বলতেন। তিনি প্রথম যাত্রা থেকে শব্দগুলি বিস্তারিতভাবে গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেগুলি তার দ্বিতীয় যাত্রার ঘটনার বর্ণনায় ব্যবহার করেছিলেন যা সংঘটিত হয়েছিল। হোশেয়ের ব্যবস্থাপুস্তক ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে, এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে তিনি তার পাঠকদের কাছে এই প্রত্যাশা করছেন যে তারা মোশির পুস্তকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত হবে । এটা আরও স্পষ্ট যে তিনি এটাকে বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক রূপে গণ্য করেছিলেন। মোশি ও হোশেয়ের পুস্তকের মধ্যে অনেক সংযোগ থাকার কারণে, হোশেয়ের পুস্তকের সাথে মোশির পুস্তক একত্রে অধ্যয়ন করলে প্রচারক বা শিক্ষকের জন্য মহা সাহায্য হতে পারে।

৫। হোশেয়ের এমন একটি পুস্তক যা পুরাতন নিয়মে দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি খ্রীষ্ট আসার আগে লিখিত হয়েছিল, সেগুলি আজও ঈশ্বরের জাতির প্রতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। যাহোক, খ্রীষ্ট আসার আগে লিখিত পুস্তক রূপে, হোশেয়ের পুস্তক একই ভাবে নুতন নিয়মের পুস্তক রূপে উপস্থাপিত বা ব্যবহৃত হতে পারে না। নূতন নিয়মের পুস্তকগুলি খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে লিখিত হয়েছিল। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি এই ঘটনাগুলির অগ্রবর্তী হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। পুরাতন নিয়মের যে কোন পুস্তকের (এরূপে পুরাতন নিয়মের যে কোন ভাববাণী পুস্তক) অধ্যায়ন শুরুর স্থানটি হলো নুতন নিয়মে। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, যদি কখনও নুতন নিয়ম লিখিত না হতো আমরা পুরাতন নিয়ম উপস্থাপন করতাম না। এটি লিখিত হয়েছে, এবং পুরাতন নিয়ম থেকে এর ব্যাপক উদ্ধৃতি দেখতে পাই, এমনকি শাস্ত্রাংশগুলিতে এর সময়নিষ্ঠ উদ্ধৃতি প্রয়োগ করা হয়নি, আমরা এর শব্দগুলি ও মূল বিষয় পরোক্ষভাবে প্রচুর উল্লেখ দেখতে পাই। আমরা সচারচর

বলে থাকি কিভাবে একটি নির্দিষ্ট ভাববানী পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। আমরা বলে থাকি পুরাতন নিয়মের নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা ভবিষ্যতের ছায়া স্বরূপ ছিল। সংক্ষেপে, আমরা বলে থাকি, যীশু ও প্রেরিতগণ ব্যতীত অন্য কেহ পুরাতন নিয়ম ভালভাবে পড়তে ও বুঝতে পারে না।

যীশু ও প্রেরিতগণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলি যীশুতেই পূর্ণতা সাধিত হয়েছে (লূক ২৪:২৫-২৭ ও ৪৪-৪৯ পদ দেখুন)। অবশ্য এটা এই অর্থ করে না যে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যীশুর আগমনের বিষয় সংযুক্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। অধিকাংশই তা করে না। যাহোক, এটা এই অর্থ করে যে সমুদয় পুরাতন নিয়ম–যে কোন ভাবে ও যে কোন উপায়ে–যীশু ও তাঁর ঘটনা সম্পর্কে লেখা হয়েছে।

কিছু কিছু বিষয়ে পুরাতন নিয়মে বলা খ্রীষ্টের ঘটনা চিহ্নিত করা সহজ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মীখা ভাববাদীর পুস্তক থেকে নীচের ভাববাণীটি হৃদয়ংগম করুন:

> *আর তুমি, হে বৈৎলেহম ইফ্রাথা, তুমি যিহূদার সহস্রগণের মধ্যে ক্ষুদ্রা বলিয়া অগণিতা, তোমা হইতে ইস্রায়েলের মধ্যে কর্তা হইবার জন্য আমার উদ্দেশে এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইবেন; প্রাক্কাল হইতে অনাদিকাল হইতে তাঁহার উৎপত্তি।* ***মীখা ৫:২***

এই ভাববাণীতে প্রকৃত নগরের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে ঈশ্বরের অভিষিক্ত শাসক (নুতন নিয়মে খ্রীষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে) জন্ম গ্রহণ করবেন। এরূপ অনেক শাস্ত্রাংশ আছে। সেখানে খ্রীষ্টের আগমনের বিষয় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

যাহোক, পুরাতন নিয়মের অন্য অংশ, আরও কঠিন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খ্রীষ্টের আগমনের বিষয় কিভাবে বিচার কর্তৃগণের পুস্তকে বলা হয়েছে, কিন্তু একইভাবে মীখা ৫:২ পদে বলা হয়নি? পুস্তকের চরম বাক্যগুলিতে এই সঙ্কেত দেখতে পাওয়া যেতে পারে, "তৎকালে ইস্রায়েলের মধ্যে রাজা ছিল না; যাহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল বোধ হইত, সে তাহাই করিত" (বিচারকর্তৃগণ ২১:২৫ পদ)। বিচারকর্তৃগণের পুস্তক হলো ইস্রায়েলের রাজা প্রতিষ্ঠিত করবার আহ্বানের পুস্তক। পুস্তকটির অর্থ পাঠকের জানা প্রয়োজন যে ইস্রায়েলের সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে যখন ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজা সিংহাসনে বসে ঈশ্বরের মানুষের উপর রাজত্ব করবেন। ঐ রাজা হলেন যীশু।

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের কথা বলছে। যাহোক, এই সকল পুস্তকগুলি, ধারাবাহিক ভাবে খ্রীষ্ট ও সুসমাচারের কথা বলে নাই। কিভাবে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো যীশুর বিষয় বলছে তা উদ্ঘাটন করা ও অন্যের কাছে মনোযোগ সহকারে ব্যাখ্যা করা প্রচারক ও শিক্ষক রূপে আমাদের কাজের একটি অংশ ।

সৌভাগ্যবশত:, আমরা এই শাস্ত্রাংশের অর্থ আন্দাজে স্থির করি নাই আমরা প্রেরিতগণ ও পবিত্র আত্মার কাছ থেকে প্রদত্ত হয়েছি। যেমন আমরা নূতন নিয়ম পড়ি, আমরা দেখতে পাই পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রেরিতগণ কি করেছেন। আমরা আরও দেখতে পাই কিভাবে তারা শাস্ত্রাংশগুলি উদ্ধৃত করেছেন এবং তারা ঘটনাগুলি ও কবিতাগুলি বুঝে কিভাবে খ্রীষ্ট ও মন্ডলীতে প্রয়োগ করেছেন। আর আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করব যে এই সব

কাজে পবিত্র আত্মাই আমাদের সাহায্য করবেন। তিনি আমাদের দেখাতে চান সমস্ত শাস্ত্রলিপির মধ্যে খ্রীষ্ট প্রদর্শিত হয়েছেন।

৬। পুরাতন নিয়ম ঐতিহ্যগতভাবে তিনটি বিভাগে বিভক্ত: ব্যবস্থা, ভাববাদীগণ, ও লিখিত দলিল। (লিখিত দলিল নামে আখ্যাত বিভাগকে মাঝে মাঝে গীতসংহিতা রূপে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এটি যথাযথ কারণ গীতসংহিতা ঐ বিভাগের সবচেয়ে বড় পুস্তক)। যীশু পুরাতন নিয়মের ঐ তিনটি বিভাগ থেকেই লূক ২৪:৪৪ পদে উল্লেখ করেছেন: "পরে তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের সঙ্গে থাকিতে থাকিতে আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, 'আমার সেই বাক্য এই, মোশির ব্যবস্থায় ও ভাববাদীগণের গ্রন্থে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যাহা যাহা লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য পূর্ণ হইবে"'। যীশুর বাক্যগুলি বর্ণনা করছে যে তিনি বাইবেলের এই বিভাগগুলি স্বীকার করেছেন। যীশুর বাক্যগুলির মধ্যে একটি ইঙ্গিত আছে যে তিনি, তাঁর পরে প্রেরিত পৌলের মত মানুষ, সন্দেহাতীতভাবে এই তিনটি বিভাগ স্বর্গীয় "সহায়তা" রূপে তার শিক্ষার মধ্যে ব্যবহার করতে পারবে।[১]

এই বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ আছে যে তিনিটি বিভাগের প্রত্যেকটির মধ্যে সমুদয় ও ব্যক্তিগত পুস্তক স্বরূপ পুরাতন নিয়মের তিনটি বিভাগ যত্নসহকারে সম্পাদন করা হয়েছে। এভাবে, উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে ব্যবস্থা প্রথমে স্থাপন করা হয়েছে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ভাববাদীগণের পুস্তক স্থাপন করা হয়েছে ও তৃতীয় পর্য্যায়ে লিখিত দলিলগুলি স্থাপন করা হয়েছে। ঈশ্বর থেকে দান স্বরূপ পুরাতন নিয়মের তিনটি অংশে পুস্তকগুলির বিভাগ দৃশ্যত: সহায়ক হয়েছে। প্রচারক ও শিক্ষকের এটি আনন্দের বিষয় এই যে তারা কিভাবে পুস্তকগুলি ব্যবহার করবে তা বুঝতে পারবে যেন তারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ও তাঁতে আনন্দের প্রতি পাঠককে চালিত করতে পারবে।

এটা চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে আধুনিক বাইবেলের পুস্তকগুলি (ESVএর মত এই প্রচারকের সহায়িকাতে যা ব্যবহৃত হয়েছে) এই তিনটি বিভাগ থেকে সম্পাদিত হয়নি। বরং, আধুনিক বাইবেলগুলি মূলত: সময়ানুক্রমিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে। অর্থ এই যে ভাববাদীগণের পুস্তক ও লিখিত দলিলগুলি আধুনিক বাইবেলে একত্রে মিশ্রিত হয়েছে। পুস্তকগুলির মধ্যে মূল শব্দগুলি একই আছে। পুস্তকগুলি কিভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এই হলো পার্থক্য।

---

১ 'যীশু'র বাক্যগুলি তাঁর অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণী সংযুক্ত করেছে যে এই তিনটি বিভাগই খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয়।

তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে দেখতে পাওয়া পুস্তকগুলির খসড়া-চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো । আবার, পুস্তকগুলি এখানে যা উপস্থাপন করছে তা অধিকাংশ আধুনিক বাইবেলে দেখতে পাওয়া বিষয় থেকে ভিন্ন।

ব্যবস্থা: আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক গণনাপুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ

ভাববাদিগণ: যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণ, ১-২ শমূয়েল, ১-২ রাজাবলি, যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি

লিখিত দলিল:[২] রূত, গীতসংহিতা, ইয়োব, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত (মাঝে মাঝে শলোমনের গীত রূপে উল্লেখ করা হয়ে থাকে), বিলাপ, দানিয়েল, ইষ্টের, ইষ্রা, নহিমিয়, ১-২ বংশাবলি

এই তিনটি বিভাগের প্রত্যেকটি সমভাবে ঈশ্বরের বাক্যের অংশ। এই তিনটি বিভাগের সকলই "শিক্ষা, ভর্ৎসনা, সংশোধন ও ধার্ম্মিকতার" প্রতি চালিত করতে উপযোগী। এই তিনটি বিভাগের উদ্দেশ্য খ্রীষ্টের প্রতি লোকদের চালিত করা ও খ্রীষ্টেতে পরিপক্ক করা (২তীমথিয় ৩:১৪-১৭)।

৭। হোশেয়ের পুস্তক পুরাতন নিয়মে ভাববাদিগণ নামে আখ্যাত বিভাগে দেখতে পাওয়া যায়। ভাববাদিগণের পুস্তক দুই অংশে বিভক্ত হতে পারে। প্রথম অংশে পুস্তকগুলি লিখিত হয়েছে ইস্রায়েলের কথিত ইতিহাস নিয়ে। এই সাহিত্যের ধরণ হলো কখনও কখনও "বর্ণনামূলক"। পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ লিখিত হয়েছে ধর্ম্মোপদেশ থেকে সংগ্রহ করে।

এই ভাববাদিগণের পুস্তকের প্রথম অংশে যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণ, ১-২ শমূয়েল, ও ১-২ রাজাবলি সংযুক্ত। এই পুস্তকগুলিতে ইস্রায়েলের ঘটনা বলা হয়েছে যেমন প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ, দেশে বসবাস, এবং অবশেষে দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়া। এই "ঐতিহাসিক" পুস্তকগুলি পাঠককে সেই ঘটনার বিষয় বলে যা ইস্রায়েলে সংঘটিত হয়েছিল। **ভাববাদিগণের পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ** লিখিত হয়েছে যার অধিকাংশ ধর্ম্মেপদেশ দ্বারা (কখনও কখনও এগুলিকে ব্যাখ্যার পুস্তক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে)। এর সাথে যিরমিয়,যিহিস্কেল, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয় ও মালাখি সংযুক্ত। এই "ব্যাখ্যা" পুস্তকগুলি পাঠককে সেই কারণগুলি বলে যা সংঘটিত হয়েছিল।

৮। ভাববাদিগণের পুস্তকের মধ্যে "বর্ণনামূলক" পুস্তক আছে (যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণ, ১-২ শমূয়েল, ১-২ রাজাবলি) এগুলি সময়ানুপাতিক ভাবে সাজানো হয়েছে। অর্থ এই যে এই পুস্তকগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিহোশূয় এমন ঘটনার কথা বললেন যা বিচারকর্ত্তৃগনের লিখিত ঘটনার পূর্বে ঘটেছিল, এই কারণ যিহোশূয় ভাববাদিগণের মধ্যে বিচারকর্তৃগণের পূর্বে আবির্ভুত হয়েছিলেন। তদ্রূপ, বিচারকর্ত্তৃগণ ১-২ শমূয়েলের পূর্বে উপস্থাপিত হয়েছিলেন কারণ বিচাকর্ত্তৃগণের সময়ে যে ঘটনার বিষয় বলা হয়েছিল তা ১-২ শমূয়েলের লিখিত ঘটনার পূর্বে ঘটেছিল। আবার ১-২ শমূয়েল ১-২ রাজাবলির ঘটনার পূর্বে উপস্থাপিত কারণ ১-২ শমূয়েল এমন ঘটনার কথা বলছে যা ১-২ রাজাবলির লিখিত ঘটনার পূর্বে ঘটেছিল।

---

২ লিখিত দলিল হিসাবে আখ্যায়িত পুস্তকগুলির মধ্যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন তালিকাতে ভিন্ন ভিন্নভাবে সাজানো আছে।

৯। ঘটনাবলি ভাববাদিগণের মধ্যদিয়ে "বর্ণনামূলক" এর মধ্যদিয়ে লিখিত ঘটনা (যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণ, ১-২ শমূয়েল, ১-২ রাজাবলি) সময়ানুপাতিকভাবে সাজানো হয়েছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিহোশূয় ৪ অধ্যায়ের ঘটনাবলি যিহোশূয় ৩ অধ্যায়ের লিখিত ঘটনাবলির পরে ঘটেছিল। ১শমূয়েল ১ অধ্যায়ের ঘটনাবলি ১শমূয়েল ২ অধ্যায়ের ঘটনাবলির পূর্বে ঘটেছিল, ইত্যাদি...

১০। ভাববাদীদের মধ্যদিয়ে (যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি) "ধর্ম্মোপদেশ" (বা ব্যাখ্যা) পুস্তকগুলি সময়ানুপাতিক ভাবে সাজানো হয়নি। অর্থ এই যে সম্পাদক বা সম্পাদকগণ এই নির্দিষ্ট পুস্তকগুলি তারা যা লিখেছিল তার চেয়ে ভিন্নভাবে একত্রে বাছাই করে বাইবেলের লিখিত দলিলগুলি ব্যক্তিগতভাবে সাজিয়েছিল। এই পুস্তকগুলির সংযুক্তি উদঘাটন করা প্রচারকদের আনন্দের বিষয়।

১১। ভাববাদিগণের মধ্যদিয়ে (যিরমিয়, যিহিস্কেল, যিশাইয়, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি) ধর্ম্মোপদেশ পুস্তকগুলির (অথবা ব্যাখ্যা পুস্তকগুলি) মধ্যদিয়ে সময়ানুপাতিকভাবে সাজানো হয়নি। আবার, এই পুস্তকগুলির মধ্যে লিখিত দলিল, ধর্ম্মোপদেশের মত। ঠিক একইভাবে লোকদের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে একজন পালক প্রত্যেক সপ্তাহে তার ধর্ম্মোপদেশ পরিবর্তন করেন, ভববাদিগণের "ধর্ম্মোপদেশ" এমনভাবে সাজানো হয় যা পাঠকদের প্রতি মহা প্রভাব তৈরী করে। এই অর্থে, মনে হয় শব্দগুলি প্রসঙ্গক্রমেই সাজানো হয়েছে। ভাববাদিদের এই অংশের পুস্তকগুলির ব্যাখ্যা বুঝতে কেন মাঝে মাঝে পাঠকদের কাছে কঠিন মনে হয়। পাঠক ওগুলি সময়ানুপাতিক ভাবে সাজানো প্রত্যাশা করেন। কিন্তু এগুলি বিষয় নয়। তারা ধর্ম্মোপদেশ বা ব্যাখ্যা অধিক পছন্দ করেন।

১২। "বারটি পুস্তকের" মধ্যে হোশেয়ের পুস্তক প্রথম পুস্তক। বারটি পুস্তক হলো "ছোট ভাববাদীদের" দ্বারা লিখিত পুস্তকের সংগ্রহ। তাদের ছোট ভাববাদী বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো "বড় ভাববাদীদের" (যিরমিয়, যিহিস্কেল ও যিশাইয়) অপেক্ষা তাদের পুস্তকগুলি অনেক ছোট। হিব্রু বাইবেলের সম্পাদক ১২ জন ছোট ভাববাদীদের পুস্তকগুলি একত্রে সম্পাদিত করেছেন, এই সংগৃহিত পুস্তকগুলিকে "বার জনের পুস্তক" বা "বার জন" রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

বার জনের পুস্তকের মধ্যে পুস্তকগুলি উপস্থাপিত হয়েছে যা সূচীপত্রের উপর ভিত্তি করে সাজানো হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যোয়েল ভাববাদীর পুস্তকের শেষে (৩:১৬) এই ঘোষণা করা হয়েছে "আর সদাপ্রভু সিয়োন হইতে গর্জ্জন করিবেন, যিরূশালেম হইতে আপন রব শুনাইবেন"। পরবর্তী পুস্তক আমোষ ঠিক একই ভাবে শুরু হয়েছে: "সদাপ্রভু সিয়োন হইতে গর্জ্জন করিবেন, যিরূশালেম হইতে আপন রব শুনাইবেন" (১:২)। এতে দুটি পুস্তক সংযুক্ত হয়েছে। সম্পাদক (এবং অন্যরাও) এই সংযুক্তি দেখেছিলেন এবং এই কারণে পুস্তকগুলি একত্র করেছিলেন। আমোষ ঈশ্বরের লোকদের ইদোম অধিকারের বিষয় উল্লেখ করে শেষ করেছেন (৯:১২)। ওবদিয় হলো ইদোমের বিচার সংক্রান্ত একটি পুস্তক (১:১)। যোনা,

মীখা, ও নহুম সকলেই অশুরিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যোনা অশুরিয়ার একটি নগর–নীনবীতে দয়া দেখাবার বিষয় বলেছেন। মীখা অশুরিয়ার বিচার সম্পর্কে বলেছেন। আর নহুম নীনবীর পতন সম্পর্কে বলেছেন। এই হলো প্রমাণ যে সম্পাদক যত্ন সহকারে এই পুস্তকগুলি সাজিয়েছেন।

১৩। হোশেয় প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েল লোকেরা অনেক দেবতার আরাধনা করত। হোশেয়ের বাক্যগুলি সতর্ক করেছিল যে লোকদের অবশ্যই তাদের প্রতিমাপূজা রূপ পাপের জন্য অনুতাপ করতে হবে। অতএব হোশেয়ের বাক্যগুলি সেই সময়ের লোকদের প্রতি প্রযোজ্য হয়েছিল। যাহোক, হোশেয়ের সতর্ক বাণীগুলি আজও একইভাবে প্রযোজ্য। ঈশ্বর স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। ঈশ্বর কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করবেন না। এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে ইস্রায়েলীয়রা একই সময়ে ইয়াওয়ের ও প্রতিমার আরধনা করত। কখনও কখনও ধর্ম্মের এই মিশ্রণকে অনৈতিক আপোস বলে আখ্যায়িত করা হতো। এটি প্রকৃত ঈশ্বর সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ঈশ্বর সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র বিশ্বাস সংমিশ্রণ সংযুক্ত করেছে। অন্তিত্বগত ভাবে, এটি একটি খাঁটি নুতন ধর্ম্ম সৃষ্টি করেছে। "আরাধনার" এই ধরণ হোশেয়ের সময়ে গ্রহণযোগ্য ছিল না, এবং এটা আজও গ্রহণযোগ্য নয়। হোশেয় এই অনৈতিক আপোস এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন। পুনরায়, ঈশ্বর স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। তিনি অন্য কোন "দেবতা"কে তাঁর গৌরবের অংশী হতে দেবেন না।

হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলীয়রা বাল নামে একজন দেবতার আরাধনা করত। একটি বিস্তির্ণ স্থান বালের আরাধনার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, লোকেরা ধর্ম্মিয় বেশ্যাবৃত্তির সাথে যৌনসংসর্গে লিপ্ত হতো। এই অবৈধ যৌন ক্রিয়া সংঘটিত হতো কারণ এটা মনে করা হতো যে অনাতের (যে দেবতা বিবাহ করত) সাথে এই কার্য্যগুলি সাধিত হওয়াতে বাল সাড়া দিবে। এভাবে জগতে যৌনসংসর্গ করায় স্বর্গেও দেবতাদের যৌনসংসর্গ করতে উৎসাহিত করত, যার ফলে আবহাওয়া ও কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধির অনুকুল ফল পাওয়া যেত। ব্যাপক সংখ্যক প্রাচীন কাহিনীতে বালের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু কাহিনীতে সমুদ্র দেবতা ইয়ম এর সাথে বালের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। অন্যান্য কাহিনীতে মট দেবতার সাথে তার যুদ্ধের বর্ণনা আছে, যে গ্রীষ্মকালে শুষ্কতা নিয়ে আসত। এই কাহিনীগুলি অনুসারে বালের প্রধান সহযোগী ছিল অনাত, যে দেবীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছিল। অনাত ছিল বালের বোন ও তার স্ত্রী।

ইয়াওয়ে ইস্রায়েলের এই "মিশ্র" আরাধনা গ্রহণ করেন নি। একই সময়ে বালকে বিশ্বাস করা, ও ইয়াওয়েতে বিশ্বাস করা ছিল অসম্ভব বিষয়। ইয়াওয়ে, ছিলেন ইস্রায়েলের স্বামী হিসাবে, তাঁর স্ত্রীর জন্য তত্ত্বাবধান ও ভরণ-পোষণ করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তার (ইস্রায়েল) সাথে এটা ছিল তাঁর নিয়মের অংশ। যাহোক, সে ইয়াওয়ের "স্ত্রী" হিসাবে, তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্ভর করল না। সে ভাবল যে বাল এমন একজন দেবতা যে তার খাদ্য ও পানীয় ও আনন্দের ব্যবস্থা করে। ইস্রায়েল নিশ্চিত প্রমাণ করল যে, সে বালের প্রতি অনুগত, সে এটা মনে করে নাই যে ইয়াওয়ে তার উত্তম স্বামী।

১৪। হোশেয় লোকদের বিশ্বাস করতে আহ্বান জানাল। হোশেয়ের পুস্তকের মধ্যদিয়ে, হোশেয় বিশ্বাসে ইয়াওয়েকে গ্রহণ করতে লোকদের প্রতি আহ্বান জানান। ঈশ্বর যা বলেছেন সেই সত্য বিশ্বাস করা অপেক্ষা প্রকৃত বাইবেলীয় বিশ্বাস আরও বেশি সংযুক্ত করে। প্রকৃত বাইবেলীয় বিশ্বাস কার্য্যকরভাবে সংযুক্ত করে। হোশেয় ঈশ্বরের বাক্য শুনতে, ঈশ্বর যা বলেছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে, তাদের ব্যাভিচারের জন্য অনুতাপ করতে, ও ঈশ্বরের সকল বাক্যের প্রতি বাধ্যতায় চলতে লোকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন (উদাহরণ স্বরূপ, হোশেয় ৬:১-৩ পদ ও ১৪:১-৩ পদ দেখুন)। হোশেয়ের শেষ বাক্যগুলি বর্ণনা করছে যে পুস্তকটির উদ্দেশ্য হলো বিচার-বুদ্ধি ও বাধ্যতায় "জ্ঞানবান" হতে আহ্বান করা হয়েছে: "জ্ঞানবান কে? সে এই সকল বুঝিবে; বুদ্ধিমান কে? সে এই সকল জ্ঞাত হইবে; কেননা সদাপ্রভুর পথ সকল সরল, এবং ধার্ম্মিকগণ সেই সকল পথে চলে, কিন্তু অধর্ম্মচারীগণ সেই সব পথে উছোট খায়" (হোশেয় ১৪:৯ পদ দেখুন)। এই পদগুলি হোশেয়ের প্রথম শ্রোতাদের মত নয় কিন্তু লোকদের জ্ঞানবান ও বাধ্য হতে আহ্বান জানাচ্ছে। যারা হোশেয়ের কথাগুলি শুনেছে তাদের সকলকে এই আহ্বান জানানো হচ্ছে। অর্থ এই যে আমরা, হোশেয়ের প্রকৃত শ্রোতাদের মত, হোশেয়ের কথাগুলি শোনা ও বিশ্বাসে হোশেয়ের কথাগুলির উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

১৫। বাইবেলের ভাববানী প্রায়ই কবিতার ছন্দে লোকদের কাছে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এটা হোশেয় পুস্তকে সত্য। পুস্তকের মধ্যে কয়েকটি বর্ণনামূলক অংশ ব্যতীত আর সবই কবিতার ছন্দে লিখিত (হোশেয় ১ ও ৩ দেখুন), হোশেয় পুস্তক সম্পূর্ণই কবিতার ছন্দে লেখা। এটাই পাঠক ও প্রচারক ও শিক্ষকের প্রতি মহা দান স্বরূপ।

পরবর্তী ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণে (কাহিনী বলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত লিখিত দলিলের ধরণ নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত), কবিতা হলো পুরাতন নিয়মে লিখিত দলিলের অতি সাধারণ রূপ। ইয়োব, গীতসংহিতা, বিলাপ, যিহিস্কেল, দানিয়েল, হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীখা, নহুম, হবক্কুক, সফনিয়, ও সখরিয় সকলেই প্রচুর কবিতা সংযুক্ত করেছেন। পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকের মধ্যদিয়েও কবিতা ছড়িয়ে রয়েছে। (যাত্রা পুস্তক ১৫:১-১৮ পদ দেখুন)। তা ছাড়া, পুরাতন নিয়মের অনেক কবিতা নুতন নিয়মে উদ্ধৃত করা হয়েছে (প্রেরিত ২৮:২৬-২৭ পদ দেখুন)। এরূপে, এটা প্রচারকদের জন্য চিহ্নিত করা, বুঝা ও বাইবেলীয় কবিতা প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠক বাইবেলের কবিতা সহজে চিহ্নিত করে শিখতে পারে কারণ বাইবেলীয় কবিতায় শব্দের নমূনা ও শব্দের সৌন্দর্য্য ব্যবহার করা হয়। পুরাতন নিয়মে যে কবিতা দেখতে পাওয়া যায় তা ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত কবিতার ধরণ থেকে ভিন্ন। এর মূল অংশের সাথে, কবিতা মিল করা হয় না। বাইবেলে একটি পদে লিখিত কবিতাকে **সাদৃশ্য** রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাদৃশ্য একটি কাঠামো যা কোন বিষয় সম্পর্কে বলে, এটা প্রথম লাইন থেকে ধারণা নিয়ে, ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে, তাৎক্ষনিকভাবে পুনরাবৃত্তি করে অনুসরণ করে, এবং, যে কোন ভাবে ধারণাকে শক্তিশালী করে। এটা দুটি রেল লাইনের সদৃশ্য যা পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত থাকে (মাঝে মাঝে তিনটি উক্তি পরস্পরের সাথে সমান্তরাল

থাকে)। মনে করুন দ্বিতীয় রেল, রেল লাইনের মধ্যেই আছে যা লক্ষণীয়ভাবে প্রথম রেল অপেক্ষা শক্তিশালী। এটা কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ।

অন্যভাবে সমান্তরালের বিষয় চিন্তা করুন এটা একটি প্রতিধ্বনির মত। পথে, দ্বিতীয় লাইনে, প্রথম লাইনের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। যাহোক, এটা একটি সাধারণ প্রতিধ্বনি, যখন একজন ব্যক্তি কোন বিষয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে, তখন ঠিক একইভাবে তার প্রতিধ্বনি হতে থাকে। বাইবেলীয় কবিতাতে, প্রতিধ্বনি পরিবর্তিত হয়! এটা **প্রায়** একই। প্রথম লাইন দ্বিতীয় লাইন দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়, কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে পার্থক্য আছে।

গীতসংহিতার একটি গীত থেকে বাইবেলীয় কবিতার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় লাইনে যে ভাবে পুনরুক্ত হয়েছে তা প্রথম লাইনে সেই ধারণা দেখতে পাওয়া গেল, কিন্তু এটা করতে আরও বেশি শাক্তিশালী শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে:

> *সদাপ্রভু, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না,*
> *তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না! গীত: ৩৮:১*

পুনরায়, দুটি ট্রেন পরস্পর সমান্তরাল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইনের সমান্তরাল। শব্দগুলির মধ্যে এটা দেখা যেতে পারে যা ব্যবহৃত হয়েছে। তারা পরস্পর দেখতে একই। প্রথম লাইনে "ভর্ৎসনা" শব্দটি দ্বিতীয় লাইনে "শাস্তি" শব্দটির মত। কিন্তু "ভর্ৎসনা শব্দটির চেয়ে "শাস্তি" শব্দটি আরও শক্তিশালী। আবার, কবিতার দুটি লাইন রেল লাইনের মত, তারা পরস্পর সমান্তরাল, কিন্তু "দ্বিতীয় রেল" প্রথম রেল অপেক্ষা লক্ষণীয়ভাবে শক্তিশালী। একই ভাবে "শাস্তি" শব্দটি গীত: ৩৮:১ পদে দুই লাইনে "ভৎসনা শব্দটি এক লাইনে সমান্তরাল, "রোষাগ্নি" শব্দটি দ্বিতীয় লাইনে সমান্তরাল "ক্রোধ" শব্দটি এক লাইনে। যাহোক, সমান্তরালের প্রত্যাশা স্বরূপ "রোষাগ্নি" শব্দটি, যেহেতু "রোষাগ্নি" শব্দটি সমান্তরাল, "ক্রোধ" অপেক্ষা আরও শক্তিশালী।

হোশেয় ৬:২ পদ থেকে সামান্তরালের অন্য উদাহরণের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করুন:

> *দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবেন,*
> *তৃতীয় দিনে উঠাইবেন, তাহাতে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে বাঁচিয়া থাকিব।*

দ্বিতীয় লাইনে কত সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ("তৃতীয়") প্রথম লাইনের ("দুই") সংখ্যা অপেক্ষা বড়। এই ভাবে এই সংখ্যাদ্বয় ব্যবহার সমান্তরালের অনুরূপ। প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা দ্বিতীয় সংখ্যা বৃহত্তর। হিতোপদেশ এই বিষয় কিছু কথা বলেছে তা এরূপ, "এই **ছয় বস্তু** সদাপ্রভুর ঘৃণিত, এমন কি, **সপ্ত বস্তু** তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ" (হিতোপদেশ ৬:১৬)। ইয়াওয়ে ছয় বা সাত বস্তু নিয়ে দ্বিধান্বিত নন যা তিনি ঘৃণা করেন। বরং এটি সর্বোত্তম বাইবেলীয় কবিতা। দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইনের সমান্তরাল, কিন্তু এটি যে কোন ভাবে প্রথম লাইনকে তীব্রতর করেছে। (আরও, সতর্কতা, কোন বিষয় ইয়াওয়ের "ঘৃণিত" ও কোন বিষয় তাঁর কাছে "ঘৃণাস্পদ" এই দুইয়ের মাঝে অগ্রগতি আছে। দ্বিতীয় বিবরণটি অধিকতর শক্তিশালী।)

কেন ঈশ্বর ভাববাদীদের কবিতার উপর অতিশয় নির্ভর করতে অনুপ্রাণীত করলেন? এই প্রশ্নের সম্ভবতঃ কয়েকটি উত্তর হতে পারে। একটি উত্তর হতে পারে যে ভাববাদীদের বাণীর ধরণ অনুসারে কবিতার চাহিদা আছে। লোকেরা ভাববাদীদের বাণী শুনত না। অর্থাৎ তারা ঈশ্বরের বাণী শুনত না! অবিরত পুনরুক্তি করা সমান্তরালের অংশ যা নির্দিষ্টভাবে একটি বিষয়ে জোর দেওয়া উপযুক্ত। মূল বিষয়টি বার বার বলা ও পুনরায় বলা শব্দগুলিকে শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী করে। কবিতার শব্দ ব্যবহার করার অন্য কারণ হলো ধারাবাহিক বক্তৃতার চেয়ে আরও তীব্রতর করা। শব্দগুলির তীব্রতা কবিতা তৈরী করে যা অবজ্ঞা করা কঠিন। মূল কারণ হলো বাইবেলীয় কবিতার শব্দগুলি মনে রাখার মত। এক সময় যখন অধিকাংশ লোক পড়তে পারত না, ভাববাদীর বাণীগুলি যখন আসত তা লোকেরা বারবার পুনরুক্তি করতে ও স্মরণ করতে পারত।

১৬। ভাববাদিগণ এমন ভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন যা পাঠককে আঘাত করার অভিপ্রেত হতে পারে। ভাববাদীদের দ্বারা নিয়মিত কঠিন ভাষা ব্যবহার করা হৃদয়ংগমযোগ্য কারণ লোকেরা কোন দীর্ঘ সময় "সাধারণ" বাক্য শুনবে না। কেননা তারা "সাধারণ" বাক্য মনোযোগ সহকারে শুনতে চায় না, ভাববাদিগণ তাদের বাণীগুলিকে প্রবল থেকে প্রবলতর করে ব্যবহার করেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইস্রায়েলের লোকেরা দেবতার আরাধনা করত। তাদের এই পাপ সম্পর্কে বারংবার সতর্ক করা হয়েছিল। হোশেয় তাদের এই প্রতিমাপূজা সম্পর্কে সতর্ক করতে ও তাদের অনুতাপ করার জন্য বুঝাতে চেষ্টা করতে প্রেরিত হয়েছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন ইস্রায়েলের শেষ ভরসা। ইস্রায়েল অনেক অনেক বৎসর যাবৎ, ঈশ্বরের বাক্য শুনতে অস্বীকার করে আসছিল যা মোশির পুস্তকের মাধ্যমে তাদের কাছে এসেছিল। আদি যুগের ভাববাদীদের মাধ্যমে ইস্রায়েলের কাছে প্রেরিত বাক্য শুনতে তারা অগ্রাহ্য করেছিল। এই কারণ পরবর্তী ভাববাদিদের দ্বারা ঐ বাক্যগুলি আরও জোরে ও চিৎকার করে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যেন তারা অবজ্ঞা করতে না পারে। তিনি এই কথা বলতে পেরেছিলেন, "তোমরা প্রতিমাপূজা থেকে ফির"। এই বাক্যগুলি ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাক্য। কিন্তু হোশেয় এগুলি "সাধারণ" ভাষায় ব্যবহার করলেন না যখন তিনি প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে ইস্রায়েলকে বলছিলেন। ইস্রায়েল হোশেয়ের বাণী শুনল না। হোশেয় জাতিগণের কার্য্যকর পদক্ষেপ বর্ণনা করতে বাক্য ব্যবহার করলেন যা তাদের ঐ প্রতিমাপূজা অপেক্ষা আরও ভয়ংকর আঘাত রূপে আসবে। তিনি ঘোষণ করলেন যে জাতি **বেশ্যাবৃত্তি** করেছে। এই বাক্য এবং এই বাক্যের মত আরও অনেক বাক্য যা হোশেয় নিশ্চিতভাবে জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যবহার করলেন!

কবিতার নীচের লাইনগুলি ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজার বিষয় বর্ণনা করছে। এই বাক্যগুলি শুনতে শুনতে আপনি মনে করুন একজন ইস্রায়েলীয় রূপে হোশেয়ের সময়ে বাস করছেন:

"তোমরা বিবাদ কর, তোমাদের মাতার সহিত বিবাদ কর, কেননা সে আমার স্ত্রী নয়,
এবং আমিও তাহার স্বামী নই;
সে আপনার দৃষ্টি হইতে আপন বেশ্যাচার,
এবং আপানর স্তনযুগলের মধ্য হইতে আপন ব্যভিচার দুর করুক..." হোশেয় ২:২

হোশেয় একজন বেশ্যা রূপে ইস্রায়েলকে বর্ণনা করলেন! কবিতার এই লাইনের গুরুত্ব অনুভব করুন, মনে করুন যদি কেহ আপনার মায়ের বিষয় এই ভাবে বর্ণনা করত! লোকেরা যে ভাববাদীদের হত্যা করতে চাইত এটা বিস্ময়ের বিষয় নয়। ভাববাদীর কঠিন বাক্যের উদ্দেশ্য ছিল যেন ঈশ্বরের বাক্য শুনতে পেয়ে তাদের অন্তরে গভীর ক্ষত হয়। যখন ভাববাদীদের পাঠান হয়েছিল তখন ঈশ্বর কি করছিলেন তা তিনি নিজেই ঘোষণা করলেন। এই কবিতার লাইনগুলি বিবেচনা করুন (এটি কবিতার তিন লাইনের একটি উদাহরণ যা পরস্পর সমান্তরাল):

এই জন্য আমি ভাববাদীগণ দ্বারা লোকদিগকে তক্ষিত করিয়াছি,
আমার মুখের বাক্য দ্বারা বধ করিয়াছি;
এবং আমার বিচার বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হয়। **হোশেয় ৬:৫**

হোশেয়ের সময়ের লোকদের এরূপ কঠিন বাক্য শুনা প্রয়োজন ছিল এবং বর্তমান কালের লোকদেরও এরূপ কঠিন বাক্য শুনা প্রয়োজন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে হোশেয়ের সময়ের লোকদের জন্য এইরূপ কঠিন বাক্য কোন উপকার হয়নি। আজও লোকদের এই একই বাক্য শুনা প্রয়োজন। আমাদের সহানুভুতিহীনতার কারণে আঘাত পাওয়া প্রয়োজন! এটি ঈশ্বর নিরূপিত ভাববাদীদের বাক্য। লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে তারা সতর্কতার সাথে মনোনীত হয়েছিলেন যেন এই লোকেরা অবশ্যই ঈশ্বরের উত্তম বাক্য শুনতে পায়, অনুতাপ করে, ও বাধ্যতায় চলে (ইব্রীয় ৪:১২)।

১৭। ভাববাদিগণের জীবনকালে যারা বাস করত ভাববাদিগণের প্রধান কাজ তাদের জন্য ছিল না। বরং, এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা ভাববাদিগণের পরবর্তী কালে বাস করে। ভাববাদীদের অন্যতম কাজ ছিল তাদের নিজের বংশধরদের মধ্যে বসবাসকারী লোকদের তাদের পাপের কারণে তাদের উপরে যে দন্ড নেমে আসছে সেই সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা। এরূপে, হোশেয় লোকদের সাথে কথা বলতে ঈশ্বরের আহ্বান পেয়েছিলেন যারা তার নিজের জীবনকালে বাস করত। কিন্তু বিষয়টি বিবেচনা করে দেখুন যে সবচেয়ে বেশি ধরা যায়, মাত্র কয়েক হাজার লোক, তার জীবনকালে হোশেয়ের কথা শুনেছিল। যাহোক, লক্ষ লক্ষ লোক, বলা যায় অগণিত লোক, হোশেয়ের ইস্রায়েলে প্রকাশিতভাবে প্রচারের পর হাজার হাজার বছর হোশেয়ের বাক্য শুনছে। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে এটা পরিষ্কার যে হোশেয়ের সমকালীন লোকদের মধ্যে তার কার্য্যের প্রতি কোন মহা প্রভাব ছিল না। তার পরবর্তী সময়ের লোকদের (আপনি ও আমি সহ) উপর এর প্রভাব পড়েছে! হোশেয়ের সমকালীন ইস্রায়েল লোকেরা যারা তার এই বাক্য প্রকাশ্যে শুনেছিল তাদের থেকে আজকের হোশেয়ের পাঠকরা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যারা হোশেয়ের কাছ থেকে প্রকাশ্যে ঐ সকল বাণী শুনেছিল তারা তার ভাববাণী প্রকাশের আগে থেকেই সেখানে বাস করত। ইস্রায়েলের উত্তরাংশের রাজ্য তখনও ধ্বংস হয়নি। লোকেরাও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়নি। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তখনও খ্রীষ্ট আসেননি। বর্তমান পাঠকরা ঐ অবস্থার সাথে সম্পর্কীত নয়। হোশেয় যে বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলেন তা ইতিমধ্যে সাধিত হয়েছে। পাঠকরা আজ হোশেয়ের পশ্চাতে তাকিয়ে এটা জানতে পারছে যে তিনি যে ভাববাণী করেছিলেন তা সাধিত হয়েছে ! এটি ঈশ্বরের লোকদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করছে। যদি হোশেয়ের বাক্য

ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে সাধিত হয়ে থাকে, তবে এটা ঈশ্বরের লোকদের এক মহা বিশ্বাস দান করবে, যে ঈশ্বরের সকল বাক্যই আজ পূর্ণতা সাধিত হচ্ছে! এটি ঈশ্বরের প্রতি মহা ভয় সৃষ্টি করবে। আমরা এটা দেখতে সমর্থ হয়েছি যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন কিন্তু তাঁর লোকেরা তা করেনি যেহেতু তারা অন্য দেবতার সেবা করছে। এই কারণ আমাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে আমরা যদি অন্য দেবতার সেবা করি তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না।

আবার, ভাববাদিগণ তাদের নিজেদের বংশধরদের রক্ষা করবার জন্য কথা বলেননি। তারা জানতেন যে তাদের ভাববাণী অনেক বিলম্বে হলেও তা কার্য্যে পরিণত হবে। হোশেয় জানতেন যে তার প্রকৃত শ্রোতামন্ডলী হবে ভবিষ্যতের মানুষেরা। ১পিতর থেকে নীচের পদটি মোনযোগ সহকারে বিবেচনা করুন। প্রেরিত পিতর বলছেন যে ভাববাদীগণ–এবং এতে হোশেয় সংযুক্ত আছে–তারা জানত যে তারা আমাদের সেবা করছেন! ভাববাদীরা জানতেন যে তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের বিষয় ভাববাণী বলছেন যা খ্রীষ্টেতে সাধিত হবে, এবং তারা জানতেন যে তাদের বাক্যগুলি ভবিষ্যতের লোকদের সাহায্য করবে।

> সেই পরিত্রাণের বিষয়, ভাববাদিগণ সযত্নে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তোমাদের জন্য নিরূপিত অনুগ্রহের বিষয় ভাববাণী বলিতেন। তাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁহাদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য নিরূপিত বিবিধ দুঃখভোগ ও তদনুবর্তী গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি প্রকার সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। **তাহাদের কাছে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে তাঁহারা আপনাদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সকল বিষয়ের পরিচারক ছিলেন;** সেই সকল বিষয় যাঁহারা স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র আত্মার গুণে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এখন তোমাদিগকে জ্ঞাত করা গিয়াছে; আর স্বর্গদূতেরা হেঁট হইয়া তাহা দেখিবার আকাঙ্খা করিতেছেন। **১পিতর ১:১০-১২**

আজকে হোশেয়ের বাক্যের পাঠক হিসাবে, আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন যে আমরা এই বাক্যগুলি শুনলাম যা আমাদের জন্য লিখিত হয়েছে। এগুলি কেবল প্রাচীন ইস্রায়েলীয়দের জন্য লিখিত হয়নি।

১৮। দ্বিতীয় রাজাবলি পড়লে মহা সাহায্য হবে যা হোশেয়ের সাথে মিলে যায়। ২রাজাবলিতে ইস্রায়েল ও যিহূদার ইতিহাস যে সময়ে লিখিত হয়েছে সেই সময়ে হোশেয় জীবিত ছিলেন ও ভাববাণী বলতেন। হোশেয়ের কবিতার সাথে ২ রাজাবলি বর্ণনামূলক দ্বারা যুক্ত, হোশেয় পুস্তকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া বাক্যগুলির **পটভুমিকার** বিষয় পাঠক সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবেন। ইস্রায়েলে বসবাসকারী লোকদের জনই পুস্তকটি লিখিত হয়েছিল। সেই সময়ে ইস্রায়েলের সিংহাসনে একজন রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল যারবিয়াম। সে খুবই শক্তিশালী রাজা ছিল, তবে সে তার শক্তি কোন ভাল উদ্দেশে ব্যবহার করত না। সে লোকদের মন্দ কাজে চালিত করত। ইস্রায়েলের লোকেরা মন্দ কাজে তাদের রাজাকে আনন্দের সাথে অনুসরণ করত। ইয়াওয়ে– ইস্রায়েলের ঈশ্বর–ইস্রায়েলের অবাধ্যতাকে মেনে নিতে

পারেননি। তিনি হোশেয়কে আহ্বান করে ইস্রায়েলকে বাণী দিতে বললেন। বাণীটি ছিল এই যে ইয়াওয়ে কখনও ইস্রায়েলের অবাধ্যতা মেনে নিবেন না। তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে। তথাপি, হোশেয়ের কাছে আশার বাণী আছে। ইয়াওয়ে, যদিও তিনি ইস্রায়েলকে ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন, আবার ইস্রায়েলকে উদ্ধারও করবেন।

১৯। দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১-৩১, ১২:১-৩২, ২৮:১-৬৮, ও ৩০:১-২০ পড়লে মহা সাহায্য হবে যা হোশেয়ের সাথে মিলে যায়। মুলত: হোশেয় ইস্রায়েলীয়দের নূতন কিছু বলেননি। মোশির পুস্তক থেকে তাদের প্রতিমা সম্পর্কে সতর্ক করা হতো। তাদের এই কথা বলা হতো যদি তারা অবাধ্য হয়ে চলে তবে তাদের কি ঘটবে। অবশেষে ইস্রায়েলের উদ্ধারে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বিষয় তারা শুনতে পেয়েছিল। আজও একইভাবে হোশেয়ের বিষয়গুলি শুনতে লোকঁদের কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে। একইভাবে, হোশেয় আজকের শ্রোতাদের উদ্দেশে নূতন কিছুই বলছেন না। যদি লোকেরা দ্বিতীয় বিবরণ বুঝতে পারে, তারা হোশেয়ও বুঝতে পারবে। দ্বিতীয় বিবরণ থেকে এই অধ্যায়গুলির সাথে হোশেয় পড়লে প্রচারকের মহা সাহায্য হবে।

২০। হিব্রু ভাববাণীর বিশিষ্ট অংশ যা না-সূচক ও হ্যাঁ-সূচক বিবরণের মধ্যে প্রায়ই আঘাত করে থাকে। একটি নির্দিষ্ট পদগুলির দল হলো না-সূচক। এই না-সূচক পদগুলি তাৎক্ষণিকভাবে পদগুলির দলের দ্বারা অনুসরণ করা হচ্ছে যা হ্যাঁ-সূচক। এই না-সূচক ও হ্যাঁ-সূচক বিবরণের বৃত্তের মধ্যে হিব্রু বাইবেলে ভাববানীর পুস্তকগুলি সাধারণ। হোশেয়েতে এরূপ একটি বিষয় আছে। হোশেয় ১:১-৯ হলো না-সূচক। এটি ইস্রায়েলের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা। হোশেয় ১:১০-২১-২:১ হলো হ্যাঁ-সূচক। এটি ইস্রায়েলের জীবনের পুনরুত্থানের বিষয় বলছে। এটা ইস্রায়েলের মুক্তির বিষয় ও ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে একজন মনোনীত নেতার বিষয় বলছে যার অধীনে ইস্রায়েল মহা বিস্তার লাভ করবে। এটি সুসমাচারের একটি প্রতিজ্ঞা! হোশেয় ২:২-১৩ পদ না-সূচক। হোশেয় ২:১৪-২৩ পদ হ্যাঁ-সূচক। ভাববাদীক পুস্তকগুলি কেন এমন হয়? কেন সকল না-সূচক বিভাগগুলি ও হ্যাঁ-সূচক বিভাগগুলি একত্রে স্থাপন করা হয়নি? সম্ভবত: এই পুস্তকের হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক এর বাণীগুলি প্রায়ই পরিবর্তন হয়ে থাকে–হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক উভয়ই–নূতন বাক্যের মধ্যে বারংবার পুনরুক্ত করতে হবে। পুস্তকে পুনরুক্ত বাক্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বাণীগুলি ঈশ্বরের লোকদের বারংবার শোনা প্রয়োজন।

মূল বচনের মধ্য দিয়ে গৌরবময় বিষয়ে জোর দেওয়া প্রচারক বা শিক্ষকের জন্য সহজ। একই সময়ে, মূল বচনে জোর দিতে গিয়ে কঠিন বিষয় বাদ দেওয়া সহজ। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বুদ্ধিমান প্রচারক বা শিক্ষক হোশেয় পুস্তকে চিত্রায়িত সকল বিষয়েই জোর দিবেন।

হোশেয় ১:১-১:৯

৭৫৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে ইস্রায়েলে হোশেয়ের এই বিশেষ কার্য্য শুরু হয়েছিল। সেই সময়ে যখন হোশেয় জীবিত ছিলেন তখন ইস্রায়েলের ১২বংশ এক জাতি হিসাবে ছিল না। প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্বে হোশেয় তার বিশেষ কার্য্য শুরু করেছিলেন, তখন ইস্রায়েল জাতি ভেঙ্গে দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল (এটি ১রাজাবলি ১২:১৬-২৪ পদে লিখিত আছে)। দশ বংশ নিয়ে উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য ও ইস্রায়েল (বা কখনও কখনও ইফ্রয়িম) নামে আখ্যাত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যে যিহূদা ও বিন্যামিন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যিহূদা নামে আখ্যাত ছিল। ৭২২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে অশুরিয়দের দ্বারা পরাজিত হওয়ার পূর্বে ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে ভাববানী প্রচার করার বিষয়ে হোশেয় ছিলেন শেষ ভাববাদী, ঈশ্বরের বিচার দন্ড নেমে আসার পূর্বে অনুতাপ করবার জন্য আহ্বান করতে তিনি ছিলেন শেষ বার্তাবাহক। দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকেরা হোশেয়ের কথা শুনল না।

ইস্রায়েলীয়দের প্রতি হোশেয়ের বাক্য ও যর্দ্দন পার হয়ে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের পূর্বে ইস্রায়েলীয়দের প্রতি মোশির বাক্যের পশ্চাদপট্ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে, স্মরণ করুন, যদি ইস্রায়েল অন্য দেবতার সেবা করতে থাকে তবে সতর্ক বাণীতে কি ঘটবে।

> *"কিন্তু সদাপ্রভু তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, লৌহের হাফর হইতে, মিশর হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার অধিকাররূপ প্রজা হও, যেমন অদ্য আছ। আর তোমাদের জন্য সদাপ্রভু আমার প্রতিও ক্রুদ্ধ হইয়া এই দিব্য করিয়াছেন যে, তিনি আমাকে যর্দ্দন পার হইতে দিবেন না, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ অধিকারার্থে দিতেছেন, সেই উত্তম দেশে আমাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না। বাস্তবিক এই দেশেই আমাকে মরিতে হইবে ; আমি যর্দ্দন পার হইয়া যাইব না ; কিন্তু তোমরা পার হইয়া সেই উত্তম দেশ অধিকার করিবে। তোমরা আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাইও না, কোন বস্তুর মূর্তিবিশিষ্ট ক্ষোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; উহা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নিষিদ্ধ। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ; তিনি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর।"*
>
> *"সেই দেশে পুত্র পৌত্রগণের জন্ম দিয়া বহুকাল বাস করিলে পর যদি তোমরা ভ্রষ্ট হও, ও কোন বস্তুর মূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষোদিত প্রতীমা নির্ম্মাণ কর, এবং তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহা করিয়া তাঁহাকে অসন্তুষ্ট কর; তবে আমি অদ্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্বর্গ মর্ত্তকে সাক্ষী মানিয়া কহিতেছি, তোমরা যে দেশ অধিকার করিতে যর্দ্দন পার হইতে যাইতেছ, সেই দেশ হইতে শীঘ্র নিঃশেষে বিনষ্ট হইবে, তথায় বহুকাল অবস্থিতি করিবে না, কিন্তু নিঃশেষে উচ্ছিন্ন হইবে। আর সদাপ্রভু জাতিগণের মধ্যে তোমাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন ; যেখানে সদাপ্রভু তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন, সেই জাতিগণের মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক হইয়া অবশিষ্ট থাকিবে। আর তোমরা সেখানে মনুষ্যের হস্তকৃত দেবগণের –দর্শনে, শ্রবণে, ভোজনে ও আঘ্রাণে অসমর্থ কাষ্ঠ ও প্রস্তরখন্ডের–সেবা করিবে। কিন্তু সেখানে*

> *থাকিয়া যদি তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, তবে তাঁহার উদ্দেশ পাইবে; সমস্ত হৃদয়ের সহিত ও সমস্ত প্রাণের সহিত তাঁহার অন্বেষণ করিলেই পাইবে। যখন তোমার সঙ্কট উপস্থিত হয়, এবং এই সমস্ত তোমার প্রতি ঘটে, তখন সেই ভাবী কালে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিবে, ও তাঁহার রবে অবধান করিবে। কারণ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাময় ঈশ্বর ; তিনি তোমাকে ত্যাগ করিবেন না, তোমাকে বিনাশ করিবেন না, এবং দিব্য দ্বারা তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া যাইবেন না।" **দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২০-৩১***

এই পদগুলিতে ইয়াওয়ে যে সতর্ক বাণী করেছিলেন ইস্রায়েলীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত কার্য্য করেছিল। ভাববাদীগণের দ্বারা বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও, ইস্রায়েলীয়রা কার্য্যকরভাবেই মূর্ত্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল! তারা হোশেয়ের সময়ের মত ব্যবহৃত হয়েছিল, অন্য দেবতাদের সাথে "বেশ্যাবৃত্তিতে" নিয়োজিত ছিল। তাঁর প্রতিজ্ঞা সত্য, ইয়াওয়ে "জাতিগণের মধ্যে [তাদের] ছিন্নভিন্ন করলেন। এই ছিল হোশেয়ের দুঃখপূর্ণ বাণী: ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটল। কিন্তু হোশেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় বাণী ছিল: ইয়াওয়ে একদিন, দ্বিতীয় বিবরণে সেই প্রতিজ্ঞা অনুসারে–লোকদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে আনবেন। নূতন নিয়মে এই প্রতিজ্ঞা পরিষ্কার করা হয়েছে, যা আশ্চর্য্যজনকভাবে যীশুতে পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যু, কবর, ও পুনরুত্থান ছিন্ন ভিন্ন লোকদের ফল স্বরূপ হয়েছে যে ঈশ্বর লোকদের ফিরিয়ে আনলেন।

হোশেয়ের পুস্তকের সাথে ২রাজাবলি মিলিয়ে পড়লে মহা সহায়ক হবে। সেই সময়ে ২রাজাবলিতে ইস্রায়েল ও যিহূদার ইতিহাস পুন:লিখিত হয়েছে। হোশেয়ের বাক্যের সাথে ২রাজাবলির বাক্য সংযুক্ত, পাঠক হোশেয়ের পুস্তকের মধ্য দিয়ে পাওয়া বাক্যগুলি খুব ভালভাবে বুঝতে সমর্থ হবেন।

ইস্রায়েলে বসবাসকারী লোকদের উদ্দেশেই পুস্তকটি লিখিত হয়েছিল। এই সময়ে ইস্রায়েলের সিংহাসনে একজন রাজা ছিলেন। তার নাম ছিল যারবিয়াম। সে ছিল একজন শাক্তিশালী রাজা, তবে সে তার শক্তি কোন ভাল উদ্দেশে ব্যবহার করত না। সে লোকদের মন্দ কাজে চালিত করত। ইস্রায়েলের লোকেরা মন্দ কাজে তাদের রাজাকে আনন্দের সাথে অনুসরণ করত। যাহোক, ইয়াওয়ে– ইস্রায়েলের ঈশ্বর–ইস্রায়েলের অবাধ্যতাকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি হোশেয়কে আহ্বান করে ইস্রায়েলকে বাণী দিতে বললেন। হোশেয়ের বাণীটি ছিল এই যে ইয়াওয়ে কখনও ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততা মেনে নিবেন না। তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে।

হোশেয়ের পুস্তকে আশার বাণী সংযুক্ত আছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হোশেয় ১:১০: ২:১ পদ দেখুন)। যাহোক, হোশেয় ১:১-৯ পদে কোন আশার বাণী দেখা যাচ্ছে না। হিব্রু পুস্তক (কখনও কখনও MT বলে আখ্যাত) এবং গ্রীক পুস্তক (কখনও কখনও সেপ্টুয়াজিন্ট বা LXX বলে আখ্যাত) উভয়ই হোশেয় ১ অধ্যায় নয় পদে নিষ্পত্তি হয়েছে। এই বিচক্ষণতা তৈরী হয়েছে কারণ বাণীটি নয় পদের পরে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তীত হয়েছে। এই কারণ এই বিভাগ নয় পদের সাথে নিষ্পত্তি হয়েছে।

যেমন আপনি এই প্রথম নয়টি পদ শেষ করেছেন, আপনি ইস্রায়েলের বেপরোয়া অবস্থা স্মরণ করতে পারেন। তারা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেছে এবং ঈশ্বর তাদের পরিত্যাগ করেছেন। যদি আপনি ইস্রায়েলের মনঃকষ্ট বুঝতে না পারেন, তাহলে বাক্যাংশটি আবার পড়ুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ঈশ্বর মুর্ত্তিপূজা কত মারাত্মক ভাবে নিয়েছেন? আপনি যদি বুঝতে না পেরে থাকেন, অংশটি আবার পড়ুন।

ঈশ্বকর তাঁর লোকদের কাছে বাধ্যতা চান। এই পদগুলিতে এটা খুবই পরিষ্কার। যাহোক, আমরা ঐ বিষয়টা চিন্তা করব না যে পুরাতন নিয়মের যুগে কেবল বাধ্যতা চাওয়া হয়েছিল। স্মরণ করুন যীশু কিভাবে যোহন ১৪ অধ্যায়ে কথা বলেছেন। বিশেষভাবে, তিনি প্রায়ই বলতেন যে যারা তাঁকে প্রেম করে তারা তাঁর আজ্ঞা সকল পালন করবে।

> *"তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে **আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে**। আর আমি আমার পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন, তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁকে দেখে না, তাঁকে জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।"*
>
> *"আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি। আর অল্পকাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবে; কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে। সেই দিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদিগেতে আছি। যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞা সকল প্রাপ্ত হইয়া সে সকল পালন করে, সে আমাকে প্রেম করে; আর যে আমাকে প্রেম করে, আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন; এবং আমিও তাহাকে প্রেম করিব, আর আপনাকে তাহার কাছে প্রকাশ করিব। তখন যিহূদা-ঈষ্কিরিয়োতীয় নয়-তাঁহাকে বলিলেন, প্রভু কি হইয়াছে যে, আপনি আমাদেরই কাছে আপনাকে প্রকাশ করিবেন, আর জগতের কাছে নয়? যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন, এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব। যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার বাক্য সকল পালন করে না। আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।" **যোহন ১৪:১৫-২৪***

আমরা অবশ্যই আমাদের প্রভুকে মান্য করব এবং আমাদের লোকদের তাঁকে মান্য করতে আহ্বান জানাব। আমরা বোকার মত চিন্তা করি যে তার মনোভাব মূর্ত্তিপূজার দিকে ও তার বাধ্যতার পরিবর্তন হয়েছে। হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের অবস্থা এই অধ্যায়ের পর্য্যায়ে ছিল। যাহোক, এটা আজ ঈশ্বরের লোকদের সম্বন্ধে। প্রচারক ও শিক্ষক হিসাবে, আমরা অবশ্যই প্রতিমাপূজার ভয়াবহতা সম্পর্কে লোকদের সতর্ক করব।

হোশেয় ১:১-১:৯[৩]

১ যিহূদা-রাজ উষিয়, যোথম, আহস ও হিষ্কিয়ের[৫] সময়ে, এবং যোয়াশের পুত্র ইস্রায়েল-রাজ যারবিয়ামের[৬] সময়ে সদাপ্রভুর এই বাক্য বেরির[৪] পুত্র হোশেয়ের নিকটে উপস্থিত হইল।[৭]

---

৩ এখন মাঝে মাঝে যাদের **ছোট ভাববাদী** বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে হোশেয়ের পুস্তক তাদের মধ্যে প্রথম। প্রাচীন কালে, সংগৃহিত এই ছোট ছোট পুস্তকগুলিকে "বার জনের পুস্তক বলে আখ্যায়িত করা হতো কারণ এই ১২টি পুস্তক **ছোট ভাববাদীদের** দ্বারা লেখা। যিহূদীরা এই পুস্তকগুলিকে একটি পুস্তক রূপে সংগৃহিত করেছে।

৪ ইস্রায়েলের কাছে হোশেয়ের যাজকত্ব (কখনও কখনও ইস্রায়েল হোশেয়তে **ইফ্রয়িম** রূপে উল্লেখিত হয়েছে) ৭৫৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে শুরু হয়েছিল। ৭২২ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে অশুরিয়দের দ্বারা পরাজিত হওয়ার পূর্বে ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে ভাববানী প্রচার করার বিষয়ে হোশেয় ছিলেন শেষ ভাববাদী। এই প্রথম পদ এটা বলে না যে হোশেয় ইস্রায়েলের ভাববাদী। এই বিষয়টি ৪-৭ পদে পরিষ্কার হয়েছে।

৫ হোশেয় যখন তার এই বিশেষ কার্য্য শুরু করেছিলেন তখন কয়েকজন রাজা ক্ষমতাসীন ছিলেন। বাইবেলের এই সাধারণ বিভাগ ভাববাদীগণের পুস্তক নামে আখ্যাত। যিরমিয়, যিশাইয়, আমোষ, মীখা সফনিয়, হগয় এবং সখরিয় যখন তাদের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তখন বেশ কয়েকজন রাজা ক্ষমতাসীন ছিলেন। হোশেয়, আমোষের মত, যিহূদা থেকে (উষিয়, যোথম, আহস, ও হিষ্কিয়) এবং ইস্রায়েল থেকে (যারবিয়াম)। এই ঘটনা তিনি ঘটিয়েছিলেন যদিও তার বিশেষ কার্য্য ছিল প্রাথমিকভাবে ইস্রায়েলে। ভাববাণীর পুস্তকে রাজাদের তালিকা প্রচারকের জন্য মহা সাহায্য হবে। ঐ রাজাদের বর্ণনায় পুস্তকের শুরুতে দুইজন রাজার মধ্যে তুলনা করে, প্রচারক বুঝতে সমর্থ হবেন যে ভাববাদীর কথা বলার সময় ঐ দেশের পরিস্থিতি কেমন ছিল।

৬ হোশেয়ের কার্য্যকালের প্রারম্ভিক সময়ে, ইস্রায়েল সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল বলে মনে হয়। ঐ ভাববাদীগণ ও তাদের কথায় যারা বিশ্বাস করেছিল তারা ব্যতীত, এটি ইস্রায়েলের শেষ পর্য্যন্ত আবির্ভুত হয়নি। বস্তুত: যারবিয়াম ইস্রায়েলে বৃদ্ধি পেতে থাকল (দ্বিতীয় রাজাবলি ১৪:২৩-২৯ পদ দেখুন)। যাহোক, সে তার বাধ্যতাকে ইয়াওয়ের প্রতি বৃদ্ধি করে নাই। রাজাবলি লেখকের লেখা অনুসারে "সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা মন্দ তাই করত"। লোকদের প্রতিনিধি স্বরূপ, তার লোকদের নেতৃত্ব দেওয়া ও ইয়াওয়ের নিয়ম রক্ষা করা উচিত ছিল। তাছাড়া, "সে নেবতের পুত্র যারবিয়ামের সকল পাপ থেকে সে পৃথক হয়নি"। ইস্রায়েলের প্রথম রাজা "নেবতের পুত্র ছিল যারবিয়াম"। যারবিয়াম প্রথমেই ইস্রায়েলীয়দের মূর্ত্তি পূজার প্রতিচালিত করেছিল। হোশেয় ১ এ ২য় যারবিয়াম কে রাজা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম যারবিয়ামের মন্দ কার্য্য তার মধ্যে অব্যহত ছিল। ২য় যারবিয়াম খ্রীষ্টপূর্ব ৭৯৩/৯২–৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইস্রায়েলে শাসন করত।

৭ বস্তুত: হোশেয় যিহূদার রাজা ও ইস্রায়েলের রাজা উভয়ের বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যে তার পুস্তকে এই দুই জাতির সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করেছিলেন। যেহেতু হোশেয় প্রাথমিক পর্য্যায়ে ইস্রায়েলের বিষয় কথা বলেছিলেন, তার অনেক বাক্যই সরাসরি যিহূদার প্রতি নির্দেশ করেছিল। এটা পরিষ্কার যে তিনি যিহূদার লোকদের বিষয় এই প্রত্যাশা করেছিলেন যে তিনি যা বলছেন তা তারা শুনবে ও সেইমত কার্য্য করবে।

২ সদাপ্রভু যখন প্রথমে হোশেয় দ্বারা কথা বলেন, তখন সদাপ্রভু হোশেয়কে কহিলেন, তুমি
যাও, ব্যাভিচারের[৮] স্ত্রীকে[৯] ও ব্যাভিচারের সন্তানদিগকে গ্রহণ কর,[১০] কেননা এই দেশ
সদাপ্রভুর অনুগমন হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় ভয়ানক ব্যাভিচার করিতেছে।[১১] ৩ তাহাতে তিনি
গিয়া দিব্লায়িমের কন্যা গোমরকে গ্রহণ করিলেন; আর সেই স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া তাঁহার জন্য
পুত্র প্রসব করিল।

---

৮ যেহেতু হোশেয়ের অধিকাংশ লেখাগুলি কবিতার ছন্দে লেখা, প্রথম অধ্যায়টি বর্ণনামূলক (ঘটনাবহুল)। এই অধ্যায়ে কাহিনীটি হলো গোমর নামে একজন স্ত্রীলোককে হোশেয় বিয়ে করলেন ও গোমর হোশেয়ের জন্য একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন। এটি হোশেয়ের ও তার "ব্যাভিচারের স্ত্রীর" কাহিনী যা ইয়াওয়ের বিশ্বস্ততার প্রতি ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততার বিবাহের চিত্র।

৯ গোমরের বিবাহের পূর্বে ও পরের অনেক বিষয় উল্লেখ নেই। অতএব, গোমরের সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিষয়, এটা বাস্তবিক জানা কঠিন যে "ব্যাভিচারের স্ত্রী" অর্থ কি। এটা একটি দৃষ্টান্ত যখন প্রচারকের মূল অংশের উপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হবে (ইস্রায়েলের আধ্যাত্মিক অবিশ্বস্ততা) তখন এর বিস্তারিত বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পরিশেষে বাক্যাংশের অর্থ সংযুক্ত করবেন না। প্রচারক অনেক বিষয়ে গোমর সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারেন এবং হোশেয়ের পুস্তক থেকে পরিষ্কারভাবে ও সঠিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করুন। কোন বিষয় তৈরী করতে যদি প্রচারক বা শিক্ষকের গোমর সম্পর্কে আরও তথ্য প্রয়োজন হয়, তবে এটা দেওয়া যাবে!

১০ গোমরের দ্বারা হোশেয়ের তিনটি সন্তান হয়েছিল। এই তিনটি সন্তানের প্রত্যেককে প্রতীক স্বরূপ নাম দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু পাঠক এই সন্তানদের সম্পর্কে ও তাদের কার্য্যের বিষয় আরও অধিক কিছু জানতে ইচ্ছা করেন, আমরা কিছুই বলতে পারব না। সন্তানদের তাৎপর্য্য তাদের **নামের** সাথেই দেওয়া হয়েছিল। সন্তানদের নামগুলি জাতির জন্য শক্তিশালী বার্তা রূপে প্রেরিত হওয়ার অভিপ্রেত ছিল।

১১ যেহেতু গোমরের ব্যাভিচারের আসল স্বভাব সম্পর্কে পাঠককে বলা হয়নি, পুরাতন নিয়মের পাঠকগণ ইস্রায়েলের ব্যাভিচারের স্বভাব সম্পর্কে অনেক কথা, অনেক বিষয় বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলি হলো, হোশেয় ও গোমরের মধ্যে বিবাহ ইয়াওয়ে ও ইস্রায়েলের মধ্যে "বিবাহের" ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। একই ভাবে হোশেয় ও গোমর বিবাহিত হয়েছিলেন, যেভাবে ইয়াওয়ে ও ইস্রায়েল নিয়মের দ্বারা একত্রে সংযুক্ত হয়েছিল। এই বিবচেনায়, তারা পরস্পর "বিবাহিত" ছিল। এই নিয়ম সীনয় পর্ব্বতে দেওয়া হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণ পর্য্যন্ত খসড়া-চিত্র) যা ছিল তাদের "বিবাহের চুক্তিপত্র"। ইয়াওয়ে তাঁর নিয়মের অংশ রক্ষা করেছিলেন। তিনি প্রেম, খাদ্য, আশ্রয়, ও তত্ত্বাবধান দ্বারা ইস্রায়েলকে ভরণ-পোষণ করেছিলেন। যাহোক, একেবারে শুরু থেকেই ইস্রায়েল বিবাহের নিয়ম ভঙ্গ করে এসেছে। অনেক অনেক শাস্ত্রাংশে রয়েছে যে ইস্রায়েল কিভাবে ইয়াওয়ের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ, ১শমুয়েল ৭:৩-৬ পদ দেখুন)। হোশেয়ের শক্তিশালী ভাষা ব্যবহার করে, ইস্রায়েল আধ্যাত্মিক ব্যাভিচার করেছিল। জাতি তার প্রকৃত স্বামী ইয়াওয়ের পরিবর্তে অন্য দেবতাকে প্রেম করেছিল। এটি স্মরণ করা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে "ব্যাভিচার" শব্দটির অনুবাদ দুই পদে বহুবচন। এরূপে গোমরের "ব্যাভিচার" এককালীন ঘটনা রূপে উপস্থাপিত হয়নি। এটি জীবনের পথ স্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে। যেহেতু গোমরের জীবনে এটি কিভাবে সত্য হলো তার বিস্তারিত কোন বিষয় পাঠককে বলা হয়নি, তবে পাঠককে ইস্রায়েলের "ব্যাভিচারের" নমূনা সম্পর্কে প্রচুর কথা বলা হয়েছে। ইস্রায়েলের ব্যাভিচার এককালের বিষয় নয়। ইয়াওয়ের সাথে সম্পর্ক হওয়ার সময় থেকেই ইস্রায়েল অবিশ্বস্ত ছিল।

ইস্রায়েলের আধ্যাত্মিক ব্যাভিচারের ফলস্বরূপ ইস্রায়েল লোকেরা মহা যৌনসংসর্গের পাপে জড়িত হয়েছিল। বালের ধর্ম্মিয় অনুষ্ঠানের মহা উপকরণ ছিল যৌনসংসর্গ, কারণ ইস্রায়েলীয়রা বিশ্বাস করত যে মানুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক দেবতাদের মধ্যেও যৌন সম্পর্ক ঘটবে ফলে ভুমি উর্ব্বর হবে। এই কার্য্যগুলি ইস্রায়েলে নিষিদ্ধ ছিল, ইস্রায়েল ইয়াওয়ের স্বামীত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্ত্রী–ইস্রায়েল–তার স্বামী–ইয়াওয়েকে তার ভরণ-পোষণের জন্য বিশ্বাস করে না। তার কার্য্যের দ্বারা সে এটা বর্ণনা করছে যে সে তাঁকে ভালবাসে না ও সে তাঁকে বিশ্বাস করে না।

৪ তখন সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি উহার নাম যিষ্রিয়েল রাখ, কেননা অল্প দিন পরে আমি যেহূর কুলকে যিষ্রিয়েলের[১২] রক্তপাতের ফল ভোগ করাইব, এবং ইস্রায়েল-কুলের রাজ্য শেষ করিব। ৫ আর সেই দিন আমি যিষ্রিয়েল-তলভূমিতে ইস্রায়েলের ধনু ভঙ্গ করিব। ৬ পরে সেই স্ত্রী পুনর্ব্বার গর্ভধারণ করিয়া কন্যা প্রসব করিল; তাহাতে [সদাপ্রভু] হোশেয়কে কহিলেন, তুমি তাহার নাম লো-রুহামা [অনুকম্পিতা নয়] রাখ, কেননা আমি ইস্রায়েল কুলের প্রতি আর অনুকম্পা[১৩] করিব না, কোন ক্রমে তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব না। ৭ কিন্তু যিহূদা কুলের প্রতি অনুকম্পা করিব, এবং তাহাদিগকে তাহাদের

---

১২ ইস্রায়েলের বিখ্যাত নগর ও উপত্যকার নাম ছিল যিষ্রিয়েল। এটা স্পষ্ট যে সেখানে অনেক তাৎপর্য্যপূর্ণ মন্দ ঘটনা ঘটেছিল (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১রাজাবলি ২১ দেখুন)। তাছাড়া, নির্দিষ্টভাবে যিহূদার ইতিহাসে অন্ধকারময় যুগের মত ঘটনা ঘটেছিল যা যিষ্রিয়েলে ঘটেছিল (২রাজাবলি ৯:১৪-১০:১১পদ দেখুন)। হোশেয়র পুত্রের নাম যিষ্রিয়েল রাখার জন্য হোশেয় আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, ইয়াওয়ে ইস্রায়েলীয়দের একটি চিহ্ন দিয়েছিলেন যে তিনি মন্দতা ও রক্তপাত দেখেছেন যা ঐ এলাকাতেই ঘটেছিল এবং তিনি "যিষ্রিয়েল-তলভূমিতে ইস্রায়েলের ধনু ভঙ্গ করিবেন"। এভাবে, যিষ্রিয়েলের লোকদের স্মরণ করাবার জন্য হোশেয়র পুত্রের নাম যিষ্রিয়েল হলো। তিনি ছিলেন চিহ্ন স্বরূপ যে ঈশ্বর ঐ স্থানে মন্দতা দেখেছেন এবং তিনি ঐ স্থানের উপর ধ্বংস আনছেন। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এই বাক্যগুলি পড়ুন। ধ্বংস যিষ্রিয়েলে আসে নাই। ভাববানী বলছে, "আমি **ইস্রায়েল-কুলের** রাজ্য শেষ করিব" এবং "আমি যিষ্রিয়েল-তলভূমিতে ইস্রায়েলের ধনু ভঙ্গ করিব"! এভাবে (যিষ্রিয়েলে) যে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছিল তা ছিল ধ্বংসের নিদর্শণ যা সমস্ত দেশের উপরে এসেছিল। অনেক পন্ডিতগণ এ কথা স্মরণ করেছেন যে যিষ্রিয়েল নামের উচ্চারিত শব্দ ইস্রায়েলের মত। এটি সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃত। এভাবেই বালকটির নাম **যিষ্রিয়েল** হলো, হোশেয় সকল **ইস্রয়েলীয়দের** একটি চিহ্ন দিলেন যে এটা ধ্বংস হবে। একটি নগরের নিদর্শণ হলো ইস্রায়েলের অন্য সকল নগর।

যিষ্রিয়েল নামটি ১:১১ ও ২:২২ পদে ব্যবহৃত হয়ে, যাহোক, ঐ পদগুলিতে, নামটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্মরণ করুন, ভাববাণীর পুস্তকগুলি না-সূচক ও হ্যাঁ-সূচক বাণীগুলির মধ্যে সচারচর পরিবর্তন হয়ে থাকে। বারংবার নামগুলি ব্যবহার হওয়াতে একটি মাত্র উপায়ে হোশেয়ের পুস্তক পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে আছে ও মূলবচন এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নামগুলি পুনরুক্তভাবে ব্যবহার হওয়াতে এই দাবি করছে যে হোশেয়ের বাক্যগুলির প্রতি পাঠকের গভীর মনোনিবেশ প্রয়োজন। একটি মন্দ নাম সুন্দরভাবে ও হ্যাঁ-সূচকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায়, ঈশ্বর প্রকাশ করছেন যে যা মন্দ তা উত্তমে পরিণত করতে ঈশ্বর সমর্থ আছেন।

১৩ গোমরের দ্বিতীয় সন্তানের নাম অবাক হওয়ার মত মনে হতে পারে, কারণ ইয়াওয়ে নিজে দয়াতে মহান ঈশ্বর রূপে পরিচিত। তিনি কখনও "দয়ার ঈশ্বর নন" রূপে পরিচিত নন। **কিন্তু ইয়াওয়ে দয়া প্রদর্শন করতে কোন বাধ্যবাধকতা রাখেন না**। বর্ণনানুসারে, দয়া, কোন ঋণ পরিশোধের বিষয় নয়। ইয়াওয়ে দয়া দেখাতে পারেন যখন তিনি মনোনীত করেন, যেখানে মনোনীত করেন, এবং যাকে মনোনীত করেন। তিনি দয়া করতে অসম্মত হতে পারেন। যেমন ইয়াওয়ে মোশিকে বললেন, "আমি... যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব" (যাত্রা: ৩৩:১৯)। যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭এ ইয়াওয়ে কৃপাময় ঈশ্বর রূপে উপস্থাপিত: "ফলত: সদাপ্রভু তাঁহার সন্মুখ দিয়া গমণ করত: এই ঘোষণা করিলেন, 'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী...'" যাহোক, যাত্রা: ৩৪:৭ দ্বিতীয় অর্ধাংশে একেবারে ভিন্ন কিছু বিষয় বলেছেন–যে বিষয়গুলি ইস্রায়েল ভুলে গেছে: "...তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দন্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান"। ইস্রায়েলের কার্য্য ছিল এরূপ যদি ইয়াওয়ে তাদের প্রতি দয়ায় বাধিত থাকেন। ঘটনার বিবরণ এটি ছিল না। হোশেয়ের কন্যা ইস্রায়েলের প্রতি "কোন দয়ার নিদর্শণ" ছিল না যা ইয়াওয়ে করতে পারেননি, হোশেয়ের সময় পর্য্যন্ত বসবাসকারী ইস্রায়েলের প্রতি কৃপাময় ঈশ্বর আরও দয়া দেখালেন। পরিশেষে তাদের দয়ার দিন এসেছিল। কিন্তু ইস্রায়েলের প্রতি ইয়াওয়ের প্রতিজ্ঞার বিষয় কি হলো? ইস্রায়েলের সাথে নিয়ম করার কারণে ইয়াওয়ের কি দয়া দেখানোর বিষয় কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না? তাঁর নিজের স্ত্রী যার সাথে তিনি নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ তার প্রতি ইয়াওয়ের দয়া দেখানো কি বাধ্যবাধকতা ছিল না? এখন আর সে তাঁর স্ত্রী নয়। কারণ ইস্রায়েল নিয়ম ভঙ্গ করেছে। আর এখানে, ইয়াওয়ে তাকে ত্যাগপত্র দিয়েছেন। এখন আর সে তার অনুগ্রহের "বৈবাহিক অধিকার" ক্ষমা ও ঈশ্বরের সাথে বন্ধুত্ব ভোগ করতে পারছে না।

ঈশ্বর[১৪] সদাপ্রভু দ্বারা পরিত্রাণ করিব; ধনু কি খড়্গ কি যুদ্ধ কি অশ্ব কি অশ্বারোহী দ্বারা পরিত্রাণ করিব না।"[১৫]

---

১৪ ৭পদে ইস্রায়েল ও যিহূদার মধ্যে একটি বিভেদ তৈরী হয়েছে। যিহূদা, ইস্রায়েলের মত নয়, ইয়াওয়ের কাছ থেকে দয়ার অন্বেষণ করছে। এটা স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও, এমনকি, হোশেয় প্রাথমিকভাবে ইস্রায়েলীয়দের সাথে কথা বলেছিলেন, যিহূদার লোকেরা তার কথা ভালভাবে শুনেছিল। হোশেয় উভয় জাতিকেই ইয়াওয়ের কাছে ফিরে আসতে আহ্বান করেছিলেন। তা ছাড়া, যিহূদার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয় শুনা ইস্রায়েলের লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হোশেয়ের মাধ্যমে যিহূদার বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা ১:১, ১:৭, ১:১১, ৪:১৫, ৫:৫, ৫:১০-১৪, ৬:৪, ৬:১১, ৮:১৪, ১০:১১, ১১:১২, ও ১২:২ পদ দেখতে পারেন।

যিহূদার প্রতি এই বিশেষভাবে উল্লেখ করা পরিত্রাণের বিষয় প্রতিজ্ঞা রূপে গৃহিত হয়নি যে সে কখনও তার পাপের জন্য শাস্তি পাবে না। যদিও এমনকি ইস্রায়েলের সময়ে যিহূদা পরাজিত হয়নি (যেভাবে হোশেয় ১:৪-৫ পদে বর্ণনা করা হয়েছে), অবশেষে বাবিলীয়দের দ্বারা পরাজিত হয়েছিল ও তাদের বন্দি করে বাবিলে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

১৫ বাক্যগুলি "ধনু কি খড়্গ কি যুদ্ধ কি অশ্ব কি অশ্বারোহী দ্বারা" আমি তাদের পরিত্রাণ করিব না অর্থ এই যে যিহূদা তার সামরিক শক্তি দ্বারা রক্ষা পাবে না। তা ছাড়া অশুরিয়দের থেকে পরিত্রাণ আসবে "তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু দ্বারা"। হোশেয় ১:৭ পদে হোশেয়ের ভাববাণী হিষ্কিয়ের সময়ে পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল (হোশেয় ১:১ পদে উল্লেখিত তিনি যিহূদার রাজা ছিলেন)। ২রাজাবলি ১৮-১৯ ও যিশাইয় ৩৬-৩৮ পদে হোশেয় ১:৭ পদের এই ভাববাণীর পূর্নাংগ বর্ণনা পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, যিহূদার ধার্ম্মিকতার কারণে সে সেই সময় রক্ষা পায়নি। বরং, ইয়াওয়ে যিহূদাকে বললেন যে তিনি তাদের রক্ষা করবেন, "কারণ আমি আপনার নিমিত্ত, ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্ত, এই নগরের রক্ষার্থে ইহার ঢাল স্বরূপ হইব" (২রাজাবলি ১৯:৩৪)। সেই সময় ২রাজাবলি ১৯ অধ্যায়ে এই কথাগুলি বলা হয়েছিল, দায়ূদ মারা গিয়েছিলেন। এটি দায়ূদের রাজা বিষয়ক প্রতিজ্ঞার বিষয় উল্লেখ করছে যিনি দায়ূদের বংশ থেকে আসবেন। এটি প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টের ও তাঁর রাজত্বে বিষয় উল্লেখ করছে। দায়ূদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার বিষয় অনেক শাস্ত্রাংশের মধ্যে বলা হয়েছে। এটি ২শমূয়েল ৭:১-১৭ পদে প্রথম বর্ণনা করা হয়েছে।

হোশেয় ১:১০-২:১

হোশেয় ১:১-৯ পদ ইয়াওয়ে থেকে ইস্রায়েলের "ত্যাগপত্রের" বিষয় ও সমুদয় ইস্রায়েল জাতির উপর যে ধ্বংস আসছে তার প্রত্যাশার বিষয় দিয়ে শেষ হয়েছে। পাঠক এখানে ইস্রায়েলের প্রতি কোন সহানুভুতি দেখাতে পারছেন না। ইস্রায়েল আধ্যাত্মিক ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়াতে ১-৯ পদের সমস্ত প্রতিজ্ঞা অর্জন করেছে। ইয়াওয়ের মনোনীত জাতি, যে লোকেরা মিশর থেকে আনীত হয়েছিল, তারা তাঁর সাথে কৃত সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তারা অন্য দেবতার সাথে বন্ধুত্ব করেছে, তাদের ভিতরের কামনাকে বাইরের কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করছে।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝতে সমর্থ পাঠক অবাক হবেন না যে ঈশ্বর ও তাঁর জাতির মধ্যে সম্পাদিত "বিবাহ" এভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, কেননা ইস্রায়েলের সঙ্গে ইয়াওয়ের বিবাহ কখনও বিশেষভাবে সুস্থ ছিল না। যে মুহুর্ত থেকে ইস্রায়েল প্রতিজ্ঞাত দেশে এসেছিল, ইস্রায়েল কখনও ঈশ্বরের সাথে নিয়মের বিশ্বস্ত অংশীদার ছিল না।

তাহলে, হোশেয় ১:১-৯, বিবাহের গভীরভাবে বিপদাপন্ন পরিসমাপ্তির বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। ইয়াওয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু লোকেরা কখনও ইয়াওয়ের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করেনি। তারা অনেক দেবতাকে ভালবেসেছে। তারা তাঁর মঙ্গলভাব, সুরক্ষা, বা তত্ত্বাবধানের প্রতি নির্ভর করেনি। তারা তাঁর ক্ষমাশীল প্রেমের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। এই কারণ তারা চুড়ান্তভাবে কাটা পড়ল। তারা আর তাঁর প্রজা থাকল না। আর তিনিও তাদের আর "আছি" থাকলেন না। এই হলো হোশেয় ১:১-৯ পদের বার্তা।

কিন্তু এই কারণ হোশেয় ১:১০-২:১ পদ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে নয় পদের পর থেকে ঈশ্বর বিচার দন্ড ঘোষণা করেছেন, সেখানে প্রত্যাশারও ঘোষণা আছে!

> *কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যা সমুদ্রের সেই বালুকার ন্যায় হইবে, যাহা পরিমাণ করা যায় না, ও গণনা করা যায় না। আর এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়েছিল, "তোমরা আমার প্রজা নহ", সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাইবে, "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান"। আর যিহূদা-সন্তানগণ ও ইস্রায়েল- সন্তানগণ একসঙ্গে সংগৃহীত হইবে, এবং আপনাদের উপর একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবে, এবং সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হইবে। তোমরা আপনাদের ভ্রাতাদিগকে অম্মি [আমার প্রজা], ও আপনাদের ভগিনীদিগকে রুহামা [অনুকম্পিতা] বল।"*

হোশেয় ১:১-৯ পদের আলোকে, এই বাক্যগুলি, সুস্পষ্টভাবে আশ্চর্য্যজনক হবে। এখানে, ইয়াওয়ে ইস্রায়েলের ব্যাপক বৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করেছেন–যে লোকদের বিষয় তিনি ধ্বংস করবার প্রতিজ্ঞা করিছেলেন–তিনি এরূপ বিস্তারের কথা বলেছেন যে গণনা করতে কেহই সমর্থ হবে না। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে লোকদের তিনি বলেছিলেন "আমার প্রজা নয়" তাদেরকে বলা যাবে "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান"। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে যিহূদা ও ইস্রায়েল আর পৃথক হবে না। এই দুই জাতির দুই রাজা একত্রে সংযুক্ত হয়ে একজন মাত্র অধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হবে।

তারা কি আরও বেশি নাটকীয়ভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল? এটি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের চেয়ে কম কিছু নয়। কিন্তু কিভাবে মৃত্যু থেকে এই পুনরুত্থান সংঘটিত হতে পারে? কখন এই সকল ঘটনা ঘটল? তাদের পূর্ণতাসাধন কিরূপ হলো?

প্রচারক বা শিক্ষকের জন্য সৌভাগ্যবশতঃ, আমরা হোশেয় ১:১০-২:১ পদের বৃদ্ধি ও পুনঃস্থাপনের প্রতিজ্ঞার বিষয় অবাক হই না যা পূর্ণতাসাধিত হবে। নূতন নিয়মের দুইজন প্রেরিত এই পদগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রেরিতদের বাক্যগুলি এই বিষয় বুঝবার ক্ষেত্রে মহা সহায়ক হয়েছে যে কিভাবে ঈশ্বর থেকে এই প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণতাসাধিত হয়েছে এবং পূর্ণতাসাধিত হচ্ছে।

বিবেচনা করুন কিভাবে পৌল হোশেয় থেকে এই পদগুলি রোমীয়তে ব্যবহার করেছেন:

> *আর ইহাতেই বা কি?–যদি ঈশ্বর আপন ক্রোধ দেখাইবার ও আপন পরাক্রম জানাইবার ইচ্ছা করিয়া, বিনাশার্থে পরিপক্ক ক্রোধপাত্রদের প্রতি বিপুল সহিষ্ণুতায় ধৈর্য্য করিয়া থাকেন, এবং [এই জন্য করিয়া থাকেন] যেন সেই দয়াপাত্রদের উপরে আপন প্রতাপ-ধন জ্ঞাত করেন, যাহাদিগকে প্রতাপের নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছেন, আর যাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, কেবল যিহূদীদের মধ্য হইতে নয়, পরজাতিদেরও মধ্য হইতে আমাদিগকেই করিয়াছেন। যেমন তিনি হোশেয়গ্রন্থেও বলেন,*
>
> *"যাহারা আমার প্রজা নয়, তাহাদিগকে আমি 'নিজ প্রজা' বলিব, এবং যে প্রিয়তমা ছিল না, তাহাকে 'প্রিয়তমা' বলিব।"*
> *"আর যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়াছিল, 'তোমরা আমার প্রজা নও,'*
> *সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাইবে 'জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র'"। **রোমীয় ৯:২২-২৬***

সুস্পষ্টভাবে, পৌল ব্যক্ত করলেন যে হোশেয় থেকে এই প্রতিজ্ঞা আজ পূর্ণতাসাধিত হলো। তা ছাড়া, পৌল এই প্রতিজ্ঞাতে পরজাতীয়দের সংযুক্ত করেছেন। এটি আশ্চর্য্যজনক, কারণ হোশেয় ১:১১ পদে প্রতিজ্ঞার মূল বাক্যগুলি বলা হয়েছিল "যিহূদার সন্তানেরা" ও ইস্রায়েলের সন্তানেরা"। সুস্পষ্টভাবে, "ইস্রায়েলের সন্তানেরা" এই শব্দগুচ্ছের অর্থ পৌল দ্বারা বৃহদায়তনভাবে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে যিহূদী ও পরজাতীয়দের সংযুক্ত করা হয়েছে! এটা অবশ্যই বলা যায় যে হোশেয়ের প্রকৃত শ্রোতা, যারা হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলে বাস করত, তারা কখনও এটা প্রত্যাশা করত না।

পৌল কিভাবে এই উপসংহারে পৌছালেন তা বিবেচনার পূর্বে, আমরা হোশেয় ১:১০ পদের বিষয় চিন্তা করি।

> *আর এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়াছিল, 'তোমরা আমার প্রজা নহ,'*
> *সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাইবে, "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান।" **হোশেয় ১:১০বি***

কি বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা! "ইস্রায়েল সন্তানদের" এই বৃহদায়তন সংখ্যা, হোশেয় ১:১-৯ পদে উল্লেখিত ইস্রায়েলের সন্তানদের মত নয়, তাদের কোন অদ্ভুত নাম দেওয়া হয়নি। তা

সত্ত্বেও, হোশেয়ের তৃতীয় পুত্রের নামের বিপরীত অবস্থায় পরিবর্তন ("আমার প্রজা নয়"), হোশেয় ১:১০ পদে উল্লেখ করা হয়েছে লোকদের বলা হবে "জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"।

পিতর তাঁর প্রথম প্রৈরিতিক পত্রে কিভাবে এই শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করেছেন। তিনি এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন "পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে যে ছিন্নভিন্ন প্রবাসিগণ পিতা ঈশ্বরের পূর্ব্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের রক্তপ্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের সমীপে" (১পিতর ১:১)। এই পত্রে, পিতর প্রাথমিকভাবে তাঁর বাক্যে পরজাতীয় খ্রীষ্টানদের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

> *পূর্ব্বে তোমরা "প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ; দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ।"* ***১পিতর ২:১০***

এই বাক্যগুলি হোশেয় ১:৬, ১:৯ ও ২:১ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে (হোশেয় ২:২৩ পদ দেখুন)। পৌলের মত, পিতর, হোশেয়ের প্রতিজ্ঞাগুলি মন্ডলীতে প্রয়োগ করেছেন! তিনি, পৌলের মত, হোশেয় ১:১০-২:১ এ তৈরী হওয়া প্রতিজ্ঞার বিষয় চিন্তা করেছেন যা ইতিমধ্যে পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। তা ছাড়া, তিনি বলছেন যে এই পূর্ণতাসাধনের মধ্যে পরজাতীয়রা সংযুক্ত হবে!

পৌল ও পিতরের ব্যাখ্যা যদি কেবল আমরা হোশেয়ের পুস্তক থেকে দেখি তবে তা প্রত্যাশিত হবে না। যদিও, হোশেয় ১:১০-২:১ পদে পরজাতীয় শব্দ ব্যবহার করেননি। এতে "ইস্রায়েলের বহুসংখ্যক সন্তানদের" বিষয় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি এই যে এই দুইজন প্রেরিতের ব্যাখ্যায় হোশেয়ের বাক্যে প্রকাশের ধারা প্রয়োগ করেননি যা আমাদের চিন্তা করতে বাধ্য করে না যে প্রেরিতেরা এই বাক্যগুলির ভুল অর্থ করেছেন এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ নূতন কোন কিছু বলতে "বাধ্য" করা হয়েছে। বরং, আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর সর্বদা প্রতিজ্ঞাগুলির উত্তর দেওয়ার বিষয় এভাবেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যিহূদীদের সাথে একত্রে পরজাতীয়দের রক্ষা করার পরিকল্পনা তাঁর সর্বদাই ছিল।

অধিকন্তু নূতন নিয়মে, বিস্ময়করভাবে আমরা ঐ ভাববাণীগুলির পূর্ণতাসাধন দেখতে পাই। বাস্তবিকই, একটি ভাববাণীর প্রকাশ কাল থেকে পূর্ণতাসাধন পর্য্যন্ত এর "অগ্রগতি" দেখতে পাওয়া যায়। যখন ভাববাণী প্রদান করা হয়েছিল তখন থেকে এর পূর্ণতাসাধন কল্পনাতীতভাবে মহত্তর। এটি যথার্থ যা হোশেয় ১:১০-২:১ ঘটেছে। হোশেয়ের পুস্তকে যে প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে তা হোশেয়ের সময়ে বসবাসকারী ইস্রায়েলীয়রা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তাদের পূর্ণতাসাধন ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন–ও আরও বেশি মহত্তর–যা হোশেয়ের প্রকৃত শ্রোতাদের বুঝতে পারা অপেক্ষা আরও বেশি কিছু। যদি আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ান হন, আপনি যিহূদী বা পরজাতীয় হতে পারেন, এই পদগুলি আপনার জন্য!

হোশেয়ের পরবর্তী পদগুলি চিন্তা করার পূর্বে, আসুন একমুহূর্ত অপেক্ষা করি এবং পৌল ও পিতর যে উপসংহারে পৌছেছিলেন সেই বিষয়ে চিন্তা করি যেন হোশেয় পুস্তকের এই পদগুলি মন্ডলীতে পূর্ণতা সাধন দেখতে পাওয়া যায়।

একমাত্র উত্তর হলো যীশু। পৌল ও পিতর ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি যীশুতে পূর্ণতা সাধন দেখতে পেয়েছিলেন। পৌল অনেক দুর এগিয়ে গিয়ে বললেন যে ঈশ্বরের প্রত্যেক প্রতিজ্ঞা (পুরাতন নিয়মে যে সব প্রতিজ্ঞার কথা ঈশ্বর বলেছিলেন) খ্রীষ্টেতে পূর্ণতাসাধিত হতে দেখেছেন।

> *কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, তাঁহাতেই সে সকলের 'হ্যাঁ' হয়, সে জন্য তাঁহার দ্বারা 'আমেন; ও হয়, যেন আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরব হয়।* **২করিন্থীয় ১:২০**

প্রেরিতগণের দৃষ্টিতে, সুসমাচারের ঘটনা–যথা যীশুর জীবন, মৃত্যু, ও পুনরুত্থান–ঈশ্বরের পুরাতন নিয়মের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাসাধন সম্বন্ধে আনীত হয়েছে (হোশেয় ১ এর প্রতিজ্ঞাগুলির মত যা আমরা চিন্তা করেছি)। এটি উপর্যুপরিভাবে নূতন নিয়মে বর্ণনা করা হয়েছে।

> *"আর পিতৃগণের কাছে কৃত প্রতিজ্ঞার বিষয়ে আমরা তোমাদিগকে এই সুসমাচার জানাইতেছি যে, ঈশ্বর যীশুকে উঠাইয়া আমাদের সন্তানগণের পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, "তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।"* **প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩**

কোন শুচিকারক কি হতে পারে? মৃত্যু থেকে যীশুকে উত্থাপন করে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণতা সাধন করলেন। সুসমাচারের ঘটনা হলো সেই ঘটনা যা দ্বারা প্রতিজ্ঞাগুলি বাস্তবতায় রূপান্তরিত হলো।

কিন্তু পরজাতিগণ সম্পর্কে কি বললেন? এই পদগুলি কিভাবে তাদের বলছে যে তারা "ইস্রায়েলের সন্তান" ছিল? আমরা অবশ্যই চিন্তা করব না যে কোন ভাবে, মন্ডলী, ইস্রায়েলের স্থানে পুন:স্থাপিত। মন্ডলী ইস্রায়েলকে স্থানচ্যুত করে নাই এবং নিজের জন্য তার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে নাই। প্রতিজ্ঞাগুলি কেবল ইস্রায়েলে পূর্ণতা সাধিত হচ্ছে। প্রতিজ্ঞার গ্রহণকারী হিসাবে, তাকে অবশ্যই ইস্রায়েলের নাগরিক হতে হবে। নীচের পদগুলি অনুসারে, আর যা বাস্তবিক ঘটেছে, সেই পরজাতিগণ যারা খ্রীষ্টেতে এক হয়েছে। খ্রীষ্টেতে, পরজাতিগণ "অব্রাহামের সন্তান" হয়েছে।

> *অতএব জানিও, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই অব্রাহামের সন্তান। আর বিশ্বাস হেতু ঈশ্বর পরজাতিদিগকে ধার্ম্মিক গণনা করেন, শাস্ত্র ইহা অগ্রে দেখিয়া অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল, যথা, "তোমাতেই সমস্ত জাতি আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে"। অতএব যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা বিশ্বাসী অব্রাহামের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়।* **গালাতীয় ৩:৭-৯**

> *খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপ স্বরূপ হইলেন; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত"; যেন অব্রাহামে প্রাপ্ত আশীর্ব্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে পরজাতিগণের প্রতি বর্ত্তে, আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।* **গালাতীয় ৩:১৩-১৪**

> *কিন্তু শাস্ত্র সকলই পাপের অধীনতায় রুদ্ধ করিয়াছে, যেন প্রতিজ্ঞার ফল, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু, বিশ্বাসীদিগকে দেওয়া যায়।* ***গালাতীয় ৩:২২***

> *যিহূদী কি গ্রীক আর হইতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হইতে পারে না, নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক। আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী।* ***গালাতীয় ৩:২৮-২৯***

এটা অন্য ভাবে বলা যায়, রোমীয় মন্ডলীতে তাঁর পত্রে, পৌল লিখলেন যে "যিহূদীবিষয়ক" বিষয় বাইরে যে যিহূদী তার থেকে বরং ভিতরে যে যিহূদী সেই প্রকৃত যিহূদী।

> *কেননা বাহিরে যে যিহূদী সে যিহূদী নয়, এবং বাহিরে মাংসে কৃত যে ত্বক্‌ছেদ তাহা ত্বক্‌ছেদ নয়। কিন্তু আন্তরিক যে যিহূদী সেই যিহূদী, এবং হৃদয়ের যে ত্বক্‌ছেদ, যাহা অক্ষরে নয়, আত্মায়, তাহাই ত্বক্‌ছেদ, তাহার প্রশংসা মনুষ্য হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়।* ***রোমীয় ২:২৮-২৯***

অব্রাহামের বংশধর রূপে পরজাতিগণের এই বিস্ময়কর উপাধি আমাদেরকে অন্য পথ দেখায় যা এখনই স্পষ্ট নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পিতরের প্রথম প্রৈরিতিক পত্রের ভুমিকা দেখুন। তাঁর পাঠকদের বলছেন "মনোনীত ছিন্নভিন্ন প্রবাসিগণ", পিতর এমন ভাষা গ্রহণ করেছেন যা সাধারণভাবে কেবল যিহূদীদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং রোমীয় সম্রাজ্যের সর্বত্র খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি প্রয়োগ করা হচ্ছে (যাদের অধিকাংশ পরজাতীয় ছিল)!

> *পিতর, যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত,–পন্ত, গালাতীয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে যে ছিন্নভিন্ন প্রবাসিগণ...* ***১পিতর ১:১***

যাকোব, তার প্রৈরিতিক পত্রে একই সাদৃশ্য ব্যবহার করেছেন "নানা দেশে ছিন্নভিন্ন দ্বাদশ বংশের সমীপে" (যাকোব ১:১)। পাঠকের এটা মনে রাখা উচিত যে এই পত্র মন্ডলীর প্রতি লেখা হয়েছিল! যাকোব, পৌলের মত ও পিতরের মত, পরজাতীয় খ্রীষ্টিয়ানদের বললেন যে তারা ইস্রায়েলের লোকদের অংশ।

পরিষ্কারভাবে, প্রেরিতগণ পরজাতীয় বিশ্বাসীদের "অব্রাহামের সন্তান" রূপে মনে করেছেন, কিন্তু কিভাবে এটা হতে পারে? তারা কিভাবে যিহূদী বলে আখ্যায়িত হতে পারে? উত্তর হলো যীশু। নূতন নিয়মে উপর্যুপরি, পরজাতীয় বিশ্বাসীদের (ও যিহূদীদের) "খ্রীষ্টেতে" উল্লেখ করা হয়েছে। কেবলমাত্র "তাঁহাতে" যে কেহ (যিহূদী বা পরজাতী) অব্রহামের সন্তান রূপে গণিত হবে, প্রতিজ্ঞার দায়াধিকারী ইস্রায়েলে সৃষ্টি হয়েছে। যীশু অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর।

> *ভাল, অব্রাহামের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলিয়া একবচনে বলেন, "আর তোমার বংশের প্রতি"; সেই বংশ খ্রীষ্ট।* ***গালাতীয় ৩:১৬***

অন্য ভাবে বলা যায়, **যীশু ইস্রায়েল**। এই বিবেচনায় বলা যায়, এই এক ব্যক্তি, ঈশ্বরের জাতি। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি পুরাতন নিয়মের সকল প্রতিজ্ঞা তাঁতে পূর্ণতাসাধিত হয়েছে।

মশীহ (যীশু) হলেন, যিশাইয় পুস্তকে "দাসের সঙ্গীতে" একমাত্র ইস্রায়েল রূপে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত ব্যক্তি :

> *আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন 'তুমি আমার দাস, তুমি ইস্রায়েল, তোমাতেই আমি মহিমান্বিত হইব'। যিশাইয় ৪৯:৩*

এই পদের শক্তিশালী ভাবার্থ আছে। কেবল এটা বর্ণনা করছে না যে মশীহ হলেন ইস্রায়েল, এটা আরও বর্ণনা করছে যে তিনি, ইস্রায়েল হিসাবে, একমাত্র ব্যক্তি যার দ্বারা ঈশ্বর গৌরবান্বিত হবেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার দ্বারা ঈশ্বরের লক্ষ্য পূর্ণতা সাধিত হবে।

এটি ইস্রায়েল জাতি (পুরাতন নিয়মে) ও যীশুর মধ্যে সামান্তরাল চরম সিদ্ধান্ত। এগুলি সমকালে সংঘটিত বিষয় নয়। উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যীশুর জীবনী ইস্রায়েলের ইতিহাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ডাকা হয়–একটি নাম হোশেয় ১:৯ পদে বাতিল করা হয়েছিল। যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে (মার্ক ১:১১)–যে নাম কখনও বাতিল হবে না। ফরৌণের লক্ষ্য ছিল ইস্রায়েলের পুত্র সন্তান জন্মের সাথে সাথে হত্যা করা কিন্তু ইব্রীয় ধাত্রীদের বিশ্বস্ততার কারণে রক্ষা পেয়েছিল (যাত্রা: ১-১৫-২২ পদ দেখুন)। হেরোদেরও লক্ষ্য ছিল যীশুকে হত্যা করা কিন্তু তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন (মথি ২:১-১৮ পদ দেখুন)। যিশাইয় ভাববাণী বললেন যে জাতিগণ ইস্রায়েলের কাছে স্বর্ণ ও কুন্দুরু নিয়ে আসবে (যিশাইয় ৬০:১-৬)। পন্ডিতগণ এই ভাববাণীর পূর্ণতা সাধন করেছিল, যীশুর গৌরব স্বীকার করেছিল ও তাঁর জন্য স্বর্ণ ও কুন্দুরু এনেছিল (মথি ২:১-১২)। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মিশর থেকে ডেকে আনলেন (যাত্রা: ১-১৫)। ঈশ্বর যীশুকে মিশর থেকে ডেকে আনলেন (মথি ২:১৩-১৫ ও হোশেয় ১১:১)। লোহিত সাগরের মধ্যদিয়ে গমণ করালেন (বাপ্তিস্মের প্রতিচ্ছবি রূপে নূতন নিয়মে ব্যবহার করা হয়েছে), ইস্রায়েল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চালিত হলো যেখানে ৪০ বৎসর যাবৎ পরীক্ষিত হয়েছিল। যর্দ্দন নদীতে যীশুর বাপ্তিস্মের পর, যীশু প্রান্তরে চালিত হয়েছিলেন যেখানে চল্লিশ দিন যাবৎ পরীক্ষিত হলেন। এটি স্মরণযোগ্য যে শয়তানের সকল প্রলোভনের উত্তর তিনি দ্বিতীয় বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন, এরূপে মোশির নেতৃত্বে ইস্রায়েল জাতির ও যীশুর প্রান্তরের অভিজ্ঞতার মধ্যে তুলনা মূলক অবস্থা একই। ইস্রায়েল ১২ বংশে অন্তর্ভুক্ত ছিল। যীশু–নূতন "ইস্রায়েল"–১২ প্রেরিত নিযুক্ত করলেন। ইস্রায়েল না-সূচক ধারণায় অপুষ্ট দ্রাক্ষা ফল রূপে ইয়াওয়ে কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছিল। যীশু নিজেকে প্রকৃত দ্রাক্ষালতা রূপে উল্লেখ করলেন (যোহন ১৫)। তিনিই উত্তম ফল ধারণ করছেন।

যীশু সুস্পষ্টভাবে নূতন নিয়মের লেখকদের দ্বারা ইস্রায়েল রূপে উপস্থাপিত হয়েছিলেন। এমনকি আমরা এটা বলতে পারি যে প্রথম ইস্রয়েল হলেন প্রকৃত ইস্রায়েলের প্রতিচ্ছবি যিনি এসেছিলেন। ইস্রায়েল জাতির কার্য্যাবলীর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত ইস্রায়েল জাতি প্রস্তুত করা। কিন্তু যীশু, পুরাতন নিয়মের ইস্রায়েল জাতির মত নয়, তিনি যথাযথভাবে ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছিলেন ও তাঁর নিয়ম অনুসারে চলেছিলেন। তাঁর পিতা যা করতেন তিনি সর্বদা তাই করতেন। ইস্রায়েলের কাছে প্রতিজ্ঞাত সব নিয়ম সঠিকভাবে যীশুতে সাধিত হল কারণ তিনি যথাযথভাবে নিয়ম পালন করেছিলেন। যেহেতু তাঁকেই সকল প্রতিজ্ঞা একাকী পূর্ণতা সাধন করতে দেখা যায়, যারা কেবল "তাঁতেই" গণিত হচ্ছে তারাও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা

গ্রহণকারী হতে পারে। তারা তাঁর সহ-দায়াধিকার রূপে গণিত হচ্ছে। তাঁর নিয়ম পালনের প্রতি বাধ্যতা তাদের নিয়ম পালনের প্রতি বাধ্যতা রূপে গণিত হবে।

ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রতিজ্ঞা "সমুদ্রের বালুকার" ন্যায় বৃদ্ধি রূপে এসেছে যা পূর্ণতা সাধিত হতে শুরু হয়েছে যখন যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হলেন ও মন্ডলী প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকে মন্ডলীর দ্রুত বৃদ্ধির বর্ণনা সবিস্তারে রয়েছে। মন্ডলী বৃদ্ধির এই হিসাবগুলি আমরা গুরুত্ব সহকারে পড়ি না কিন্তু তুলনামুলক ভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তারা এই সত্য প্রকাশ করেছেন যে ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বাস্তবিক তার পূর্ণতা সাধন কিভাবে হয়েছে! প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকে নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশগুলি চিন্তা করি:

> *সেই সময়ে এক দিন–যখন* ***অনুমান ১২০*** *জন এক স্থানে সমবেত ছিলেন পিতর ভ্রাতৃগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন...* ***প্রেরিত ১:১৫***
>
> *তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল, তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল।* ***প্রেরিত ২:৪১***
>
> *আর যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিলেন।* ***প্রেরিত ২:৪৭বি***
>
> *তথাপি যে সকল লোক বাক্য শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিল; তাহাতে পুরুষদের সংখ্যা কমবেশ পাঁচ হাজার হইল।* ***প্রেরিত ৪:৪***
>
> *আর উত্তর উত্তর অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক বিশ্বাসী হইয়া প্রভুতে সংযুক্ত হইতে লাগিল...* ***প্রেরিত ৫:১৪***
>
> *আর ঈশ্বরের বাক্য ব্যাপীয়া গেল, এবং যিরূশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; আর যাজকদের মধ্যে বিস্তর লোক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইল।* ***প্রেরিত ৬:৭***
>
> *তখন যিহূদীয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্ব্বত্র মন্ডলী শান্তিভোগ করিতে ও গ্রথিত হইতে লাগিল, এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার আশ্বাসে চলিতে চলিতে বহুসংখ্যক হইয়া উঠিল।* ***প্রেরিত ৯:৩১***

লূক, প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকের লেখক, মন্ডলীর বৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করতে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত ছিলেন। কেন ঈশ্বর তাকে এই বার্তা সংযুক্ত করতে উৎসাহিত করলেন? এই পদগুলি সংযুক্ত করে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে ঈশ্বর তাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন যেন ইস্রায়েল সন্তানগণের জন্য "সমুদ্রের বালুকার ন্যায়" যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যা সাধিত হয়েছিল! এই নাটকীয় বৃদ্ধির বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দ্বারা সমকালে সংঘটিত হয়েছে। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকের শুরুর সাথে যাত্রাপুস্তকের শুরুর তুলনা করা গুরুত্বপূর্ণ। যাত্রাপুস্তক, প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকের মত, "ইস্রায়েল সন্তানদের" বৃদ্ধির বিষয়ে জোর দিয়েছে।

> আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা ফলবন্ত, অতি বর্ধিষ্ণু ও বহুবংশ হইয়া উঠিল, ও অতিশয় প্রবল হইল এবং তাহাদের দ্বারা দেশ পরিপূর্ণ হইল। **যাত্রা: ১:৭**

কিন্তু উহারা তাহাদের দ্বারা যত দুঃখ পাইল, ততই বৃদ্ধি পাইতে ও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। **যাত্রা: ১:১২এ**

এবং লোকেরা বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় বলবান্ হইল। **যাত্রা: ১:২০এ**

যাত্রাপুস্তকের লেখক (মোশি), প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকের লেখকের মত, ইস্রায়েল সন্তানদের বৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করতে সুস্পষ্টভাবে উৎসাহিত ছিলেন। কেন ঈশ্বর এই বার্তা সংযুক্ত করতে তাকে উৎসাহিত করলেন? এটা মনে হতে পারে এই পদগুলি সংযুক্ত করে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে ঈশ্বর তাকে উৎসাহিত করলেন কেননা ইস্রায়েল সন্তানদের "সমুদ্রের বালুকার ন্যায়" বৃদ্ধির বিষয় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পূর্ণতা সাধিত হওয়ার সময় হয়েছে। যাত্রাপুস্তক ও প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পুস্তকের মধ্যে যে সংযোগ তা অগ্রাহ্য করা যাবে না। মন্ডলী নূতন "ইস্রায়েল সন্তান" রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। আর আপনি, যদি খ্রীষ্টিয়ান হন, তাহলে আপনি এই প্রতিজ্ঞার একটি অংশ। "ইস্রায়েল সন্তান" সমুদ্র তীরের বালুকার ন্যায়–ব্যাপক সংখ্যায় বৃদ্ধি পাবে। এই কারণ মন্ডলী ইস্রায়েল রূপে পুন:স্থাপিত হয়নি। কেননা যিহূদী ও পরজাতীয়গণ প্রকৃত ইস্রায়েল–যীশুতে প্রবেশ করেছে, কেবল মাত্র তাঁতে ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা সাধন দেখতে পেয়েছে।

"ইস্রায়েল সন্তানদের" তাৎপর্য্যপূর্ণ বৃদ্ধি কেবল হোশেয় ১:১০-২:১ পদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নেই। এই অধ্যায় আরও বলছে যে "ইস্রায়েল সন্তানদের" একজন অধ্যক্ষ থাকবেন (যেমন একজন নেতা)।

> *আর যিহূদা-সন্তানগণ ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ একসঙ্গে সংগৃহীত হইবে, এবং আপনাদের উপর একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবে, এবং সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হইবে।* ***হোশেয় ১:১১***

নূতন নিয়মের পাঠকগণ প্রত্যাশা করবেন যে এই ভাববাণী, যে কোনভাবে, খ্রীষ্টেতে পূর্ণতা সাধন দেখতে পাওয়া যাবে। বস্তুত: এটা সাধিত হয়েছে। এই পদে উল্লেখিত অধ্যক্ষ হলেন যীশু। তিনিই "যিহূদা-সন্তানগণ ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের" একজন রূপে তাদের নেতৃত্ব দিতে নিযুক্ত হয়েছেন। হোশেয়ের সময়ের মত আর এরূপ থাকবে না যে দুই দল নিজেদের "ঈশ্বরের সন্তান" রূপে আখ্যায়িত করছে। বস্তুত: এক দিন "যিহূদার-সন্তানগণ ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ" এক জাতি রূপে "একত্রে মিলিত" হবে। ভাবার্থ এই যে ইয়াওয়ে-ই একমাত্র যিনি তাদের সংগৃহীত করবেন। তিনি ইস্রায়েলের হারানো মেষদের সংগৃহিত করবেন ও "একজন অধ্যক্ষের" অধীনে একত্র করবেন। এই পদ একজন অধ্যক্ষ সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলে নাই। কিন্তু হোশেয়ের প্রকৃত শ্রোতাদের স্বাভাবিক স্পৃহাকে উত্তেজিত করা এটাই এখানে যথেষ্ট। এই বাক্যগুলি তাদের ঐশ্বরিক রাজার জন্য প্রত্যাশাকে জাগরিত করবে যিনি ঈশ্বরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জাতিকে নেতৃত্ব দিবেন। কিন্তু এই বাক্যগুলি ঠিক হোশেয়ের প্রকৃত শ্রোতাদের জন্য নয়। যীশু রাজার রাজত্ব উপভোগ করা রূপে আমাদের জন্য এগুলি বলা হয়েছে। আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তাঁর আগমনের বিষয় অনেক আগে থেকেই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।

যীশুর বিষয় ঈশ্বরের পরিকল্পনার পরে চিন্তা করা হয়নি। তিনি সর্বদাই ঈশ্বরের জাতির "অধ্যক্ষ" রূপে সংকল্পিত হয়ে আছেন। ঈশ্বরের জাতির মেষপালক রূপে রাজার পর রাজা

ব্যর্থ হয়েছে। রাজগণ একই নীতিতে অবিচলিত থেকে জাতিকে পাপের দিকে চালিত করেছে। ইস্রায়েলের উত্তরাংশের রাজ্যের জন্য এটা বিশেষভাবে সত্য হয়েছিল। দেশের ঐশ্বরিক লোকেরা সর্বদা ঐ একই পথে চলবার কারণে বিস্মিত হয়েছে। হোশেয়ের পুস্তক আগত নেতা সম্পর্কে পাঠকদের বলছে যাঁকে ঈশ্বরের লোকেরা সমাদর করবে। আগত রাজার বিষয় এই শেষ বার হোশেয় উল্লেখ করেননি।

হোশেয় ১:১০-২:১ পদের এই সুদীর্ঘ ভুমিকার শেষ সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে, আসুন আমরা হোশেয় ১:১১ পদের সর্বশেষ ভাববাণীর বিষয় চিন্তা করি:

> এবং সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হইবে।
> **হোশেয় ১:১১বি**

পদটির বাকী অংশের উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে এটা একটি মহৎ প্রতিজ্ঞা, কিন্তু এর অর্থ কি? আগে আমরা এই প্রতিজ্ঞার বিষয় চিন্তা করি, এটা মনে রাখতে সহায়ক হবে যে হোশেয় ১:৪-৫ পদে **যিষ্রিয়েল** নামটি না-সূচক ধারণায় ব্যবহার করা হয়েছিল। এটি বিচার দন্ডকে নির্দেশ করছে যা ইস্রায়েল জাতি ও রাজার উপরে এসেছিল। যাহোক, এখানে, আমরা সেই নামটি দেখতে পাই যা হ্যাঁ-সূচক ধারণায় ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি অত্যন্ত ভিন্ন উপায়ে এই নামটি কি ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? এটি কবিতার একটি অবয়ব! ইব্রীয় ভাববাদীগণ অন্যমনষ্ক পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বিস্ময়কর ভাবে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। ১:৪-৫ পদের উপর ভিত্তি করে, পাঠক যিষ্রিয়েলের একটি না-সূচক নাম প্রত্যাশা করেছেন। পাঠক এখন বিস্মিত হচ্ছেন কারণ এটি হ্যাঁ-সূচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

যিষ্রিয়েল নামের অর্থ "ঈশ্বর বপন করেন"। এর তাৎপর্য্য এই যে নামের অর্থ হোশেয় ১:৪-৫ পদের উপরে কেন্দ্রীভুত নয়। "ঈশ্বর বপন করেন" অর্থ কোন বিষয় ইচ্ছা মত "ঈশ্বর রোপন করেন"। এরূপে, "যিষ্রিয়েলের দিন" বলতে **"সময় নির্ধারণের বিষয়"** উল্লেখ করছে যখন ঈশ্বর কোন স্থানে বা কোন বিষয় রোপন করছেন। **তিনি কি রোপন করছেন?** প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে তিনি মানুষ–তাঁর জাতি রোপন করছেন! **তিনি তাদের কোথায় রোপন করছেন?** উত্তরটি খুঁজে পাওয়া যাবে যখন আমরা "সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হইবে" সম্পূর্ণ শব্দগুচ্ছ নিয়ে চিন্তা করি। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে "সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে" শব্দগুলি মিশর দেশ হতে ইস্রায়েলীয়দের বের হয়ে আসার সাথে সাধারণভাবে সংযুক্ত। এই শাস্ত্রাংশটি সময়ের বিষয় বলছে যখন ঈশ্বর তাঁর জাতিকে আবার মুক্ত করবেন। তিনি তাদের নূতন "মিশর" থেকে বের করে আনবেন এবং তাঁর উত্তম স্থানে তাদের রোপন করবেন। এটি ভবিষ্যৎ যাত্রার এক বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা! যদিও এমনকি ইস্রায়েলীয়রা তাদের আধ্যাত্মিক ব্যাভিচারের কারণে দেশ থেকে বিতাড়িত হবে (হোশেয় ১:১-৯), আবার, ঈশ্বর নিজে, তাঁর জাতিকে উদ্ধার করে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনবেন।

যেহেতু প্রথম দৃষ্টিতে, এটা মনে হতে পারে, পৌত্তলিক যিহূদীদের ফিরে আসার বিষয় উল্লেখ করলে এখন আধুনিক কালের ইস্রায়েল দেশের বিষয় কি হবে, প্রেরিতগণ এভাবে এই ভাববাণীগুলির ব্যাখ্যা করেননি। তারা বাইরের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ঈশ্বরের জাতির বিষয় বর্ণনা করেননি। বরং, তারা ঈশ্বরের জাতির ভিতরের বিষয় বর্ণনা করেছেন (দৃষ্টান্ত

স্বরূপ, রোমীয় ২:২৮-২৯ পদ দেখুন)। তাঁর জাতিকে বিশ্বাসে ফিরিয়ে আনতে ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (তারা হতে পারে যিহূদী বা পরজাতীয়) "কারণ তিনি ভিত্তিমূলবিশিষ্ট্য সেই নগরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাহার স্থাপনকর্তা ও নির্ম্মাতা ঈশ্বর" (ইব্রীয় ১১:১০ পদ দেখুন)। তাঁর জাতিকে "স্ব-দেশে" "উত্তম দেশে, স্বর্গীয় দেশে" ফিরিয়ে আনতে এটা একটি প্রতিজ্ঞা (ইব্রীয় ১১:১৬)। এরূপে, ঈশ্বরের জাতিকে ঈশ্বরের দেশে ফিরিয়ে আনার এটা একটি প্রতিজ্ঞা এবং চিরকালের তরে সেখানে তারা রোপিত হবে (প্রকা: ২১ ও ২২)।

সতেজ বৃক্ষের মত, ঈশ্বরের জাতি "জলস্রোতের তীরে" রোপিত বৃক্ষের সদৃশ হবে (গীত: ১:৩) এবং তারা নূতন মাটি থেকে বৃদ্ধি পাবে যা ঈশ্বর প্রস্তুত করেছেন ও ফলবান হবে (গীত: ১:৩, যিহিস্কেল ৪৭:১-১২, প্রকা:২২:১-২)। এটি এদনের উদ্যানে "রোপিত" আদম ও হবার কথা মনে করিয়ে দেয়!

যদি আমি হোশেয়ের সময়ের একজন ইস্রায়েলীয় হতাম বা অন্ধকারের দিনগুলিতে তার কার্য্য অনুসরণ করতাম (এবং আমি, ঈশ্বরের অনুগ্রহে, তার বাক্যের গ্রহণকারী হতাম), সেই দিনের জন্য এই বাক্যগুলি তাদের পূর্ণতা সাধনে আমাকে ক্ষুধার্ত তৈরী করত (নির্ধারিত সময়ে)। এই বাক্যগুলি আমার ভিতরে "ইস্রায়েলের সান্তনা" দেখবার এক মহা প্রত্যাশা তৈরী করত (লূক ২:২৫)। আমি সেই দিনের জন্য প্রত্যাশিত আছি যখন ইয়াওয়ে নিজে তাঁর জাতিকে মুক্ত করবেন ও তাঁর উত্তম স্থানের মাটিতে তাঁর পুত্র কন্যাদের রোপন করবেন।

যেমন একজন যিনি এই ভাববাণীগুলির পশ্চাতে তাকাচ্ছেন, এই বাক্যগুলি আমার অন্তরে আনন্দ আনায়ন করছে এবং আমার পিতা ও আমার রাজার জন্য আমার ভালবাসা বৃদ্ধি করছে। তারা ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস বৃদ্ধি করছে। তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তিনি সকলই করেছেন (এবং করছেন)! তিনি এটা এমন ভাবে করেছেন যা সকল প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি এখানে দেখছি আমি দয়ার দ্বারা অভিভূত হয়েছি। ইস্রায়েলীয়দের প্রতি দয়া (যারা মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি), আমার প্রতি দয়া (যে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি)। বিশ্বাসের দ্বারা আমি এই প্রতিজ্ঞাগুলির সাথে সংযুক্ত হয়েছি। প্রেরিত পিতরের বাক্যগুলি, যা হোশেয় ১ এর পদগুলি থেকে (এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য শাস্ত্রাংশ থেকে) প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যা আমার জীবনে সত্য হয়েছে:

> *কিন্তু তোমরা "মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, [ঈশ্বরের] নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁহারই গুণকীর্ত্তন কর," যিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আপনার আশ্চর্য্য জ্যোতির মধ্যে আহ্বান করিয়াছেন। পূর্ব্বে তোমরা প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ; দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ।"* **১পিতর ২:৯-১০**

হোশেয় ১:১০-২:১[১৮]

১৮ পুরাতন নিয়মের হিব্রু মূল শাস্ত্রে (কখনও কখনও MT রূপে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং গ্রীক মূল শাস্ত্রে (LXX রূপে উল্লেখ করা হয়েছে) উভয়ই প্রথম অধ্যায়ে ৯ পদের সাথে নিষ্পত্তি হয়েছে। MT এবং LXX, হোশেয় ১:১০-২১ হোশেয় ২অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। খুবই যুক্তিসঙ্গত ভাবে এই অধ্যাগুলিকে ভাগ করা হয়েছে।

১০ কিন্তু[১৯] ইস্রায়েল-সন্তানগণের[২০] সংখ্যা সমুদ্রের সেই বালুকার ন্যায় হইবে, যাহা পরিমাণ
কনা যায় না, ও গণনা করা যায় না।[২১] আর এই কথা যে স্থানে তাহাদিগকে বলা গিয়াছিল,
"তোমরা

---

১৯ এর পূর্বের পদগুলি থেকে দশ পদ খুবই ভিন্ন। এই কারণ ESV তে "তথাপি" রূপে প্রথম শব্দটি অনুবাদ করা হয়েছে। এই শব্দ ১:৯ ও ১:১০ এর ঘটনার মধ্যে সতন্ত্র পরিবর্তনের বিষয় চিহ্নিত করেছে। ১:১-৯ ও ১:১০-২:১ পদের মধ্যে ভিন্নতা দুই ভাবে দেখা যেতে পারে: (১) প্রত্যেক বিভাগে ভাববাণীর **বিশেষ ধরণের শব্দ রূপে** এবং (২) প্রত্যেক বিভাগে ভাববানীর পূর্ণতাসাধনের **সময় নির্ধারণ রূপে**।

বিশেষ ধরণের শব্দ রূপে, ১:১-৯ না-সূচক, কিন্তু ১:১০-২:১ হ্যাঁ-সূচক। এই না-সূচক থেকে হ্যাঁ-সূচকে দ্রুত পরিবর্তনের কারণে পাঠক মূল গ্রন্থে কোন প্রস্তুতি নিতে পারে না। হিব্রু শাস্ত্রে ভাববাণীর সাধারণ অবয়ব হলো এটি ইস্রায়েলের ভবিষ্যতের বিষয়ে না-সূচক ও হ্যাঁ-সূচক বর্ণনার মধ্যে প্রায়ই আঘাত করে। এই না-সুচক ও হ্যাঁ-সুচক বিবরণের মধ্যে চক্রাকারে নিজে নিজে দ্রুত আঘাত করছে যা হোশেয়েতে বারংবার পুনরুক্ত হচ্ছে। হোশেয় ১:১-৯ না-সূচক। এটি ইস্রায়েলের রাজ্যের বিনাশ ও সমাপ্তির ভবিষ্যৎ বাণী বলেছিল। এটি এই বিষয় বলেছিল যে ইয়াওয়ে ও ইস্রায়েলের মধ্যে পরস্পর কোন বিশেষ সম্পর্ক খুব বেশি দিন স্থায়ী ছিল না। হোশেয় ১:১০-২:১ হ্যাঁ-সুচক। এটি ইস্রায়েলের দাসত্ব থেকে মুক্তির কথা বলছে এবং ভবিষ্যতের কোন এক সময়ে মনোনীত নেতার অধীনে ঈশ্বরের জাতি অগণিত হবে। হোশেয় ২:২-১৩ পদে ভাববাণী আবার না-সূচকে পরিণত হয়েছে। হোশেয় ২:১৪ পদে আবার ভাববাণী হ্যাঁ-সূচকে পরিণত হয়েছে। পুনরায়, হোশেয় পুস্তকের (এবং ভাববাদীগণের অন্যান্য পুস্তকে) মধ্য দিয়ে এই দৃষ্টান্ত পুনরুক্ত হয়েছে।

পূর্ণতাসাধনেরসময় নির্ধারণ রূপে, ১:১-৯ পদে ভবিষ্যতের বিষয়গুলি ছিল যা বাক্যগুলি বলার পর সংক্ষিপ্তভাবে পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। হোশেয়ের সময়ে যে সব ইস্রায়েলীয়রা বাস করত তাদের সম্বন্ধে ১-৯ পদে বিচারদন্ডের কথা বলা হয়েছে। যাহোক, হোশেয় যখন ভাববাণী বলেছিলেন সেই সময়ে বসবাসকারী ইস্রায়েলীয়দের সাথে হোশেয় ১:১০-২:১ পদ সংশ্লিষ্ট নয়। বরং এটি আরও অনেক পরে সংঘটিত হয়েছিল। হোশেয়ের প্রকৃত শ্রোতামন্ডলী জানত না যে কখন এই সময় আসবে। তারা বিশ্বাসে এই সময়ের পুন:স্থাপনের জন্য অপেক্ষা করেছিল। আজ যে লোকেরা হোশেয় পুস্তক পড়ছে তারা জানে যে হোশেয় ১:১০-২:১ পদে যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। যখন যীশু মরলেন ও পুনরায় উঠলেন তখন থেকে এর পূর্ণতা সাধন শুরু হয়েছে। এটি আজও অব্যহত আছে। এটি পরিপূর্ণতা সাধিত হবে যখন ভবিষ্যতে যীশু পুনরায় আসবেন। হোশেয় ১:১০-২:১ ভাববাণীর বিষয় পুরাতন নিয়মের অন্যান্য অনেক স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩০-৩১, যিশাইয় ২:২-৫, হোশেয় ৩:৫, ও মীখা ৪:১-৫ পদ দেখনি।

২০ প্রেরিতদের বাক্যানুসারে, "ইস্রায়েল সন্তান" বলতে কেবল পৌত্তলিক যিহূদীদের নির্দেশ করছে না। এটি তাদেরও নির্দেশ করছে যারা "অব্রাহামের সন্তান" রূপে বিশ্বাসে গণিত হয়েছে (গালাতীয় ৩:৭, ১৪, ও ২৮-২৯ পদ দেখুন)। প্রেরিত পৌলের বাক্য অনুসারে, "কেননা বাহিরে যে যিহূদী সে যিহূদী নয়, বাহিরে মাংসে কৃত যে ত্বক্‌ছেদ তাহা ত্বক্‌ছেদ নয়। কিন্তু আন্তরিক যে যিহূদী সেই যিহূদী, এবং হৃদয়ের যে ত্বক্‌ছেদ, যাহা অক্ষরে নয়, আত্মায়, তাহাই ত্বক্‌ছেদ, তাহার প্রশংসা মনুষ্য হইতে হয় না, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়" (রোমীয় ২:২৮-২৯)। এটা কেবল নূতন নিয়মে ফিরে আসা নয়। পুরাতন নিয়মের মধ্য দিয়ে এই সাক্ষ্য আবির্ভুত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাহব বেশ্যা (একজন পরজাতীয় স্ত্রীলোক) ইস্রায়েল জাতির সাথে যুক্ত হলেন (যিহোশূয় ২ ও ৬:২২-২৫ পদ দেখুন) এবং ইস্রায়েল দেশে বাস করলেন। তিনি প্রভু যীশুর পূর্বপূরুষদের তালিকায় সম্মানের সাথে গৃহীত হয়েছিলেন (মথি ১:৫ পদ দেখুন)। আখন (একজন যিহূদী) তার অবাধ্যতার কারণে লোকদের মধ্য থেকে কাটা পড়েছিল (যিহোশূয় ৭:১০-২৬ পদ দেখুন)। এমনকি এই পূর্ববর্তী নূতন নিয়মের যুগে, পাঠক একজনকে "প্রকৃত যিহূদী" রূপে চালিত হতে দেখেছেন যার বিশ্বাস আছে ও বাধ্যতায় গমণ করেছিলেন। যোহন ১১:৫১-৫২ পদে যোহনের কথাগুলি মনোযোগ সহকারে চিন্তা করি।

২১ "ইস্রায়েল সন্তানগণের" বৃদ্ধি "সমুদ্রের বালুকার" ন্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যার পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে পূর্বের ঈশ্বরের নিয়মে যে প্রতিজ্ঞা তিনি অব্রাহাম, ইসহাক, ও যাকোবের কাছে করেছিলেন (আদিপুস্তক ১৩:১৬, ২২:১৭-১৮, ২৬:৩-৫, ২৮:১৪ ও ৩২:১২ পদ দেখুন)। হোশেয় ১:১০ পদ এই নির্দেশ করছে যে এই প্রতিজ্ঞা–বিনাশ ও ত্যাগপত্র সত্ত্বেও হোশেয় ১:১-৯ পদে বলা হয়েছে–অবশ্যই এটা ঘটবে। সত্য তাঁর নিয়মের প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বর অবশ্যই অব্রাহামের বংশকে–"ইস্রায়েল সন্তানদের"–"সমুদ্রের বালুকার" ন্যায় বৃদ্ধি দিয়েছেন। মন্ডলীর দ্রুত বৃদ্ধির বিষয় লূকের বর্ণনায় এই ভাববাণীর পূর্ণতা সাধনের অংশরূপে দেখতে পাওয়া যায় (দৃস্পান্ত স্বরূপ, প্রেরিত ২:৪১, ৫:১৪, ও ৬:১ পদ দেখুন)।

আমার প্রজা নহ,' সেই স্থানে তাহাদিগকে বলা যাইবে, "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান"[২২]। ১১ আর যিহূদা-সন্তানগণ ও ইস্রায়েল-সন্তানগণ একসঙ্গে সংগৃহীত হইবে[২৩], এবং আপনাদের উপরে

---

২২ সেই "দিন" যখন এই ভাববাণী পূর্ণ হবে, আর ইস্রায়েল লোকদের "আমার জাতি নয়" বলে বর্ণনা করা হবে না। এর পরিবর্তে, তাদের "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান" বলে বর্ণনা করা হবে। এই শব্দগুলি হিব্রু শাস্ত্র (MT) থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এই শব্দগুচ্ছ গ্রীক ভাষায় (LXX) **"জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান"** রূপে অনুবাদ করা হয়েছে। এটি স্মরণীয় যে ঠিক একই শব্দগুচ্ছ (একবচন ব্যতীত) মথি ১৬:১৬ পদে ব্যবহার করা হয়েছে, যে শাস্ত্রাংশে পিতর যীশুকে বলছেন **"জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"**। এরূপে মথির সুসমাচারে হোশেয় ১ এর এই ভাববাণী ও যীশুর মধ্যে একটি যোগসূত্র তৈরী হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু যীশু একা নন। ঈশ্বরের জাতির "অধ্যক্ষ" রূপে খ্রীষ্টের মর্য্যাদার কারণে, তিনি "অনেক পুত্রকে প্রতাপের" কাছে আনায়ন করেছেন (ইব্রীয় ২:১০)। তিনি "অনেক ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রথমজাত" রোমীয় ৮:২৯)। খ্রীষ্টের আগমনের কারণে এই ভাববাণী পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। তাঁর কারণেই আমরা "জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান" রূপে আখ্যায়িত হয়েছি (যিহিস্কেল ৩৭:২৭, রোমীয় ৯:২৬, ২করিন্থীয় ৬:১৬, ও ১তীমথিয় ৩:১৫)!

"জীবন্ত ঈশ্বর" শব্দগুলি মনোযোগ আকর্ষণ করে। হোশেয়ের যুগে বসবাসকারী লোকেরা রৌপ্য, স্বর্ণ, ও পাথরের মূর্ত্তির পূজা করত। এই দেবতাগুলি জীবন্ত ছিল না। বাস্তবিক লোকেরা "তাদের নিজেদের আঙ্গুল" দ্বারা এই দেবতাগুলি তৈরী করেছিল (যিশাইয় ২:৮ পদ দেখুন)। সুস্পষ্টভাবে, মানুষের তৈরী দেবতার আরাধনা করা বোকামী। কোন মানুষকে রক্ষা করতে এরূপ দেবতার কোন ক্ষমতা নেই। এমনকি এটা নিজেকেও রক্ষা করতে পারে না। এর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজেই সে মানুষের উপর নির্ভরশীল! যাহোক, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, অবিরত এটা ঘোষণা করছেন যে তিনিই "জীবন্ত ঈশ্বর"। অন্য কোন দেবতা তাঁর মত নয়। তিনি কোন কিছুর জন্য কোন মানুষের উপর নির্ভর করেন না (প্রেরিত ১:২৫)। "জীবন্ত ঈশ্বর" শব্দগুলি অনেক শাস্ত্রাংশে ব্যবহার করা হয়েছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২৬, যিহোশূয় ৩:১০, ১শমূয়েল ১৭:২৬, ১৭:৩৬, ২রাজাবলি ১৯:৪, গীত: ৪২:২, ৮৪:২, যিশাইয় ৩৭:৪, ৩৭:১৭, যিরমিয় ১০:১০, ২৩:৩৬, দানিয়েল ৬:২০, ও ৬:২৬)। আর এই পদগুলি পরিষ্কার করেছে যে, "জীবন্ত ঈশ্বর" নামটি ঈশ্বরকে এমন ভাবে প্রকাশ করছে যে বাস্তবিক তিনি জীবন্ত। তিনি জগতে ও সমস্ত মানুষের জীবনে সক্রিয়। যারা তাঁকে ঘৃণা করে তিনি তাদের সমস্ত কথা শুনতে পান এবং তিনি মন্দ বিষয়ের প্রতিফল দেন। তিনি তাদের ক্রন্দন শুনতে পান এবং তিনি তাঁর লোকদের পক্ষে কার্য্য করেন। জীবন্ত ঈশ্বরের হাত থেকে কেহই মুক্তি পেতে পারে না। যারা তাঁকে প্রেম করে তাদের জন্য এক মহা আশীর্ব্বাদ রয়েছে। এটা তাদের জন্য মহা দুঃখের বিষয় যারা তাঁর আরাধনা অগ্রাহ্য করছে।

২৩ যোহন ১১:৫১-৫২ ও ইফিষিয় ২:১১-৩২ পদ দেখুন।

আপনাদের উপর একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবে,[২৪] এবং সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে;

২৪ "অধ্যক্ষ" রূপে নির্দিষ্টভাবে একজন আগত নেতাকে উল্লেখ করছে যিনি তাদের দাসত্বের দ্বিতীয় যাত্রায় **দেশের উপর থেকে** ঈশ্বরের জাতির নেতৃত্ব দিবেন। এটি প্রমাণ যে এই "অধ্যক্ষের" আগমন যা হোশেয় ১:১০-২:১ পদে সকল বর্ণনার সাথে অত্যবশ্যক রূপে সংযুক্ত। অন্য দিকে, যদি কোন "অধ্যক্ষ" না থাকে, তবে অবশিষ্ট্য বিষয়গুলিতে এই বর্ণনা করা হবে যে এখানে কিছু ঘটেনি। তারা এক সঙ্গে যায়। "অধ্যক্ষ" শব্দটি (বরং "রাজা" অপেক্ষা) এখানে উপযুক্ত কারণ এই একই ভাষা মিশর থেকে বের হয়ে এসে প্রান্তরে থাকাকালীন সময়ে নেতাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। ঠিক একইভাবে মোশি (এবং পরবর্তীতে যিহোশূয়) ঈশ্বরের জাতির অধ্যক্ষ ছিলেন এবং মিশর থেকে বের করে আনার মহা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, প্রান্তরের মধ্য দিয়ে, প্রতিজ্ঞাত দেশ পর্য্যন্ত তাদের চালিত করলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১১), সুতরাং এই ভবিষ্যৎ নেতা তাদের দাসত্বের দেশ থেকে ইস্রায়েল জাতিকে নেতৃত্ব দিয়ে বের করবেন, "প্রান্তরের" মধ্য দিয়ে চালাবেন, ঈশ্বর কর্তৃক প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করতে তাদেরকে সাহায্য করবেন। বস্তুতঃ, খ্রীষ্ট হলেন মোশির মত। তিনি ভাববাদী যিনি মোশির মত ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন হয়ে দেখেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯, ৩৪:১০-১২, ও যোহন ১:১৮)। এটি চমৎকারভাবে ঈশ্বরের জাতিকে নেতৃত্ব দিতে তাঁকে উপযুক্ত করেছে। খ্রীষ্টও যিহোশূয়র মত। তিনি কৃতকার্য্যতার সাথে লোকদের প্রতিজ্ঞাত ভুমিতে নিয়ে এসেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১:৩)। মোশির পুস্তকে (আদিপুস্তদকের মধ্যদিয়ে দ্বিতীয় বিবরণ পর্য্যন্ত), **"অধ্যক্ষ"** শব্দটি ঈশ্বরের জাতির নেতার উপাধি। যাহোক, এটা ঈশ্বরের জাতীর রাজার উপাধি নয়। এই সময়ে ইস্রায়েলে কোন রাজা ছিল না। যাহোক মোশির সময়ের পর, "অধ্যক্ষ" শব্দটি ইস্রায়েলের রাজাদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল (১শমূয়েল ১৫:১৭, ২শমূয়েল ২২:৪৪)। এভাবে, অধ্যক্ষ শব্দটি হোশেয় পুস্তকের এই পদে খুবই উপযুক্ত হয়েছে। এটা যাত্রাপুস্তকের পাঠকদের মনে রাখা দরকার, এবং একই সময়ে, এটি পাঠককে একজন রাজার বিষয়ে মনে করিয়ে দেয়। যীশু হলেন রাজা যিনি তাঁর লোকদের তাদের দাসত্বের দেশ থেকে মুক্ত করে প্রান্তরের মধ্যদিয়ে চালিত করে ঈশ্বর যে দেশ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন সেই দেশে নিয়ো যেতো নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

হোশেয় পুস্তকে "একজন অধ্যক্ষ" সম্পর্কে যে ভাববাণী তা একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিজ্ঞা,যখন হোশেয় এই কথাগুলি লিখেছিলেন তখন ঈশ্বরের জাতির উপরে দুইজন "অধ্যক্ষ" নিযুক্ত ছিলেন–যিহূদার রাজা ও ইস্রায়েলের রাজা। এখানে, আমরা যে সময়ের বিষয় পড়েছি সেই সময়ে ঈশ্বরের জাতি তাদের উপর রাজত্ব করতে একজন রাজা মনোনীত করবেন যিনি তাদের নেতৃত্ব দিবেন (যিহিস্কেল ৩৭:১৫-২৮)। এটি যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঘটেছে! খ্রীষ্ট শব্দটি গ্রীক শব্দ এবং এর অর্থ অভিষিক্ত। যীশু অভিষিক্ত রাজা! তিনি ঈশ্বরের জাতির উপরে একমাত্র রাজা। আর তিনি ইতিমধ্যে শাসন করছেন! মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থানের উপর ভিত্তি করে, যীশু "ক্ষমতাসীন ঈশ্বরের পুত্র" রূপে ঘোষিত হয়েছেন (রোমীয় ১:৪)। "স্বর্গ ও মর্ত্তের সমস্ত কর্তৃত্ব" তাঁকে দেওয়া হয়েছে (মথি ২৮:১৮)। ঈশ্বরের জাতি তাদের রাজা রূপে তাঁকে চান (যোহন ২০:২৮ পদ দেখুন) এবং আনন্দের সাথে তাঁর কর্তৃত্ব আরোপ করছেন। ঈশ্বরের জাতির আগত রাজা বিষয় কেবল হোশেয়েতে উল্লেখ করা হয়নি (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হোশেয় ৩:৫ পদ দেখুন)।

এটা স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে হোশেয় এই ভাববাণী সম্পর্কে গভীরভাবে মনোযোগী ছিলেন। তিনি এর পূর্ণতা সাধন দেখবার আশা করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের জাতির ভবিষ্যৎ রাজা সম্পর্কে ঠিক এই ভাববাণী করেননি। তিনি তার নিজের স্বার্থে এই ভাববাণী বিশ্বাস করতেন। তিনি তার নিজের রাজা সম্পর্কে ভাববাণী বলেছিলেন! হোশেয় সকল ভাববাদীদের মত, খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানতেন, খ্রীষ্টকে ভালবাসতেন, খ্রীষ্টের আগমনের অপেক্ষায় সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতেন (প্রেরিত ৩:১৮, ২১, ২৪, ও ১পিতর ১:১০-১২)। একজন আগত রাজা সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে সুনির্দিষ্ট ভাববাণী দেখতে পাওয়া যায়। যাহোক, যখন হোশেয় ভাববাণী বলেছিলেন তখন পুরাতন নিয়মের সব কিছু পূর্ণতা সাধিত বা একত্রে সন্নিবেশিত ছিল না। তিনি এর সব কিছু পড়েন নাই। তথাপি, হোশেয় এর একটি বড় অংশ অধিকার করে আছেন। তিনি মোশির পুস্তক থেকে খ্রীষ্টের আগমনের বিষয় পড়ে থাকতে পারেন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, আদিপুস্তক ৪৯:৮-১২ ও গণনাপুস্তক ২৪:১-৯ ও ১৪-১৯)। তিনি দায়ূদের গীতসংহিতার অনেক বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন, যদিও সব বিষয় নয়। এই গীত:গুলিতে খ্রীষ্ট সম্পর্কে অনেক অনেক বিষয় উল্লেখ আছে। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গীত: ২, ২২, ও ১১০ দেখুন)।

[২৫] কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হইবে।[২৬]

---

২৫ লোকেরা তাদের "অধ্যক্ষ" (রাজকীয় নেতা) দ্বারা চালিত হবে, **"দেশ থেকে প্রস্থান করবে**। এই ভাষা প্রকৃতপক্ষে তখনই ব্যবহৃত হয়েছিল যখন ইস্রায়েল মিশর দেশ থেকে **প্রস্থান করেছিল** (যাত্রা ৩২:১, ৪, ৩৩:১, গণনাপুস্তক ৩২:১১, যিহোশূয় ২৪:১৭, ২৪:৩২, বিচারকর্তৃগণ ২:১, ১১:১৩, ১৯:৩০, ২রাজাবলি ১৭:১৭, যিশাইয় ১১:১৬, যিরমিয় ২:৬, আমোষ ৯:৭, মীখা ৬:৪)। কিন্তু মিশর দেশ ছেড়ে যাওয়া অপেক্ষা "দেশ থেকে চলে যাওয়ার" পিছনে এই ধারণা যুক্ত ছিল। **দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পিছনে কমপক্ষে তিনটি ধারণা যুকাত ছিল। প্রথমত:** এতে দাসত্বের দেশ ছেড়ে আসার বিষয় যুক্ত ছিল কারণ তারা ইয়াওয়ের দ্বারাই মুক্ত হয়েছিল। **দ্বিতীয়ত:** এতে লোকদের দাসত্বের দেশ থেকে নিরাপদে যাত্রা করে একটি নূতন দেশে যাওয়ার ধারণা যুক্ত ছিল কারণ তারা ইয়াওয়ে কর্তৃক নিরাপদে রক্ষিত ছিল। এবং তৃতীয়ত: এতে নূতন দেশে প্রবেশের ধারণা যুক্ত ছিল, কারণ ইয়াওয়ে তাদের জন্য একটি দেশ প্রস্তুত করেছিলেন এবং সেই দেশ অধিকার করতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। হোশেয় ১:১০-২:১, হোশেয় যাত্রা করার ঘটনার বিষয় কথা বলেছিলেন! যাহোক, তিনি এই পদগুলিতে প্রথম যাত্রায় বিষয় কথা বলেননি। এই ঘটনাগুলি ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে। বরং তিনি দ্বিতীয় যাত্রার বিষয় কথা বলেছিলেন। এই যাত্রার বিষয়গুলি একজন "অধ্যক্ষের" নেতৃত্বে সাধিত হবে যিনি ঈশ্বরের জাতিকে একত্রিত করেছেন। এই "দ্বিতীয় যাত্রার" বিষয় হলো সেই যাত্রা যখন খ্রীষ্ট তাঁর লোকদের দাসত্ব থেকে বের করে "প্রান্তরের" মধ্যদিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে ঈশ্বরের উত্তম দেশের দিকে চালিত করবেন। আর সকলই "খ্রীষ্টেতে" সাধিত হবে যা এই যাত্রার দ্বিতীয় অংশ। "দ্বিতীয় যাত্রার" ভাষা প্রায়ই ভাববাদীগণের পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায় (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিশাইয় ৫৫:১২-১৩ ও যিরমিয় ১৬:১৪-১৫)।

২৬ যিষ্রিয়েল শব্দটি হোশেয় ১:৪-৫ পদে ব্যবহার করা হয়েছে। যাহোক, এই পদে, নামটি খুবই ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তবে কিভাবে হোশেয় ১:৪-৫ পদে ব্যবহৃত হয়েছিল। হোশেয় ১:৪-৫ পদে, "যিষ্রিয়েল" নামটি না-সূচক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি মন্দের বিষয় স্মরণ করিয়েছিল যা যিষ্রিয়েলে ঘটেছিল ও পরাজিত হয়েছিল যে সকল ইস্রায়েল যিষ্রিয়েলে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। যিষ্রিয়েল নামটির শব্দ ইস্রায়েলের মত। অতএব, এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে ইস্রায়েলের সমুদয় রাজ্য ধ্বংস হবে। যাহোক, হোশেয় ১:১১ পদে, যিষ্রিয়েল নামটি হ্যাঁ-সূচক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১:১১ পদে ব্যবহৃত নামটি নামের অর্থকে দৃঢ় করেছে। যিষ্রিয়েল নামের অর্থ "ঈশ্বর রোপন করবেন"। এই "দ্বিতীয় যাত্রার" ভাববাণী যে দিন পূর্ণ হবে, ঈশ্বর তাঁর পুত্র-কন্যাদের "উত্তম স্থানে রোপন" করবেন। এটি আদমের সদৃশ্য যা ঈশ্বর এদন উদ্যানে স্থাপন করেছিলেন। এদন উদ্যানের বাইরের সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর উত্তম স্থানে তাকে আনলেন এবং "তথায় তাকে রোপন করলেন"। এই ভাববাণী আজ পূর্ণ হলো! "অধ্যক্ষ" (যীশু) তাদের দাসত্বের দেশ থেকে তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তিনি তাদের ঈশ্বরের উত্তম স্থানে নিয়ে এসেছেন। আমরা যিষ্রিয়েলের দিনে বাস করছি!

হোশেয় ২

১ তোমরা আপনাদের ভ্রাতাদিগকে অম্মি "আমার প্রজা", ও আপনাদের ভগিনীদিগকে রুহামা "অনুকম্পিতা" বল।[২৭]

২৭ ইয়াওয়ে পুন:স্থাপনের গৌবরময় প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং ইস্রায়েল ও যিহূদা লোকদের জীবন দিয়েছেন (১:১০-১১ পদ দেখুন)। হোশেয় ২:১ পদ এই প্রতিজ্ঞাগুলির সঠিক উত্তর। গৌরবময় প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে তারা শুনতে পেয়েছিল, লোকেরা বাণী শুনেছিল, ও বিশ্বাসে উত্তর দিয়েছিল। হোশেয়ের সময়ে, ২:১ পদের বাধ্যতা যার অর্থ ইস্রায়েলকে বুঝানো হয়েছে, এই বাক্যগুলি শুনছে, তাদের "ভ্রাতৃগণ" ও "ভগিনীদের" কাছে যাচ্ছে, ও তাদের কাছে এই বিশ্বাসের কথা বলছে। তা ছাড়া, তারা যিহূদার সীমান্ত পার হয়েছিল এবং যিহূদায় বসবাসকারী তাদের "ভ্রাতৃগণ ও "ভগিনীদের" কাছে এই বাক্যগুলি ঘোষণা করেছিল। তাদের একজন "অধ্যক্ষ" আসার প্রতিজ্ঞার বিষয় তারা ঘোষণা করেছিল এবং ঈশ্বরের জাতিকে দাসত্ব থেকে ভবিষ্যতে মুক্ত করবে, পুন:স্থাপন করবে, ও পুনর্মিলন করবে। অন্য দিকে, বিশ্বস্ত ইস্রায়েলীয়রা সুসমাচার প্রচারে আহ্বান পেয়েছিল (যদিও খ্রীষ্ট তখনও আসেননি)! কিভাবে ইস্রায়েলের লোকেরা এই আদেশের বাধ্য হয়েছিল? মনে হয় যে হোশেয়ের সময়ে খুবই কম সংখ্যক লোক বাস করত তারা হোশেয়ের কথা শুনেছিল এবং সহ ইস্রায়েলীয়দের কাছে কথা বলতে শুরু করেছিল ও যে লোকেরা যিহূদায় বাস করত তাদের কাছেও প্রতিজ্ঞার বিষয় বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু হোশেয়ের সময়ে এই আদেশের বাধ্যতা নিশ্চিতভাবে কোন সাধারণ বিষয় ছিল না, এটা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর এটা সাধারণ বিষয় হয়েছিল। তাঁর মৃত্যু ঈশ্বরের লোকদের মহা পরিবর্তন এনেছিল! যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর, অনেক লোক এই কথা বলতে লাগল যে পুন:স্থাপনের দিন ও জীবন এসেছিল! দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পৌল এবং পিতর কিভাবে রোমীয় ১১:৩০-৩২ ও ১পিতর ২:১০ পদের প্রতিজ্ঞার বিষয় বলেছিলেন তা দেখুন। অবশ্য, হোশেয়ের সময়ের লোকেরা বিশ্বাসে কথা বলত যেমন তারা সুসমাচারের ঘটনার দিকে তাকিয়ে ছিল। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর যে লোকেরা বাস করে তাদের কাছে কিছু কিছু বিষয় বলছে যে বিষয়ে তারা ইতিমধ্যে অভিজ্ঞ হয়েছে! তারা এটি পূর্ণতা সাধনের জন্য আর অপেক্ষা করবে না। এটা খ্রীষ্টেতে পূর্ণতা সাধিত হয়েছে–এবং এখনও পূর্ণতা সাধিত হচ্ছে! প্রচারকদের ও শিক্ষকদের ২:১ পদের এই আদেশের উপর দৃঢ়তার সঙ্গে জোর দেওয়া উচিত! আমাদের "ভ্রাতৃগণ" ও আমাদের "ভগিনীগণের" কাছে এই বিষয় বলা প্রয়োজন।

হোশেয় ২:২-১৩

যেমন আদিতে বর্ণনা করা হয়েছিল, হিব্রু শাস্ত্রের ভাববাণীর একটি বিশিষ্ট্য অংশ যা না-সূচক ও হ্যাঁ-সূচক বর্ণনার মধ্যে সূয়িচ স্বরূপ যা ইস্রায়েলের চরমফল হিসাবে কাজ করে (অথবা, কখনও কখনও হোশেয় পুস্তকে, ইস্রায়েল ও যিহূদার চরমফল এক সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে)। হোশেয় পুস্তকের এই অংশ না-সূচক।

হোশেয় ২:২-১৩ পদের পটভুমিকা অনুসারে, এটি বাল দেবতা হিসাবে এই সময়ে ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা "প্রতিদ্বন্দ্বী" দেবতার আরাধনার গুরুত্ব বিবেচনায় খুবই কম সময় নেওয়া হয়েছে। হোশেয় ২:৮ পদ অনুসারে, মাঝে মাঝে বালকে অসাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

"সে ত বুঝিত না যে,
আমিই তাহাকে সেই শস্য,
দ্রাক্ষারস ও তৈল দিতাম,
*এবং তাহার রৌপ্য ও স্বর্ণের বৃদ্ধি করিতাম, –যাহা তাহারা বালদেবের জন্য ব্যবহার করিয়াছে।" **হোশেয় ২:৮***

হোশেয় ২:১৩ পদ অনুসারে, মাঝে মাঝে, শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

*"আর আমি বাল-দেবগণের সময়ের প্রতিফল তাহাকে ভোগ করাইব, যাহাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাইত, ও কুন্ডলাদি অলঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রেমিকদের পশ্চাতে গমণ করিত, এবং আমাকে ভুলিয়া থাকিত, ইহা সদাপ্রভু বলেন।" **হোশেয় ২:১৩***

বাল শব্দটির অর্থ **স্বামী** বা **প্রভু**। এরূপে, ইস্রায়েলীয়রা, যাদের ইয়াওয়ের সাথে "বিবাহ" হয়েছে বলে মনে করা হতো, তাদের অন্য দেবতার সাথে এরূপ কার্য্যকে, ব্যঙ্গপূর্ণভাবে, "স্বামী" বলা হতো। ইস্রায়েলীয়রা বালকে মন্দ দেবতা হিসাবে দেখত না যে তাদের জন্য ধ্বংস নিয়ে আসত। বরং, তারা বিশ্বাস করত যে তাদের বাল প্রয়োজন। সে তাদের সাহায্য করত ও সেই সব এলাকায় তাদের সাহায্যের যোগান দিত যেখানে ইয়াওয়ের পরিপ্রেক্ষিত দুর্ব্বল হয়ে পড়ত। তাদের ফসলের ক্ষেত্রে বালের ভুমিকা সংকটপূর্ণ ভাবে সফল বা ব্যর্থ হিসাবে দেখা হতো। তাদের এই বিতর্কীত মনোভাবের কারণে, বাল বৃষ্টির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। এই কারণ বালের মূর্ত্তিতে তার হাতে একটি প্রজ্জ্বলিত আলোক বর্ত্তিকা ধরা থাকত।

যখন ইস্রায়েল বালের আরাধনা করত, তখন, একই সাথে, ইয়াওয়ের আরাধনা করার চেষ্টা করা হতো। তারা পর্ব দিন পালন করত ও তার সাক্ষাতে বলি উৎসর্গ করত। তারা তাদের নিজস্ব ভাবধারায়, তাকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করত। যাহোক, ইস্রায়েলের চাহিদামত এই "আরাধনার" কার্য্য সম্পন্ন করা হতো, ইয়াওয়ের আদেশ পালন করা হতো না। ইস্রায়েল বালের আরাধনা করত ও একই সময়ে, মিথ্যাভাবে ইয়াওয়ের আরাধনা করত।

কমপক্ষে কিছু বিস্তীর্ণ স্থানে বালের আরাধনা সম্পৃক্ত ছিল, লোকেরা বেশ্যাদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। তারা এই অবৈধ যৌনক্রিয়ার সন্মুখিন হয়েছিল, কারণ তারা ভাবত যে

বাল আনাত দেবীর (আনাত ছিল বালের স্ত্রী) সাথে এই একই যৌনক্রিয়ায় জড়িত থাকায় বালও এই প্রকৃয়ায় তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এরূপে ইস্রায়েলীয়রা বিশ্বাস করত যে স্বর্গে দেবতাদের যৌন সম্পর্কের কারণে পৃথিবীতে মানুষের যৌন সম্পর্কের বিষয় সম্পৃক্ত, যার ফলশ্রুতিতে গ্রহণযোগ্য আবহাওয়া ও কৃষিতে সমৃদ্ধি আসে। তা ছাড়া, এই পাপে ইস্রায়েলীয়রা মহা স্বস্তিবোধ করত। তারা এগুলি মন্দভাবে করতে চাইত, তারা দেখতে পেত যে তাদের দেবতা এই মন্দভাবে আরাধনা করা অনুমোদন করছে।

বালের প্রতি ইস্রায়েলের বিশ্বাস নিশ্চিত প্রমাণ করছে যে তারা ইয়াওয়েকে বিশ্বাস করে না। ইস্রায়েলের স্বামী হিসাবে, ইয়াওয়ে, তাঁর স্ত্রীর প্রতি তত্ত্বাবধান ও ভরণ-পোষেণর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তার সঙ্গে এটা তাঁর নিয়মের একটি অংশ। যাহোক, সে তাঁর তত্বাবধান বিশ্বাস করে না। সে ভাবে যে একমাত্র বালই তার খাদ্য, পানীয়, ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করছে। বালের আরাধনা করার এই কার্য্যক্রম দ্বারা ইস্রায়েল এই প্রমাণ দিচ্ছে যে সে ইয়াওয়েকে একজন উত্তম স্বামী রূপে বিবেচনা করে না। বালের প্রতি বিশ্বাস করার কারণে এই অধ্যায় ইস্রায়েলের প্রতি ইয়াওয়ের প্রতিউত্তর।

যেহেতু হোশেয় ২:২-১৩ পদ বাস্তবিক খ্রীষ্ট আসার আগে ইস্রায়েল সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল, তাই প্রচারক বা শিক্ষক খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য আজ কিভাবে এই পদগুলি প্রয়োগ করা যায় তা চিন্তা করা প্রয়োজন। আজ খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে এই পদগুলি প্রচারের ছয়টি সুফলের খসড়া-চিত্র নীচে দেওয়া হলো।

১। হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের প্রতি কেন ইয়াওয়ে এরূপ আচরণ করেছিলেন এই পদগুলি খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি ব্যাখ্যাসহ তা প্রকাশ করেছে। এই পদগুলি ব্যাখ্যা করছে কেন ঈশ্বর অশুরিয়দের দ্বারা ইস্রায়েলকে জয় করবার অনুমোদন করলেন। এটা ব্যাখ্যা করছে কেন ইস্রায়েল সমস্ত পৃথিবীতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। তারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল। হোশেয়ের এই পদগুলি পড়বার সময় পাঠক ইস্রায়েলের জন্য কোন দয়া অনুভব করে না। ইস্রায়েল দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ছিল না। ইয়াওয়ে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। **তাঁর "স্ত্রী" ব্যভিচারী হয়েছিল! এই কবিতা ইস্রায়েলের অতি মন্দ অবস্থা প্রকাশ করছে। সে একজন বেশ্যার ন্যায় আচরণ করছে এবং শাস্তি গ্রহণের সবকিছুই সে অর্জন করেছে। পাঠকেরা ইয়াওয়ের পক্ষে আছে।**

২। এই কবিতার খসড়া-চিত্র, পরিষ্কারভাবে, ইয়াওয়ে ও তাঁর লোকদের মধ্যে সম্পর্কের খসড়া-চিত্র প্রকাশ করছে। এটা হলো বিবাহ। কেননা পৌল যখন জাগতিক বিবাহ সম্পর্কে কথা বললেন, তখথন তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না কিন্তু মন্ডলী ও খ্রীষ্টের মধ্যে মহত্তর বিবাহের বিষয় প্রকাশ করলেন।

নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভুতা হও। কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর মস্তক; তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্তা; কিন্তু মন্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভুত, তেমনি নারীগণ সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভুতা হউক।

হোশেয় ২:২-১৩

স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন; যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন, যেন আপনি আপনার কাছে মন্ডলীকে প্রতাপান্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক বা সঙ্কোচ বা এই প্রকার আর কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও অনিন্দনীয় হয়। এইরূপে স্বামীরাও আপন আপন স্ত্রীকে আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম করিতে বাধ্য। আপন স্ত্রীকে যে প্রেম করে, সে আপনাকেই প্রেম করে। কেহ ত কখনও নিজ মাংসের প্রতি দ্বেষ করে নাই, বরং সকলে তাহার ভরণ পোষণ ও লালন পালন করে; যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর প্রতি করিতেছেন; কেননা আমরা তাঁহার দেহের অঙ্গ। "এই জন্য মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সেই দুইজন একাঙ্গ হইবে।" এই নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশে ও মন্ডলীর উদ্দেশে ইহা কহিলাম। তথাপি তোমরাও প্রত্যেকে আপন আপন স্ত্রীকে তদ্রূপ আপনার মত প্রেম কর; কিন্তু স্ত্রীর উচিত যেন সে স্বামীকে ভয় করে। ***ইফিষীয় ৫:২২-৩৩***

জাগতিক বিবাহ হলো ঈশ্বর ও তাঁর লোকদের মধ্যে সম্পর্কের একটি ক্ষুদ্র চিত্র। এই কারণ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহকে অতিশয় সম্মানীয় ও মূল্যবান জ্ঞান করতে হবে।

৩। এই কবিতা প্রমাণ করছে যে ইয়াওয়ে তাঁর লোকদের বিবাহের বিষয় অন্য কোন প্রেমিককে সহ্য করবেন না। ইয়াওয়ে হোশেয়ের সময়ের আধ্যাত্মিক ব্যাভিচার সহ্য করবেন না। আমরা অবশ্যই জানি যে তিনি এখন তাঁর লোকদের মধ্যে ব্যাভিচার সহ্য করবেন না। এটি সুস্পষ্টভাবে আদেশবোধক যা ইয়াওয়ের সঙ্গে আমাদের কার্য্যের বাস্তবতা অনুসারে ও বিবাহ সংক্রান্ত সম্পর্কের ধরণ হিসাবে দেখতে পাই। ঈশ্বরের বাক্য হলো আমাদের নিয়মের দলিল পত্র। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, যদি আমরা, অন্য প্রেমিকের উদ্দেশে দৌড়াই ও আমাদের নিয়মকে উপহাস করি, আমরাও ইস্রায়েলের মত, শাস্তি প্রাপ্ত হব। তাহলে, হোশেয়েতে এই কবিতা আমাদের জীবনে ভয়ের সতেজ উপসর্গ হিসাবে কাজ করবে।

যেহেতু হোশেয়েতে এই বিশেষ পদগুলি নূমত নিয়মে উদ্ধৃত হয়নি, তবে নীচে এগুলি দেখা যেতে পারে, নূতন নিয়মের লেখকগণ তাদের এই সমস্ত মতামত গ্রহণ করতেন।

কারণ ঈশ্বরীয় অন্তর্জ্বালায় তোমাদের জন্য আমার অন্তর্জ্বালা হইতেছে, কেননা আমি তোমাদিগকে সতী কন্যা বলিয়া একই বর খ্রীষ্টের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য বাগদান করিয়াছি। কিন্তু আশঙ্ক হইতেছে, পাছে সর্প যেমন আপন ধূর্ত্ততায় হবাকে প্রতারণা করিয়াছিল, তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়। ***২করিন্থীয় ১১:২-৩***

হে ব্যাভিচারিণীগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে। ***যাকোব ৪:৪***

মন্ডলী হলো খ্রীষ্টের বিয়ের কনে। আমরা তাঁকে বিবাহ করতে পারি না এবং একই সময়ে কামাসক্ত হয়ে জগতের মিত্র হতে পারি না। এটি ব্যাভিচার! এই অধ্যায়গুলি প্রমাণ করছে যে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাথে তাঁর বিবাহের বিষয়টা মারাত্মকভাবে নিয়েছেন। তিনি কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে তাঁর প্রেম শেয়ার করবেন না। আর প্রকৃত আরাধনা কেমন এই বিষয়ে তিনি কোন সীমা নিরূপণ করবেন না। আমরা অবশ্যই ইস্রায়েলের অনুকরণ করব না, আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব আমরা কিভাবে ইয়াওয়ের আরাধনা করব। তাঁর পবিত্র শাস্ত্রে যা লিখিত আছে আমরা তা পালন করব।

৪। এই কবিতা আজ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আজ বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা আমাদের স্বামীর পূর্ণ তত্ত্বাবধানে থেকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে জীবন যাপন করব। ইস্রায়েলীয়দের মত, অন্য কোথাও এরূপ দেখতে পেলে আমরা তার বিরোধীতা করব। আমরা যখন এটা করি আমরা বলি যে তিনি ভাল স্বামী নন। যীশু আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন সেই বিষয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলা মানে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা (ইফিষীয় ৫:২৯ পদ দেখুন)।

আবার আমরা যখন এটা করি, তখন আমরা এটা বলি যে তিনি মন্দ স্বামী।

৫। এই কবিতা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অনেক সময়, আমি আধ্যাত্মিকভাবে অবিশ্বস্ত হয়েছি এবং যেমন ইস্রায়েল শাস্তি গ্রহণ করেছিল তদ্রূপ আমিও তা অর্জন করেছি। আমি অন্য দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি (বালের চেয়ে ভিন্ন নামে)। আমি ইস্রায়েল সদৃশ, ঈশ্বরের আরাধনা করবার বিষয়ে উত্তম পথ খুঁজে পেয়েছি। আমার জীবনে ঈশ্বরের শর্ত সম্পর্কে বিড় বিড় করে কিছু বলা হয়েছে। কেন ঈশ্বর আমার উপরে এত দয়া করছেন? কেন তিনি আমার প্রতি এত দয়ালু? কেন আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ এসেছে? ঈশ্বরের অনেক দয়া থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁর দয়া অর্জন করি নাই।

৬। চূড়ান্তভাবে, ও মহা গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই কবিতাতে ঈশ্বরের মহিমা প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি কোন ব্যক্তিকে বা কোন কিছুকে তাঁর স্থানে দাঁড় করানো বা ভুলক্রমে অন্যের স্থান অধিকার করা কখনও সহ্য করবেন না।

"... তুমি অন্য দেবতার কাছে প্রণিপাত করিও না, কেননা সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর..." যাত্রাপুস্তক ৩৪:১৪

ইয়াওয়ে তাঁর নাম রক্ষণে উদ্যোগী। আমরা এই বিষয়ে খুবই আনন্দিত হতে পারি! তিনি এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে তিনি মহান। কিভাবে তিনি একগুঁয়ে লোককে শাস্তি দেন তা ঐ মহানুভবতায় দেখতে পাওয়া যাবে। এও দেখা যেতে পারে, যেমন আমরা হোশেয় ২:১৪-২৩ পদে কিভাবে তিনি একগুঁয়ে লোককে ক্ষমা করেন, তা দেখতে পেয়েছি।

হোশেয় ২:২-১৩

২
"তোমরা বিবাদ কর, তোমাদের মাতার সহিত বিবাদ কর–[২৮]
কেননা সে আমার স্ত্রী নয়,
এবং আমিও তাহার স্বামী নই–[২৯]
সে আপনার দৃষ্টি হইতে আপন বেশ্যাচার,
এবং আপনার স্তনযুগলের মধ্য হইতে আপন ব্যাভিচার দুর করুক।[৩০]
৩
নতুবা আমি তাহাকে বিবস্ত্রা করিব,
সে জন্মদিনে যেমন ছিল,

---

২৮ এই পদে ইয়াওয়ে ইস্রায়েলকে তাঁর স্ত্রী রূপে উল্লেখ করেননি। এমনকি তিনি তাকে সরাসরি কিছু বলেননি। তাঁর বাক্য দ্বারা, তিনি তাকে তাঁর থেকে দুরে রেখেছেন। পরিবর্তে, তিনি বাক্যে "ছেলেমেয়েদের" তাদের "মাতাকে" অনুতাপ করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। যদি সমস্ত ইস্রায়েল জাতি "মাতা" হন, তাহলে ইস্রায়েলের মধ্যে ব্যক্তিগত সকলেই "ছেলেমেয়ে"। যেহেতু মাতা (সমুদয় জাতি রূপে) ইয়াওয়ের কথা শুনছে না, ইয়াওয়ে তাঁর পক্ষে জাতির কাছে কথা বলতে ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরভক্তদের আহ্বান করছেন। যেহেতু সে তার পূর্বের স্বামীর (ইয়াওয়ে) কথা শুনে নাই, সম্ভবত: সে তার সন্তানদের কথা শুনবে। এই ব্যক্তিগত ঈশ্বরভক্তগণ বিশ্বাসে ইয়াওয়ের কথার উত্তর দিচ্ছেন ও হোশেয়ের সাথে যুক্ত হয়ে জাতিকে অনুতাপ করতে অনুনয় করছেন। এটা কি বাস্তবিক হোশেয়ের সময় ঘটেছিল? ব্যক্তিগতভাবে কেহ কি হোশেয়ের কথার উত্তর দিয়েছিল, জাতিকে অনুতাপ করতে অনুনয় করেছিল? যেহেতু সব সময় একটা অবশিষ্ট অংশ দেশে থেকে গিয়েছিল, সেহেতু অল্প সংখ্যক লোক হোশেয়ের কথায় উত্তর দিয়েছিল ও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনুতাপ করতে ইস্রায়েলকে আহ্বান করেছিল। ইস্রায়েলীয়দের একটি সাহসী অংশ এই আদেশ মান্য করেছিল। ভাববাদীরা যে ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় তারাও সেইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২৯ স্মরণ করুন এই ভাবেই কবিতা এই পদে কাজ করছে। ইয়াওয়ে বললেন যে **ইস্রায়েল তাঁর স্ত্রী নয়**। পরের লাইনটি এর সমান্তরাল। অর্থ এই যে পরের লাইনটি এর মত হবে, কিন্তু আমরা এটা প্রত্যাশা করছি যে প্রথম লাইন আরও বেশি বিস্তৃত হবে। এখানে যা ঘটেছিল এটা তাই। এই সমান্তরাল লাইনে, ইয়াওয়ে ঘোষণা করলেন যে **তিনি আর ইস্রায়েলের স্বামী নন**। শত শত বৎসর যাবৎ ইস্রায়েল ইয়াওয়ে থেকে বিপথে ছিল, কিন্তু, সর্ব সময়ে ইস্রায়েলের একগুঁয়ে লোকদের ইয়াওয়ের কাছে ফিরে আসতে ভাববাদীগণ আহ্বান জানিয়েছিল। ইয়াওয়ে সর্বদাই তার বিশ্বস্ত স্বামী। যাহোক, এখানে, এটা পরিষ্কার যে ইয়াওয়ে ও ইস্রায়েলের মধ্যে সম্পর্ক পরিবর্তন হয়েছে। ইয়াওয়ে বললেন যে সে আর তার স্বামী নয়। মোশির ব্যবস্থায় আছে স্বামী তার স্ত্রীর জন্য তত্ত্বাবধান করতে আইনে বাধ্যবাধকতা আছে (যাত্রা ২১:১০)। যাহোক, এখানে, ইয়াওয়ে ঘোষণা করছেন যে ইস্রায়েল আর তাঁর স্ত্রী নয়। অতএব, তাঁর ব্যাভিচারী স্ত্রীর জন্য তাঁর আর কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

৩০ ইস্রায়েলকে বেশ্যা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তার চোখ বেশ্যার চোখ রূপে রঞ্জিত হয়েছে। একে কাব্যিক ভাষায় বলা হয় যে সে সর্বদা অন্য প্রেমিক খুঁজতে থাকে। তার চোখে কোন লজ্জা নেই। কিন্তু সে বেশ্যার থেকেও অধিক। সমান্তরাল লাইন নির্দেশ করছে যে সে তার দেহ–"তার স্তন"–ব্যবহার করে সেই প্রেমিকদেরকে সন্তুষ্ট করছে। কাব্যিক ভাষায় বলা যায় যে ইস্রায়েল জাতি কার্য্যকরভাবে অন্য দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক (আরাধনা) তৈরী করেছে।

এবং তাহাকে প্রান্তরের সমান [৩১]
ও মরুভুমির তুল্য করিব
তৃষ্ণা দ্বারা বধ করিব।[৩২]

৪

আর তাহার সন্তানগণকে অনুকম্পা করিব না,[৩৩]
কারণ তাহারা ব্যাভিচারের সন্তান।[৩৪]

৫

বাস্তবিক তাহাদের মাতা ব্যাভিচার করিয়াছে,
তাহাদের গর্ভধারিণী লজ্জাকর কর্ম্ম করিয়াছে।

---

৩১ ইস্রায়েল অবশ্যই তার আধ্যাত্মিক ব্যাভিচারের জন্য অনুতাপ করবে অথবা সে আবার ইয়াওয়ে থেকে শাস্তির সন্মুখিন হবে। ইস্রায়েল পরিত্যক্ত শিশুর মত হবে। এর অর্থ সম্পূর্ণ অসহায়। ইস্রায়েল "প্রান্তরের সমান" হবে। এই প্রান্তর সেইরূপ নয় যে কেহ এর সৌন্দর্য্যের জন্য দেখতে ও ভালবাসতে চাইবে। এই প্রান্তর "উত্তপ্ত ও শুষ্ক ভুমি"। ভুমি পাথর স্বরূপ শক্ত। কিছুই জন্মায় না। উত্তাপ পীড়াদায়ক। ভয়ানকভাবে জলের প্রয়োজন, কিন্তু এখানে কোন বর্ষা হয় না। স্বর্গ এই স্থানের উপর কোন দয়া করে না। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বৃষ্টি বন্ধ থাকে, কেননা ইয়াওয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন "তাকে তৃষ্ণা দ্বারা বধ করবেন"।

যেহেতু "প্রান্তর" শব্দটি ২:৩ পদে না-সূচক ধারাতে ব্যবহার করা হয়েছে, এটি ২:১৪ পদে হ্যাঁ-সূচক ধারাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপে, একই ভাবে যিস্রিয়েল শব্দটি হোশেয় পুস্তকে দুটি ভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে, "প্রান্তর" শব্দটি দুটি ভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। পুনরুক্ত শব্দগুলি পুস্তকটিকে একত্রে সংযুক্ত করছে। বৈশিষ্ট্যগতভাবে শব্দগুলির পরিবর্তন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কার্য্যে মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি সমস্ত কিছু উত্তমে পরিণত করতে পারেন।

৩২ স্মরণ করুন এই শাস্ত্রাংশ ও যিহিস্কেল ১৬:১-৭ পদের মধ্যে জোরালো সমান্তরাল অবস্থা রয়েছে (যিহুদাতে যে কথাগুলি বলা হয়েছিল)।

৩৩ হোশেয় ১:৬ পদ দেখুন।

৩৪ আবার ইস্রায়েল দেশের মধ্যে ব্যক্তিগত "ছেলেমেয়ে" রয়েছে। ইস্রায়েল সকলেরই "মাতা"। ইয়াওয়ে সমস্ত দেশের মধ্যে ও দেশের ব্যক্তিগত এর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখছেন না। যেহেতু এই সময় সেখানে তাদের "মায়ের" আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাভিচারের পর, ঈশ্বর ভক্ত অবশিষ্ট কিছু লোক ছিল। তাদের মায়ের সাথে সম্পর্কের কারণে, তারাও, শাস্তি পাবে।

কেননা সে বলিত, আমি আমার প্রেমিকগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গমণ করিব,[৩৫]
তাহারাই আমাকে অন্ন ও জল,
মেষলোম ও মসীনা, তৈল ও পানীয় দ্রব্য দেয়।[৩৬]
৬
এই জন্য দেখ, আমি কন্টক দ্বারা তাহার পথ রোধ করিব,
ও তাহার চারিদিকে প্রাচীর গাঁথিব,
তাহাতে সে আপন পথের সন্ধান পাইবে না।
৭
সে আপন প্রেমিকদের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া যাইবে,
কিন্তু তাহাদের লাগাল পাইবে না;
সে তাহাদের অন্বেষণ করিবে,
কিন্তু সন্ধান পাইবে না।[৩৭]
তখন সে বলিবে,
আমি ফিরিয়া আমার প্রথম স্বামীর নিকটে যাইব;

---

৩৫ "প্রেমিকদের" শব্দটি ইস্রায়েলীয়দের বিদেশীয় দেবতার আরাধনা করার বিষয় উল্লেখ করছে। হোশেয়ের সময়ে বাল ছিল ইস্রায়েলের ভজনা করার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা। বাল শব্দের অর্থ স্বামী বা প্রভু। এরূপে, ইস্রায়েলীয়রা, যারা ইয়াওয়েকে বিয়ে করেছিল, তারা অন্য দেবতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, যাকে তারা "স্বামী" বলে আহ্বান করছে। ইস্রায়েলীয়রা বিশ্বাস করত যে বাল তাদের অন্ন ও জল, মেষলোম ও মসীনা, তৈল ও পানীয় দ্রব প্রয়োজন অনুসারে যোগান দিয়ে থাকে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বালের আরাধনা সংযুক্ত ছিল, লোকেরা বেশ্যার সাথে যৌন ক্রিয়ার সম্পৃক্ত। এই অবৈধ যৌন ক্রিয়া এই ভেবে করা হতো যে বাল এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনাতের (দেবী যাকে সে বিয়ে করেছিল) সাথে একই ক্রিয়াতে লিপ্ত ছিল তাই সেও উত্তর দিবে। এরূপে, জগতে যৌনসংসর্গের সাথে স্বর্গে দেবতাদের যৌনসংসর্গকে উৎসাহিত করা হয়, যার ফলে আবহাওয়া ও কৃষির সমৃদ্ধি সুবিধাজনক হয়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পন্ডিতদের দ্বারা অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে প্রাচীন কাহিনীর একটি বড় অংশ বাল সম্বন্ধীয় ছিল। এই কাহিনীগুলি সমুদ্র-দেবতা ইয়ামের সাথে বালের যুদ্ধ ও মটের সাথে তার যুদ্ধ, যে দেবতা গ্রীষ্মকালে অনাবৃষ্টি আনায়ন করে। বালের প্রধান সহকারী হলো অনাত, যে দেবীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছিল। অনাত ছিল বালের বোন ও তার স্ত্রী।

ইস্রায়েল বালের পূজা করত ও বালের উপর নির্ভর করে এটাই প্রমাণ করতে চাইত যে ইস্রায়েল ইয়াওয়েকে বিশ্বাস করে না। ইয়াওয়ে, ইস্রায়েলের স্বামী হিসাবে, ভরণ-পোষণ ও তার স্ত্রীর তত্ত্বাবধান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এটা তার সঙ্গে তাঁর নিয়মের অংশ। যাহোক, সে, তাঁর তত্ত্বধান বিশ্বাস করে না। সে মনে করল যে বালই একমাত্র দেবতা যে তার খাদ্য ও পানীয় ও আরাম-আয়াশের ব্যবস্থা করে। বালের প্রতি আনুগত্যতা হেতু ইস্রায়েল প্রমাণ করল যে, সে ইয়াওয়েকে আর উত্তম স্বামী রূপে গণ্য করছে না।

৩৬ ইস্রায়েলের বেশ্যাচার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সে লজ্জাজনকভাবে তার "প্রেমিকগণের" (বাল দেবতাদের) পিছনে ছুটছে কারণ সে ভাবছে, তারাই একমাত্র, যারা তার ভরণ-পোষণ করছে। তার চোখে, ইয়াওয়ে কিছু নয়, বালই একমাত্র ভরণ-পোষণকারী। তার প্রেমিকগণে, সে সন্তুষ্ট, যারা তার সমস্ত দৈহিক প্রয়োজন মিটাচ্ছে। বুদ্ধিমান প্রচারক বা শিক্ষক আজ ঈশ্বরের জাতির কাছে এই পদগুলি উপস্থাপন করবে, তাদের সতর্ক করবে যেন তারা আধ্যাত্মিক ব্যভিচার থেকে দুরে থাকে।

৩৭ যদিও এমনকি ইস্রায়েল বালের আরাধনা করবার চেষ্টা করছে, তথাপি ইয়াওয়ের কার্য্যানুসারে ইস্রায়েল আর বেশি দিন এই সকল "প্রেমিকগণে" আসক্ত থাকতে সমর্থ হবে না। এখানে ইস্রায়েলকে বেশ্যাদের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে সে আর কারও সাথে সম্পর্ক করতে পারে এমন কাউকে পায় নাই। সাধারণ বেশ্যাদের কিছু মক্কেল আছে যারা তাদের কাছে আসে। তারা রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। যাহোক, ইস্রায়েল, তার প্রেমিকদের মৃগয়া করে। এই পদগুলি উল্লেখ করছে যে এই বিজাতীয় দেবতাদের বিষয় ইয়াওয়ে আর অনুমতি দিবেন না। সে তাদের একের পর এক মৃগয়া করবে, কিন্তু সে আর তাদের ধরতে পারবে না। সে তার প্রেমিকদের জন্য মৃগয়া করবে, কিন্তু সে তাদের খুঁজে পাবে না। এর ভাবার্থ এই যে কেউ আর তাকে চায় না। কি দুঃখজনক ঘটনা–একজন অবিশ্বস্ত স্ত্রী কারও অন্বেষণে বেপরোয়াভাবে রাস্তায় ঘুরছে...যদি সে কাউকে পায়...তবে সে তার সাথে ব্যাভিচার করবে। কিন্তু তার পূর্বের প্রেমিক তাকে চায় না। তারা তাকে ব্যবহার করেছে এবং তার বীভৎস রূপ দেখতে পেয়েছে। সে নিঃসঙ্গ।

কেননা এখন অপেক্ষা তখন আমার পক্ষে মঙ্গল ছিল।[৩৮]

৮

সে ত বুঝিত না যে আমিই তাহাকে সেই শস্য, দ্রাক্ষারস ও তৈল দিতাম, এবং তাহার রৌপ্য ও স্বর্ণের বৃদ্ধি করিতাম,[৩৯]–যাহা তাহারা বাল দেবের জন্য ব্যবহার করিয়াছে।[৪০]

৯

অতএব আমি শস্যের সময়ে আমার শস্য ও দ্রাক্ষারসের ঋতুতে আমার দ্রাক্ষারস ফিরাইয়া লইব, এবং যাহার তাহার উলঙ্গতা আচ্ছাদনার্থক ছিল, আমার সেই মেষলোম ও মসীনা তুলিয়া লইব।

১০

এখন আমি তাহার প্রেমিকদের সাক্ষাতে তাহার ভ্রষ্টতা প্রকাশ করিব; কেহ তাহাকে আমার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে না।[৪১]

১১

আর আমি তাহার সমস্ত আমোদ, তাহার উৎসব, অমাবস্যা, বিশ্রামদিন

---

৩৮ আর তখন তার এই একাকীত্ব জীবনে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। "আমি আমার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাব!" এটা কোন অনুতাপ নয়। হোশেয় তার বিষয় বর্ণনা করে বলছেন যে সে তার অতীত জীবনে পূর্বের প্রেমিকদের কাছে ফিরে আসতে তুচ্ছ কার্য্যে কঠোর পরিশ্রম করছে। তার এটা বুঝতে হবে যে ইয়াওয়ে তাকে সর্বদা পিছনের দিকে নিয়ে যাবেন, যদিও, তাকে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ পুস্তকে অনেক অনেক বার ইস্রায়েল অনুতাপ করেছে এবং অল্প সময়ের জন্য ইয়াওয়ের কাছে ফিরে এসেছে)। ব্যাভিচারীনী স্ত্রী বিশ্বাস করে সে যখন ইচ্ছা চলে যেতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ফিরে আসতে পারে। যখন সে ইয়াওয়েকে চায়, সে তাঁকে পেতে পারে। আবার যখন সে অন্য প্রেমিকাদের চায়, সে তাদের পেতে পারে। এটা তার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। আর সে সিদ্ধান্ত নেয় যে ইয়াওয়ের সাথে জীবন যাপন খুব মন্দ ছিল না। সে যে তা এখনও বিশ্বাস করছে না তা নীচের পদগুলি থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, সে বিশ্বাস করে যে ইয়াওয়ে হলেন একজন উত্তম ভরণ-পোষণকারী সে এখনও জানেনা যে ইয়াওয়ে, বাল নয়, একমাত্র তার জন্য তত্ত্বাবধান করছেন।

৩৯ একমাত্র ঈশ্বর যিনি উত্তম দ্রব্য দ্বারা লোকদের তৃপ্ত করেন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যাকোব ১:১৭ পদ দেখুন)।

৪০ ইয়াওয়ে ছিলেন একজন উত্তম স্বামী। তিনি তাঁর স্ত্রীর সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। তিনি তাকে শস্য, দ্রাক্ষারস, ও তৈল যোগান দিয়ে থাকেন। তিনি "অতি পর্য্যাপ্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে থাকেন"। ইস্রায়েল উত্তম তত্ত্বাবধানে ছিল। সে কি করেছিল? সে তার উপহারগুলো তার প্রেমিক বালকে দিয়েছিল।

৪১ ইয়াওয়ে কিভাবে ইস্রায়েলেকে তার ফিরে আসার বিষয়ে উত্তর দিচ্ছেন? ইয়াওয়ের প্রাক্তন স্ত্রীর হঠাৎ তাঁর কাছে ফিরে আসার দ্বারা ইয়াওয়ে প্ররোচিত হচ্ছেন না, তিনি তার কাছ থেকে আবার চলে যাচ্ছেন। তার প্রেমিকের জন্য ইয়াওয়ের উপহার ব্যবহার করতে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকে আর অনুমতি দিবেন না। তার খাদ্য ও পানীয় ও বস্ত্র সবই নিয়ে নেওয়া হবে। তাকে বিবস্ত্র করা যাবে ও তাকে দুশ্চরিত্র বেশ্যারূপে– তার পূর্বের প্রেমিকের কাছে দেখতে পাওয়া যাবে। কেউ তার দিকে তাকাবে না, কেউ তাকে চাইবে না। তার প্রেমিকগণ তাকে জয় করে ফিরিয়ে নিতে আর যুদ্ধ করবে না। এমনকি যদি তারা তার জন্য যুদ্ধও করে, তার প্রেমিকগণ আর তাকে নূতন ভাবে আচ্ছাদন করবে না, কেননা ইয়াওয়ে তাকে খুঁজে পেতে তাদের প্রতিরোধ করবেন।

ও পর্ব্ব সকল রহিত করিব।[৪২]

১২

আর আমি তাহার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুরগাছ সকল বিনষ্ট করিব,
যাহার বিষয়ে সে বলিয়াছে,
'এই সকল আমার পণ,
আমার প্রেমিকেরা ইহা আমাকে দিয়াছে;
কিন্তু আমি এ সকল অরণ্য করিব,
আর মাঠের পশুগণ সে সকল খাইয়া ফেলিবে।[৪৩]

১৩

আর আমি বাল দেব-গণের সময়ের প্রতিফল তাহাকে ভোগ করাইব,
যাহাদের উদ্দেশে সে ধূপ জ্বালাইত
ও কুন্ডলাদি অলঙ্কারে আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রেমিকদের পশ্চাতে গমণ করিত,

---

৪২ কিন্তু খাদ্য ও বস্ত্র একমাত্র বিষয় ছিল না যে ইয়াওয়ে তাঁর পূর্বের স্ত্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তিনি তার ধর্ম্মিয় কার্য্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন–এমন কি তারা (ধরে নেওয়া যায়) ইয়াওয়ের নামে আরাধনা করছে। সে আর পর্ব্ব উৎসব ও বিশ্রামবার পালন করছে না। এই বিশেষ দিনগুলিতে সে ইয়াওয়ের সাথে যে কোনভাবে কৌতুক করে। সে আর বেশি দিন পর্ব্বের উৎসব ও বিশ্রামবার পালন বিষয়ে ইয়াওয়েকে উপহাস করতে পারবে না। সব কিছু হয় ইয়াওয়ে থেকে আর না হয় বালের থেকে, ইস্রায়েলকে পরিচিতি দিয়েছে, তার থেকে বঞ্চিত হবে।

৪৩ ইস্রায়েল ভেবেছিল যে সে জীবিকা অর্জন করেছিল, বালের ভালবাসা দ্বারা তার বর্তমান সমৃদ্ধি হয়েছে। দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর বৃক্ষ প্রমাণ দিয়েছিল যে তার সেবায় বাল পুরষ্কৃত হয়েছিল। তার মনে, এই বিষয়গুলি ছিল, বালের সঙ্গে ঘুমানোর জন্য তার উপার্জন পরিশোধ করা হয়েছিল। তার দ্রাক্ষালতা ও ডুমুর গাছ বিনষ্ট হলে সে কি চিন্তা করবে? যখন ঝোপ-ঝাড়ে ও কাঁটা গাছে তার ভুমি পূর্ণ হবে তখন সে কি করবে? এই রকম সময়ে, ইস্রায়েল ধর্ম্মিয়ভাবে দ্বিধান্বিত ছিল, কিন্তু অন্য কেহ নয়, কেবল ইয়াওয়ে ও তাঁর ভাববাদীগণ (এবং সম্ভবত: আরও কয়েকজন বিশ্বস্তলোক), রক্ষা করতে পারে, তত্ত্বাবধান করতে পারে। লোকেরা ইয়াওয়ের বিশেষ দিনগুলি (বিশ্রামবার, ভোজের উৎসব ইত্যাদি) পালন করেছিল যখন তারা বালের বিশেষ দিনগুলিও পালন করেছিল। ইয়াওয়ে নিজেকে ইস্রায়েলের অর্ধেকাংশের জন্যও নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করতেন না। ইস্রায়েল তার "পক্ষপাতী" আনুগত্যের জন্য পুরষ্কৃত হবে না। সে অবশ্যই শাস্তি পাবে।

এবং আমাকে ভুলিয়া থাকিত,[৪৪] ইহা সদাপ্রভু বলেন।[৪৫]

---

৪৪ ইস্রায়েলের শাস্তি ভয়ংকর। সে ইয়াওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে তার প্রেমিক (বালদেবতা) থেকেও বিচ্ছিন্ন হবে। তাকে উলঙ্গ ও নিঃসঙ্গ রূপে পরিত্যাগ করা হবে। এই কবিতার শেষ লাইনগুলি ("আর প্রেমিকদের পশ্চাতে গমণ করিত এবং আমাকে ভুলিয়া থাকিত") গভীরভাবে প্রতিফলিত হওয়ার যোগ্য। ইস্রায়েলের কাজ ছিল প্রেমিকদের পশ্চাতে গমণ করা যা ইয়াওয়েকে ভুলে যাওয়ার সামিল। এক জন থেকে আর একজনের পশ্চাত যেতে সে অন্যজনকে ভুলে যেত। তারা ছিল সংযুক্ত। সম্ভব হলে তারা ইয়াওয়ে ও বালের সাথে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখতে চেষ্টা করত। আজও এটা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। একই সাথে ঈশ্বরের সেবা করা ও অন্য দেবতার সেবা করার বিপদের বিষয় খ্রীষ্টিয়ানদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

৪৫ "সদাপ্রভু দৃঢ়ভাবে বলেন" শব্দগুলিতে জোর দেওয়ার অভিপ্রেত এই যে এই স্বর্গীয় বাণীগুলি ইয়াওয়ের ঘোষণা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, ইংরেজী অনুবাদে "সদাপ্রভু দৃঢ়ভাবে বলেন" শব্দগুলি যেরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল তদ্রূপ নয়। "সদাপ্রভু দৃঢ়ভাবে বলেন" এটি ইয়াওয়ের কথা বলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। কিন্তু যেহেতু ESV এখানে একটি ক্রিয়াপদ ("দৃঢ়ভাবে বলেন") ব্যবহার করেছে, হিব্রুতে কোন ক্রিয়াপদ নেই। বরং, এটা "ঘোষণা" ও "ইয়াওয়ে" এই দুটি নাম পদের "একত্রে আবদ্ধ" হওয়া। (এটি "একত্রে আবদ্ধ" হওয়া হলো একটি শিল্প সংক্রান্ত ধারা বর্ণনা করছে কিভাবে হিব্রুতে দুটি নামপদ কখনও কখনও সংযুক্ত হয়।) হিব্রু ব্যকারণের বিধানের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যেহেতু "ইয়াওয়ে একটি নামবাচক বিশেষ্য, "দৃঢ়ভাবে বলা" শব্দটি অবশ্যই যথাযথ হবে। একটি অনুবাদ খুবই ঘনিষ্টভাবে হিব্রু শব্দের সাথে "ইয়াওয়ে দৃঢ়ভাবে বলেন" এরূপ যে কোন সদৃশ অনুসারে একটি সরল রেখায় স্থাপিত হবে। অন্য দিকে, হিব্রু মূল গ্রন্থে জোর দেওয়া হয়েছে কোন একটি **কার্য্য সম্পাদনের** উপর নয় যা ইয়াওয়ে কর্তৃক করা হয়েছিল কিন্তু **ঘোষণার** উপরে যা ইয়াওয়ে কর্তৃক রচিত হয়েছিল।

"ইয়াওয়ের দৃঢ়ভাবে বলা" শব্দগুলি ঘোষণার প্রতি আলাদা মনোযোগ আকর্ষণ করে। বস্তুত: যদিও এই বাক্যগুলি মূল গ্রন্থে আছে, তথাপি এই বাক্যগুলি মূল গ্রন্থের নিজের নয়। এগুলি মূল গ্রন্থের দৃঢ়রূপে সত্য কথন।

"ইয়াওয়ের দৃঢ়রূপে বলা" শব্দগুলি এই নির্দিষ্ট বিভাগে ইয়াওয়ের বাক্য প্রকাশ করে না যা অধিকতর সত্য ও অধিক পালনীয়, এমনকি এই ঘোষণা ছাড়াও তাঁর বাক্য সর্বদাই সত্য ও পালনীয়। এই বাক্যগুলি কোন না কোন ভাবে, প্রয়োজনীয় বলে মনে নাও হতে পারে। যদিও, পাঠক ইতিমধ্যে বলেছেন যে ইয়াওয়ে কথা বলছেন, পাঠকের জানা আবশ্যক যে ইয়াওয়ের বাক্য সত্য ও পালনীয় ও তাঁর বাক্যের সঠিট উত্তর সর্বদাই আবশ্যক বোধ করে। যাহোক, যদিও এই বাকত্যগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে, সেগুলি এই ভাববাদীগ্রন্থে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যেতো। উপর্য্যুপরি, পাঠক স্মরণ করতে পারে যে বাক্যগুলির একটি নির্দিষ্ট সেট হলো "ইয়াওয়ের ঘোষণা"। এই বাক্যগুলি গঠিত হওয়ার সময়ের উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে "ইয়াওয়ের দৃঢ়ঘোষণার" শব্দগুলি পাঠকের উন্নতির জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয়। এই কারণ পবিত্র আত্মা তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

কেননা "ইয়াওয়ের দৃঢ় ঘোষণা" সম্ভবতঃ ইয়াওয়ের কারণে মূল গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কোন বিশেষ সময়ে, শপথ রূপে গৃহীত হয়েছে (ইব্রীয় ৬:১৩-২০ পদ দেখুন)। সুস্পষ্টভাবে, ইয়াওয়ের বাক্য বাস্তবায়নে তাঁর কোন শপথ গ্রহণের প্রয়োজন হলো না। ইয়াওয়ে শপথ দ্বারা বা শপথ ছাড়া সত্যময়। কখনও কখনও, তিনি শপথ গ্রহণ করেন, "তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর প্রতিজ্ঞা অপরিবর্ত্তনীয় যা তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছে অধিক বিশ্বাসজনকভাবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে"। তাঁর লোকদের বিশ্বাসে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়াতে সাহায্য করতে ইয়াওয়ে শপথ গ্রহণ করে থাকেন! যখন ইয়াওয়ের বাক্যের সাথে "ইয়াওয়ের দৃঢ়ঘোষণা" সংযুক্ত হয়ে যায় তখন সম্ভবতঃ কোন সদৃশ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এটি ঈশ্বরের লোকদের উপকারার্থে ঘটে থাকে! এটা নিশ্চিত করছে যে "ইয়াওয়ের দৃঢ় ঘোষণার কারণে তারা যা বলছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবে। তা ছাড়া, তারা ইয়াওয়ের বাক্যের এই নির্দিষ্ট সেটের উপর নির্ভর করতে পারে। কিন্তু "ইয়াওয়ের দৃঢ় ঘোষণা" বিশ্বাসীদের জন্য যথাযথ নয়। যারা সন্দেহ করে তাদের জন্য এটা করুণা। এটি প্রত্যাদেশে অবিশ্বাসী পাঠকদের জন্য ইয়াওয়ের বাক্যে বিশ্বাস করতে আরও সুযোগ করে দেয়।

"ইয়াওয়ের দৃঢ় ঘোষণা" ভাববাদীগণ সর্বত্র ব্যবহার করেছেন। এই বাক্যগুলির দুর্বহতা যিহূদা ও ইস্রায়েলের লোকদের কাছে পরিষ্কার, কারণ এই বাক্যগুলি মিথ্যা ভাববাদীরা তাদের মিথ্যা বাক্যগুলির বৈধতা যুক্ত করে ব্যবহার করেছিল (যিরমিয় ২৩:৩১ ও যিহিষ্কেল ১৩:৭)। "ইয়াওয়ের দৃঢ় ঘোষণা" বাক্যগুলি প্রথম মোশির পুস্তকে উপস্থাপিত উপস্থাপিত হয়েছিল, যেখানে তারা ঠিক দুইবার এটা ব্যবহার করেছিলেন (আদি: ২২:১৬ ও গণনা: ১৪:২৮)। এই উভয় বাক্যগুলি মোশির পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছিল যেখানে ইয়াওয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই বাক্যগুলি আরও প্রমাণ করেছে যে পূর্ণতা সাধিত হতে যাচ্ছে। "ইয়াওয়ের দৃঢ় ঘোষণা" হোশেয়ের পুস্তকে চারবার সংঘটিত হয়েছিল (২:১৩, ২:১৬, ২:২১, ও ১১:১১)।

হোশেয় ২:১৪-২৩

হোশেয় ২:২-১৩ পদ সম্পূর্ণই না-সূচক। হোশেয়ের প্রত্যাদেশ ইস্রায়েলের আধ্যাত্মিক ব্যাভিচারের কারণে তার উপর ইয়াওয়ের শাস্তি বর্ণনা করেছিল। ঐ না-সূচক পদগুলি আরও অধিক বিস্ময়ের সাথে তাদের অনতিবিলম্বে অনুসরণ করতে প্রস্তুত করেছিল। ঠিক যখন আপনি প্রত্যাশা করছেন যে ইয়াওয়ে আরও অন্যান্য ভয়ানক শাস্তি ঘোষণা করবেন যা ইস্রায়েলের উপরে আসবে, তিনি তার বিপরীতটা করবেন (স্মরণ করুন, এটি ভাববাণীতে সাধারণ অবস্থা)!

"অতএব দেখ, আমি তাহাকে প্ররোচনা করিয়া
প্রান্তরে আনিব,
আর চিত্ততোষক কথা কহিব।" হোশেয় ২:১৪

"অতএব" শব্দটি বিস্ময়কর। এতে ইস্রায়েলের ব্যাভিচারের প্রতি ইয়াওয়ের প্রতিক্রিয়া যুক্ত হলো। তার আধ্যাত্মিক যৌনসংসর্গ তাকে অপ্রত্যাশিত কিছু করতে বাধ্য করেছিল। যেহেতু সে নিয়মে আবদ্ধ থাকে নাই, এবং যেহেতু সে দেখতে পেয়েছে যে বাল তার কাছে বিকল্প আকর্ষণ এবং যেহেতু সে তার পশ্চাত গমণ করেছে এবং সেহেতু সে ভাববাদীদের ও শাস্ত্রের বাণী শুনতে অস্বীকার করেছে, তাই "তাকে প্রান্তরে নিয়ে আসতে" সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ও তাকে প্ররোচিত করেছেন। অন্যদিকে, তিনি তাকে, প্রেমের ঘটনায় জয় করেছেন ("আমি তাহাকে প্ররোচনা করিব" ও তার সাথে চিত্ততোষক কথা কহিব")।

হোশেয় ২:১৪-২৩

১৪

"অতএব দেখ,[৪৬] আমি তাহাকে প্ররোচনা করিয়া
প্রান্তরে আনিব,[৪৭]
আর চিত্ততোষক কথা কহিব।"[৪৮]

১৫

আর আমি সে স্থান হইতে তাহার দ্রাক্ষাক্ষেত্র [৪৯]

---

৪৬ "দেখ" শব্দটি জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, অপ্রত্যাশিত কোন কিছু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, নূতন কোন কিছুর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, অথবা কোন একটি ব্যাখ্যার জন্য পাঠককে প্রস্তুত করছে। এখানে, শব্দটি অপ্রত্যাশিত কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। হোশেয় ৯:৬ পদও দেখুন।

৪৭ "প্রান্তর" শব্দটি হোশেয় ২:৩ পদে না-সূচক ধারণাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি হোশেয় ১৩:১৫ পদেও না-সূচক ধারণায় ব্যবহৃত হবে। যাহোক, এখানে, এটি হ্যা-সূচক। ইয়াওয়ে ইস্রায়েলকে প্রান্তরে আনায়ন করবেন এবং তাকে নিজের জন্য জয় করবেন। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে যোহন বাপ্তাইজক প্রান্তরে প্রচার করতে এসেছিলেন (যিশাইয় ৪০:৩ ও মথি ৩:১-৩ পদ দেখুন)। যোহনের প্রচারে একটি ঘোষণা ছিল যে ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট ও সকলের জন্য ক্ষমার দ্বার উন্মুক্ত!

৪৮ এই শেষ শব্দগুচ্ছ ("আর চিত্ততোষক কথা কহিব") হিব্রু (MT) ও গ্রীক (LXX) শাস্ত্রে সদৃশ্য আছে। উভয়ই পড়তে একই রকম, "আর আমি তার অন্তরে কথা কহিব"। যিহিস্কেল ৩৬:২৪-২৭ পদ।

৪৯ হোশেয়েতে "দ্রাক্ষালতা" কে রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলি এক প্রকার ফলের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা লোকের দ্বারা উৎপাদন করা হয়। সম্ভবতঃ অন্য ভাবে "ফলের" বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা "ঈশ্বরের জীবন-দানকারী আত্মার সাথে যুক্ত স্থায়ী, চিরবিস্তারিত **ফলাফলের** বিষয় বলা হয়েছে। বাস্তবিক প্রান্তরে, ইস্রায়েলের প্রকৃত ফলবান হওয়া উচিত ছিল। বাইবেলের শুরু থেকে, ঈশ্বরের লোকদের "ফলবন্ত ও বহুবংশ" হতে বলা হয়েছিল (আদি: ১:২৮, ৮:১৭, ৯:১, ৭, ২৮:৩, ৩৫:১১, ৪৮:৪, ও লেবীয় ২৬:৯ পদ দেখুন)। দুর্ভাগ্যবশতঃ পাপের কারণে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত অনুসারে ইস্রায়েল কখনও প্রকৃত ফলবন্ত হতে পারেনি। উৎপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে পাপ সর্বদা স্থায়ী ফল স্বরূপ ছিল। বস্তুতঃ হোশেয়েতে, আমরা ইস্রায়েলের সম্পূর্ণ মন্দভাবে ফলবান হওয়ার বিষয় পড়েছি! কিন্তু হোশেয়েতে এই পদে একটি গৌরবযুক্ত প্রতিজ্ঞা এই যে অবশেষে যে দিন এই ভাববাণী পূর্ণতাসাধিত হবে সেই দিন ঈশ্বরের লোকদের প্রচ্ছন্নভাবে ফলবান হওয়ার বিষয় রয়েছে, বাস্তবতায় প্রকাশিত হবে। ভাববাদীগণ নানা ভাবে ঈশ্বরের লোকদের ভবিষ্যতে ফলবান হওয়ার বিষয় বলেছেন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যিরমিয় ২৩:৩ পদ দেখুন)। এই ফলবন্ত হওয়ার ভবিষ্যত আর দীর্ঘায়িত হবে না। সুসমাচারের ফলাফলের কারণে এটি ঈশ্বরের লোকদের কাছে এসে পড়েছে। জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও খ্রীষ্টের স্বর্গারোহনের ফলাফলস্বরূপ ঈশ্বরের লোকেরা মহা ফল বহন করছে। এই ঘটনার কারণে তাঁর আত্মা এখন তাদের মধ্যে বাস করছে। "আত্মার ফল" (গালাতীয় ৫:২২-২৩) ঈশ্বরের লোকদের ফলবান হওয়ার একটি সঠিক উপাদান যা সুসমাচারের ফলাফলের কারণে এসেছে (যোহন ১৫ অধ্যায়ে যারা "তাঁতে" আছে তাদের ফলবন্ত হওয়ার বিষয় যীশুর বাক্য দেখুন)।

হোশেয় ২:১৪-২৩

এবং আশাদ্বার বলিয়া আখোর তলভুমি তাহাকে দিব;[৫০]
সে সেখানে উত্তর করিবে, যেমন যৌবনকালে,
যেমন মিশর হইতে আগমন দিনে করিয়াছিল।[৫১]

---

৫০ এটি কবিতা হিসাবে সর্বোত্তমভাবে, পাঠককে অনুপ্রাণীত করছে (অথবা, হোশেয়ের প্রকৃত শ্রোতাদের মত, শ্রবণকারী) রূপকভাবে এর অর্থের উপর গভীরভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। **"আশাদ্বার"** শব্দগুচ্ছ **"আখোর তলভুমি"** অপেক্ষা বুঝতে সহজ। **"আশাদ্বার"** সেই স্থানকে নির্দেশ করছে যেখানে আশা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ দ্বার যার মাধ্যমে আশা আসছে বা দ্বার যার মাধ্যমে আশা বিধিবদ্ধ হতে দেখা যাচ্ছে, উভয়ের অর্থ অত্যাবশ্যকীয়ভাবে একই। এই স্থানে আশা দেখতে পাওয়া যাবে। যাহোক, **"আখোর তলভুমি"**, বুঝবার জন্য বিশেষতঃ বর্তমান পাঠকদের জন্য, কম বেশি দুষ্কর। আখোরের তলভুমির নামটা যিহোশূয়ের সময় থেকে প্রচলিত, যখন ইস্রায়েল প্রথম কনান দেশ জয় করেছিল (যিহোশূয় ৭:২২-২৬)। এই হলো সেই তলভুমি যেখানে ইস্রায়েল আখন নামে এক ব্যক্তিকে পাথর মেরে হত্যা করেছিল কারণ সে ইয়াওয়ের আজ্ঞা অমান্য করেছিল এবং যিরিহো নগর জয় করবার পর সে একটি বাবীলীয় শাল ও কিছু রৌপ্য ও কিছু স্বর্ণ নিয়েছিল যখন সে দেখল ইস্রায়েল যিরিহো জয় করেছে।

আখোর তলভুমি ছিল, এর নাম নির্দেশিত অনুসারে, দুঃখের তলভুমি। এই তলভুমিতে ইস্রায়েলের পাপ স্মরণ করবার জন্য পাথরের স্তুপ দাঁড়িয়ে আছে যে পাপ সমস্ত জাতির উপরে বর্ত্তিয়েছিল। এই পাথরের স্তুপ আরও মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ইস্রায়েলের প্রতি ইয়াওয়ের বিচার। যাহোক, এখন, ইস্রায়েলের পাপের স্থান ও ইয়াওয়ের বিচার আশাদ্বার রূপে রূপান্তরিত হবে। ইস্রায়েলের আশা, অন্য দিকে, তার পাপ ও ইয়াওয়ের ক্রোধ সংযুক্ত। এটা কেমন হতে পারে?

একটি সুসমাচার লেন্সের মাধ্যমে এই শাস্ত্রাংশ দেখি, আমরা স্মরণ করছি যে আমাদের "আশাদ্বার"–সেই স্থান যেখান থেকে আমাদের কাছে আশা আসে–যেখানে আমাদের পাপ ও ঈশ্বরের ক্রোধ অবস্থিত যে স্থান আমাদের কাছে সুপরিচিত রূপে দৃশ্যমান–তা হলো ক্রুশ। ক্রুশ যেখানে আমাদের পাপ প্রকাশিত হয়েছিল। ক্রুশ যেখানে ঐ পাপের উপর ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ ঢেলে দিয়েছিলেন। আর ক্রুশ, যেখানে আমার জন্য আশা দেখতে পেয়েছিলাম।

যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতাস্বরূপ হই। **২করিন্থীয় ৫:২১**

আমরা কবিতাতে সুসমাচার দেখছি! হোশেয়ের সময়ে কেহই আগে থেকে যথার্থভাবে জানত না ঈশ্বর কিভাবে এই ভাববাণীর পূর্ণতাসাধন করবেন। তারা কিভাবে আগে থেকে এটা জানতে পেরেছিল? হোশেয়ের ভাববাণী লক্ষ্য করি, যাহোক, আমরা দেখতে সমর্থ যে এটি তখন ঘটেছিল যখন ঈশ্বর আমাদের পাপ যীশুর উপরে অর্পণ করেছিলেন ও তাঁর বিচার করেছিলেন। যীশুকে ক্রুশের উপরে ঝুলিয়ে, ঈশ্বর তাঁর উপরে তাঁর ক্রোধ ঢেলে দিয়েছিলেন। এটাই সেই স্থান যেখানে ঈশ্বরের লোকদের পাপ প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়েছিল, ঈশ্বর তাদের জন্য আশাদ্বার খুলে দিয়েছিলেন।

৫১ যদিও এমনকি ইয়াওয়ের লোকেরা অতীতে তাঁকে প্রতিরোধ করেছিল, এই সকল ঘটনা যা "প্রান্তরে" ঘটেছিল, ইয়াওয়ের লোকেরা আর তাঁকে প্রতিরোধ করবে না। বরং, তারা তাঁকে অনুসরণ করবে যেমন তারা মিশর থেকে বের হয়ে আসার সময় করেছিল।

ইস্রায়েলের প্রারম্ভিক দিনগুলির কথা–মিশরে তার বন্দিদশার দিনগুলির কথা ইয়াওয়ে মনে রেখেছেন। তিনি তার বন্দিদশার স্থান থেকে তাকে বের করে এনেছিলেন ও তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইয়াওয়ের বাক্যগুলি এখানে এই সঙ্কেত দিচ্ছে যে তিনি আবার তার সঙ্গে এগুলি করবেন। তিনি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে নেতৃত্ব দিবেন এবং সে তাঁকে অনুসরণ করবে। ভাববাদীগণের অনেক শাস্ত্রাংশে ঈশ্বর তাঁর লোকদের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন যাকে **দ্বিতীয় যাত্রা** বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ, যিশাইয় ১১:১০-১৬ ও যিরমিয় ১৬:১৪-১৫ দেখুন)। ভাববাদীগণের বাক্যের দ্বারা, এটা পরিষ্কার যে এই দ্বিতীয় যাত্রা প্রথম যাত্রা থেকে আরও ব্যাপক হবে। এতে অনেক লোক সংযুক্ত হবে (এত অসংখ্য যে কেউ তা গণনা করতে সমর্থ হবে না) এবং এটা খুবই ফলোৎপাদক হবে। লোকেরা ঈশ্বরের প্রেমে তাদের দাসত্ব বরণ করে নিবে ও ঈশ্বরের জাতি রূপে বাস করবে। এই দ্বিতীয় যাত্রা সুসমাচার ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। এই কারণ প্রকাশিত বাক্য ১৫:২-৪ পদ "মোশির গীত" খ্রীষ্টিয়ানদের গানের প্রতিচ্ছবি ঈশ্বর কর্তৃক মুক্ত হওয়ার পর গেয়েছিল (যিশাইয় ১২ পদও দেখুন)। এই একই গীত ইস্রায়েলীয়রা সূফসাগর পার হওয়ার পর গেয়েছিল (যাত্রা: ১৫)! যাহোক, প্রকাশিত বাক্যে একে "ঈশ্বরের দাস, মোশির গীত ও **মেষশাবকের গীত** রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মোশি প্রথম যাত্রার সাথে সংযুক্ত ছিলেন। ঈশ্বরের মেষশাবক-যীশু–দ্বিতীয় যাত্রার সাথে সংযুক্ত।

১৬ আর সদাপ্রভু কহেন, সেই দিন সে আমাকে 'ঈশী' [আমার স্বামী] বলিয়া সম্বোধন
করিবে; কিন্তু 'বালী' [আমার নাথ] বলিয়া আর সম্বোধন করিবে না।[৫২] ১৭ কারণ আমি তাহার
মুখ হইতে বাল দেবগণের নাম সকল দুর করিব, তাহাদের নাম লইয়া তাহাদিগকে আর
স্মরণ করা হইবে না।[৫৩] ১৮ আর সেই দিন আমি লোকদের নিমিত্ত মাঠের পশু, আকাশের
পক্ষী, ও ভুমির সরীসৃপ সকলের সহিত নিয়ম করিব;[৫৪] এবং ধনুক, খড়্গ ও রণসজ্জা
ভাঙ্গিয়া দেশের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন করিব,

---

৫২ এই "দ্বিতীয় যাত্রার" পর, ঈশ্বরের লোকেরা আর তাঁকে অনিচ্ছুকভাবে অনুসরণ করবে না। তার পরিবর্তে, তারা তাদরে প্রিয় স্বামীর প্রতি অনুগত থাকবে। "প্রথম যাত্রার" পর যা ঘটেছিল এটা তা নয়। ইস্রায়েল তার একবারে শুরু থেকে, তার "প্রেম" ইয়াওয়ে ও অন্য দেবতাদের সাথে মিশ্রিত ছিল। যাহোক, যে দিন আসছে সেই দিন, হোশেয় ঘোষণা করলেন যে লোকেরা একমাত্র ইয়াওয়েকেই প্রেম করবে। পরবর্ত্তী পদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কেন ঈশ্বরের লোকদের ইয়াওয়ের জন্য মহা আকর্ষণ তৈরী হবে।

৫৩ ইয়াওয়ে নিজে এই মৌলিক আরাধনার বিষয়ে তৎপর হবেন! তিনি "তার মুখ হতে বাল দেবগণের নাম সকল দুর করবেন"। সে আর বালের কথা স্মরণে আনবে না কারণ সে আর তাদের বিষয় চিন্তা করবে না। সে তার প্রেম ইয়াওয়ের সাথে ভোগ করবে। ইয়াওয়ের কারণে সে তার পূর্বের প্রেমিকদের ভুলে যাবে। তার প্রেম দ্বারা সে কেবল একাকী তাঁকেই জয় করবে। সে তার থেকে তার দেবেগণের নাম দুর করবে তাই তার সমস্ত আকর্ষণ তাঁর উপর কেন্দ্রীভুত হবে। কি পরিবর্তন!

আমরা অবশ্যই জানি যে সুসমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বর যা সাধন করেছেন তাই এই। তিনি আমাদের তাঁর প্রেমে কাছে টেনে নিয়েছেন ও তাঁকে আমাদের ভালবাসতে দিয়েছেন। তিনি আমাদের দেবগণের আসক্তি থেকে শুচি করেছেন। এটা কখনও আমাদের নিজের ক্ষমতা বা পবিত্রতায় সম্ভব হতো না। এটা ঘটেছে তাঁর অসীম দয়া ও অনুগ্রহের কারণে। তিনিই একমাত্র আমাদের একচিত্ত-মনের আরাধনার কারণ। যিহিষ্কেল পুস্তকে এই একই সত্য কিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে তা স্মরণ করুন:

"কারণ আমি জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, দেশসমুহ হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব, ও তোমাদেরই দেশে তোমাদিগকে উপস্থিত করিব। আর আমি তোমাদের উপরে শুচি জল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবে; আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও সকল পুত্তলি হইতে তোমাদেগকে শুচি করিব। আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দুর করিব, তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে।" **যিহিষ্কেল ৩৬:২৪-২৭**

"তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দুরকরিব" প্রতিজ্ঞা হলো একগুঁয়ে দুষ্ট হৃদয় দুর করার প্রতিজ্ঞা।

"তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব" এই প্রতিজ্ঞা হলো কঠিন হৃদয় স্থানান্তর করা যে হৃদয় ইয়াওয়েকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করেছিল বরং সেই নরম হৃদয় দিবেন যে হৃদয় ইয়াওয়ের ডাকে সাড়া দিবে। সেই কার্য্যের জন্য এই সকল ঘটবে যা যীশু তাঁর জীবন, মৃত্যু, ও পুনরুত্থানের দ্বারা সাধন করেছিলেন। যেহেতু হোশেয় এই পদে ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন, তিনি প্রকৃত একই বিষয় বর্ণনা করেছেন!

৫৪ ইয়াওয়ে তাঁর ও তাঁর লোকদের মধ্যে যে প্রেম আনায়ন করবেন সেই প্রেম সম্পর্কে তাঁর প্রতিজ্ঞা ঠিক এটি নয়। হোশেয় ২:১৮এ নির্দেশ করছে যে তিনি যে পরিবর্তন আনায়ন করবেন তা সেই নিয়ম অপেক্ষা আরও অধিক বিস্তীর্ণ হবে। তাঁর লোকদের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে তার কারণে তিনি সকল বিষয় পরিবর্তন করবেন। **আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে** সৃষ্টির যে প্রকৃত বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে তিনি সেই বাক্য ব্যবহার করে কার্য্য সাধন করবেন, ইয়াওয়ে বলেন যে তিনি ইস্রায়েলে এক নূতন সৃষ্টি আনায়ন করবেন! এই নূতন কার্য্য কেবল মানুষের সাথে সম্পৃক্ত নয়, এটি সকল সৃষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। সুসমাচারের কার্য্যের ফলাফল বর্ণনা করতে বাইবেলের সর্বত্র এই "নূতন সৃষ্টি" বিষয়ক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। স্মরণ করুন পৌল কিভাবে এই আশীর্ব্বাদ সম্পর্কে কথা বলেছেন যা ঈশ্বর নিজে আনায়ন করবেন যখন "ঈশ্বরের পুত্র" প্রকাশিত হবেন:

কারণ আমার মিমাংসা এই, আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়। কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। কারণ সৃষ্টি অসারতায় বশীকৃত হইল, স্ব-ইচ্ছায় যে হইল, তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্তার নিমিত্ত; এই প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যাথ্যা খাইতেছে। **রোমীয় ৮:১৮-২২**

ও তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে শয়ন করাইব।[৫৫]১৯ আর আমি চিরকালের জন্য তোমাকে বাগ্‌দান
করিব; হাঁ, ধার্ম্মিকতায়, ন্যায়বিচারে, দয়াতে ও বহুবিধ অনুকম্পায় তোমাকে বাগ্‌দান করি।
২০ আমি বিশ্বস্ততায় তোমাকে বাগ্‌দান করিব, তাহাতে তুমি সদাপ্রভুকে জানিবে।[৫৬]
২১
আবার, সদাপ্রভু কহেন, সেই দিনে আমি উত্তর দিব; আমি আকাশকে উত্তর দিব,

---

৫৫ ইয়াওয়ের প্রতিজ্ঞা (হিব্রু (MT) ও গ্রীক (LXX) উভয় শাস্ত্রে এরূপ পড়া হয় ধনুক ও খড়্গ ও রণসজ্জা "ভঙ্গ" বা "উচ্ছিন্ন" করলেন। "ভঙ্গ" শব্দটি বা "উচ্ছিন্ন" শব্দটি "বিলুপ্ত" শব্দ থেকে আরও শক্তিশালী (যা ESV তে ব্যবহার করা হয়েছে)। ধনুক ভাঙ্গার অর্থ হলো সম্ভবতঃ যুদ্ধ আর স্থায়ী হবে না কারণ যুদ্ধের উপকরণ সকল ইয়াওয়ের দ্বারা ধ্বংস করা হবে। এমনকি যুদ্ধও ইয়াওয়ের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। তা ছাড়া, এখানে "ভঙ্গ" শব্দটি ব্যবহার করে এই পদটি ও হোশেয় ১:৫ পদের মধ্যে যোগাযোগ দেখানো হয়েছে। এই একই বাক্য এই উভয় শাস্ত্রাংশে ব্যবহার করা হয়েছে। হোশেয় একমাত্র ভাববাদী নয় যিনি এই ভাষায় ইয়াওয়ের বিজয়ের বিষয় উল্লেখ করেছেন (উদাহরণ স্বরূপ, গীতঃ ৪৬:৯ পদ দেখুন)। সম্ভবতঃ হোশেয় কমপক্ষে এই শব্দগুলি লিখতে শাস্ত্রাংশে কয়েকটি "ধনুক ভঙ্গের" বিষয় উল্লেখ করেছেন। এরূপ **অন্তর্নিহিত সংযোগ** অধ্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ। তারা প্রকাশ করছে যে খ্রীষ্টের বিজয়ের কথা বাইবেলের সর্বত্র উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি যখন খ্রীষ্টের নাম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়নি। পাঠক জানেন, অন্য শাস্ত্রাংশের উপর ভিত্তি করে ব্যপকভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে, যে কোন ভাবে বিষয়গুলি বলা হয়েছে, যা তাঁর সাথে সংযুক্ত।

এই পদটি হোশেয় ১:৫ পদের সাথে তুলনা করি। ঐ পদে, ইয়াওয়ের ধনুক ভঙ্গ করা ছিল না-সূচক। এর অর্থ এই যে তিনি ইস্রায়েলের সমস্ত শক্তি নষ্ট করবেন। এই পদে, এটি সম্ভব। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বরের লোকদের পূর্ণ শান্তি আনায়ন করবেন। "সেই দিনে" তাঁর কার্য্যের কারণে, তাদের আর ধনুক বা খড়্গের প্রয়োজন হবে না এবং তারা কারও হাতের ধনুক বা খড়্গ দেখে ভয় করবে না! পুনরায়, হোশেয় ভিন্নভাবে একই শব্দ ব্যবহার করলেন। প্রচারক বা শিক্ষক তাদের সুবিধার জন্য হোশেয়ের পুনরুক্ত শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারে! হোশেয় ২:১৮ পদে হোশেয়ের পুনরুক্ত শব্দ "ধনুক ভঙ্গ" প্রচারক বা শিক্ষককে ভাল সুযোগের ব্যবস্থা করবে, পুনরায় হোশেয় ১:৫ পদ লোকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এবং হোশেয় ২:১৮ পদে ঈশ্বরের লোকদের পরিবর্তীত অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ শব্দগুলির সাথে তুলনা করতে হবে। এই সব কিছু খ্রীষ্টের প্রশংসা ও তাঁর কার্য্যের ফলাফল স্বরূপ।

"তাহাদিগকে নিশ্চিন্তে শয়ন করাইব" শব্দগুলি গীতঃ ৪:৮ পদে দেখুন। এই বিষয়গুলি যা একমাত্র ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত হতে পারে।

৫৬ উত্তম অবস্থা থেকে পতিত হওয়া কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়? বাস্তবিক, এটি একটি প্রশ্ন যার উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। কিভাবে ইয়াওয়ের নুতন ভাবে উৎসর্গীকৃত স্ত্রী কে বিপথগমণ থেকে রক্ষা করা যায়? আর কিভাবে ইয়াওয়ে তাঁর স্ত্রীকে ত্যাগপত্র দেওয়া থেকে রক্ষা করবেন? যেহেতু ইস্রায়েল অতীতে এরূপ ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের পুনর্গঠনের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল (উদাহরণ স্বরূপ, বিচারকর্ত্তৃগণের বিবরণ পুস্তক দেখুন)। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই পুনর্গঠন কখনও স্থায়ী হয়নি। এই সময়ের ভিন্নতা কি হবে?

"আর আমি চিরকালের জন্য তোমাকে বাগ্‌দান করিব; হাঁ, ধার্ম্মিকতায়, ন্যায়বিচারে, দয়াতে ও বহুবিধ অনুকম্পায় তোমাকে বাগ্‌দান করি। ২০ আমি বিশ্বস্ততায় তোমাকে বাগ্‌দান করিব, তাহাতে তুমি সদাপ্রভুকে জানিবে।" **হোশেয় ২:১৯-২০**

সম্পর্ক স্থায়ী করতে কি নিশ্চিত করতে হবে? আমরা অবশ্যই জানি, উত্তর হবে, ইয়াওয়ে। তাঁর কার্য্যই এই বিবাহকে সফল করতে পারে। এই পদগুলি সম্পর্কের শুরু নির্দেশ করছে। আমরা দেখতে পাই ইয়াওয়ে তাঁর ভার্য্যাকে চিরস্থায়ী রূপে নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। আমরা দেখতে পাই তিনি তাঁর ভার্য্যাকে উপহার দিচ্ছেন যা তাঁর সম্পর্ককে বৃদ্ধি দান করবে। তিনি তাকে ধার্ম্মিকতা, ন্যায়বিচার, দয়া ও বহুবিধ অনুকম্পা দিবেন। তিনি তাকে বিশ্বস্ত হৃদয় দিবেন। তাঁর কার্য্যের কারণে তাঁর ভার্য্যা তাঁকে জানবে।

ইয়াওয়ের বাগ্‌দান তাঁর ভার্য্যাকে বিবাহে স্থায়ী সুখের নিশ্চয়তা দিবে। তিনি প্রতিজ্ঞা করে বললেন, সে তাঁকে জানবে। "জানা" –এই ক্রিয়াপদটি– এর অনেক ভাবার্থ আছে। অর্থাৎ, অবশ্যই, সে ইয়াওয়েকে জানবে। সে আন্তরিকভাবে তাঁর সাথে পরিচিত হবে। সে তাঁর চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা জানবে। এই শব্দ পরোক্ষভাবে যৌন ঘনিষ্ঠতার বিষয় ইঙ্গিত করছে। ইয়াওয়ের স্ত্রী অবশ্যই যাকোবের অপ্রেমের স্ত্রী লেয়ার মত হবে না। ইয়াওয়ে এইরূপ ভার্য্যা চান! এই ভার্য্যার আরাম আয়াশের জন্য কোন বিস্ময়কর কিছুই ঘটবে না। তার স্বামীর সঙ্গেই তার সমস্ত প্রত্যাশা পূরণ হবে।

আকাশ ভুতলকে উত্তর দিবে;

২২

ভুতল শস্য, দ্রাক্ষারস, ও তৈলকে উত্তর দিবে,

এবংয় এই সকল যিষ্রিয়েলকে উত্তর দিবে।[৫৭]

২৩

আমি আপনার জন্য তাহাকে দেশে রোপন করিব,

ও যে 'অনুকম্পিতা নয়,' তাহাকে অনুকম্পা করিব,

এবং যে 'আমার প্রজা নয়,' তাহাকে বলিব, তুমি আমার প্রজা,

---

৫৭ শেষ লাইনগুলিতে ইয়াওয়ে ও তাঁর লোকদের মধ্যে এই ভবিষ্যৎ বিবাহের গৌরবের স্বর্গীয় বাণীর বিষয় রয়েছে। ইয়াওয়ে আর দুরে থাকবেন না। তিনি তাঁর লোকদের আর্তনাদের প্রতি আর বধির হবেন না। যখন এই বাগ্‌দান সংঘটিত হবে, ভুমি প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হবে। দ্রাক্ষারস, তৈল, ও শস্যের বাহুল্য হবে। ছোট ছোট ভাববাদীদের মধ্যেও এই একই সমৃদ্ধির প্রতিজ্ঞা দেখতে পাওয়া যায় (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যোয়েল ২:২৪, ৩:১৮, ও আমোষ ৯:১৩)।

আমরা অবশ্যই জানি যে এগুলি প্রাচুর্য্যের প্রতিজ্ঞা (মিষ্ট দ্রাক্ষারস পর্ব্বত থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পতিত হওয়া অপেক্ষা এটি কি মহা প্রাচুর্য্যের প্রতিচ্ছবি হতে পারে?) যীশুতে পূর্ণতাসাধিত হওয়া দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম আশ্চর্য্য কার্য্য ছিল–কান্না নগর বিবাহ বাটীতে জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করা–এটাই নির্দেশ করছে যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই ভাববাণীগুলির পূর্ণতাসাধন করবেন (যোহন ২:১-১১)। এই কারণ প্রেরিত যোহন বললেন যীশু "তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন" তিনি তাঁর অলৌকিক কার্য্য সাধন করলেন (যোহন ২:১১)। এই অলৌকিক কার্য্যের মাধ্যমে, যীশু দেখালেন, বাস্তবিক তিনি কে। তিনিই এই মহা প্রতিজ্ঞাগুলির পূর্ণতাসাধক। একমাত্র তিনিই ইস্রায়েলের সমৃদ্ধি আনায়ন করতে ও ফলবান করতে পারেন যা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তাঁকে ব্যতীত সেখানে কোন দ্রাক্ষারস ছিল না। এটাই ছিল ইস্রায়েলের ফলহীনতার চিহ্ন। যাহোক, তাঁর সঙ্গে, উত্তম দ্রাক্ষারস অবাধে প্রবাহিত হয়। খ্রীষ্টের দ্বারা আনীত মহা সফলতার চিহ্ন।

মনে করুন, হোশেয় ২:২২ পদ পুনরায় আমাদের হোশেয় ১ অধ্যায়ে নিয়ে আসছে। শস্য, দ্রাক্ষারস, ও তৈলের দ্বারা প্রদত্ত "উত্তর" এর দ্বারা আমরা পুনরায় হোশেয় ১ অধ্যায়ে আনীত হয়েছি, সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, শস্য, দ্রাক্ষারস, ও তৈল কথা বলতে পারে না। কিন্তু এটি একটি কবিতা। কবিতার না-সূচক অপেক্ষা ভিন্ন এক সেট বিধি আছে। এর অর্থ লোকেরা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে। কেন শস্য, দ্রাক্ষরস, ও তৈল এভাবে উত্তর দিল। এর কারণ ঈশ্বর জীবন-দায়ক বীজ রোপন করেছেন! যিষ্রিয়েল অর্থ, যেমন পূর্বে আমরা স্মরণ করিয়েছি, "ঈশ্বর রোপন করেন"। হোশেয় ১:৪-৫ পদে এই শব্দ না-সূচক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি হোশেয় ১:১১ পদে হাঁ সূচক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। "এবং সেই দেশ হইতে যাত্রা করিবে; কেননা যিষ্রিয়েলের দিন মহৎ হইবে"। এখানে এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে শস্য, দ্রাক্ষারস, ও তৈল বিজয়ের ধ্বনি দিচ্ছে। তারা ঠিক এরূপ কিছু বলছে, "এখানে! যিষ্রিয়েলের মহৎ দিন এসেছে! আমরা প্রমাণ করছি যে ইয়াওয়ে তাঁর সকল প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছেন! দেখুন ভুমি থেকে কি ভেদ করে আসছে!" আমরা, ঈশ্বরের জাতি, আমরা শস্য, দ্রাক্ষারস, ও তৈলের মত খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের বিজয় সম্পর্কে আনন্দিত হব! এটা কখনও বলতে পারবে না যে তাঁর নিজের লোক অপেক্ষা ভুমি উত্তম প্রশংসা করতে পারে।

হোশেয় ২:১৪-২৩

এবং সে বলিবে, 'তুমি আমার ঈশ্বর।'[৫৮]

---

৫৮ হোশেয় ১:১-৯ এর সাথে হোশেয় ২:২৩ পদের তুলনা করুন। প্রারম্ভিক পদগুলিতে, স্মরণ করুন, ইয়াওয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দেশ থেকে ইস্রায়েলকে উচ্ছেদ করবেন। যাহোক, এই পদগুলিতে, তিনি আবার তাকে দেশে রোপন করতে চেয়েছেন। সে তাঁরই হবে। তিনি তার প্রতি দয়া দেখাবেন ও আনন্দের সাথে ঘোষণা করবেন যে সে একমাত্র তাঁরই। সে তাঁর দ্বারাই মনোনীত হয়েছে। ঈশ্বরের জাতি আর কখনও অন্য দেবতাদের পশ্চাতে যাবে না। পরিবর্তে, তারা আনন্দের সাথে ইয়াওয়ের সঙ্গে থাকবে, তারা চিৎকার করে বলছে, সমস্ত জগৎ শুনুক, "তুমিই আমার ঈশ্বর"।

এটি একটি বিস্ময়কর সুসমাচারের শাস্ত্রাংশ। বিবেচনা করুন কিভাবে পিতর মন্ডলীতে এই পদগুলি প্রয়োগ করেছেন:

> *পূর্ব্বে তোমরা "প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হইয়াছ ; দয়াপ্রাপ্ত ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পাইয়াছ*। **১পিতর ২:১০**

পিতর জোর দিয়ে বলছেন যে এই বিষয়গুলি পূর্ণতাসাধিত হয়েছে। কিন্তু তিনি কিভাবে বলতে পারেন যে এই বিষয় সাধিত হয়েছে যখন, পরিষ্কারভাবে, বলা যায় এখনও সাধিত হয়নি? যেহেতু, ঈশ্বরের জাতি এখন পর্য্যন্ত তাদের নিজেদের দেশে পূর্ণ রূপে "রোপিত" হয়নি, ঠিক? এর অন্য একটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নূতন নিয়মের একটি ব্যাখ্যা দেখা প্রয়োজন। নূতন নিয়মের লেখকগণ দাবি করেছেন যে এই প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণতা সাধিত হয়েছে এবং বিদ্যমান। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে হিব্রু শাস্ত্রের লেখক বলছেন যে বিশ্বাসীরা "সিয়োন পর্ব্বত ও জীবন্ত ঈশ্বরের নগরী, স্বর্গীয় যিরূশালেম, অযুত অযুত দূত, স্বর্গে লিখিত প্রথমজাতদের সাধারণ সভার নিকটে উপস্থিত হয়েছে" (ইব্রীয় ১২:২২)। অন্য দিকে, ঈশ্বরের জাতি ইতিমধ্যে তাদের দেশে – স্বর্গীয় যিরূশালেমে রোপিত হয়েছে। আমরা এখন পর্য্যন্ত আমাদের মাংসিক চোখ দ্বারা আমাদের প্রকৃত মাতৃভুমি দেখতে পাই নাই, কিন্তু আমরা এটা আমাদের বিশ্বাসের চোখ দ্বারা দেখতে পাই।

এই পদগুলিতে অন্য প্রতিজ্ঞাগুলিও একই ভাবে সত্য। বিশ্বাসীদের জন্য "পর্ব্বতগণ" থেকে এরই মধ্যে "মিষ্ট দ্রাক্ষারস" ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে। এটাই মহা সফলতা ও সমৃদ্ধির প্রতিচ্ছবি। সফলতা ও সমৃদ্ধি একন যীশু আমাদের জন্য কিছু এনেছেন। কান্না নগরে, তিনি নাটকীয়ভাবে প্রকাশ করলেন যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এই প্রতিজ্ঞগুলির পূর্ণতা সাধন করেছিলেন। তাঁতেই ঈশ্বরের প্রচুর অনুগ্রহ অবাধে প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁতে যে ধন আছে "যে ধনের সন্ধান করা যায় না" (ইফিষীয় ৩:৮)। তাঁতে, ফসলের এত প্রাচুর্য্য আছে যে বীজবাপক ও শস্যছেদক পরস্পর মিলিত হচ্ছে (আমোষ ৯:১৩ ও কিভাবে যীশু যোহন ৪:৩৪-৩৮ পদে এর ব্যাখ্যা দিলেন)। এই গুলি, ভক্তদের জন্য, মহা প্রাচুর্য্যের দিন। তাদের থেকে কিছুই প্রতিরোধ করা হবে না! ঈশ্বর আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্ব্বাদ করেছেন" (ইফিষীয় ১:৩)।

সুসমাচার বিষয়ে, আমরা অবশ্যই জানি, ঈশ্বরের সকল প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাসাধন সম্বন্ধে আনীত হয়েছে (প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩ ও ২করিন্থীয় ১:২০ পদ দেখুন), এখানে একজনের বক্তব্য সংযুক্ত। খ্রীষ্টেতে, সকলই সাধিত হয়েছে। যাহোক, বর্তমান কালে আমরা বিশ্বাসে এই প্রতিজ্ঞাগুলির পূর্ণতাসাধন দেখতে পাচ্ছি। একদিন, এই পূর্ণতাসাধন আমরা স্বচক্ষে দেখব। অন্যভাবে বলা যায়, দ্বিতীয় আগমন বিশ্বাসীদের কাছে "নূতন" কিছুই নিয়ে আসবে না যা তারা ইতিপূর্বে খ্রীষ্টেতে দেখে নাই বা স্বাদ গ্রহণ করে নাই। কেবল বিশ্বাসেই এই বিষয়গুলি আনীত হবে।

আমরা এরই মধ্যে খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর গৌরবময় বিবাহের দিনগুলিতে বাস করছি। তিনি তাঁর বিবাহের দান তাকে দিয়েছেন, এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে তিনি তাঁর বিবাহের শর্ত পূর্ণতা সাধন করতে সমর্থ। সে অন্য প্রেমিকদের পশ্চাতে বিপথে গমণ করবে না, তার সকল আনন্দ খ্রীষ্টেতে।

হোশেয় ৩

অধ্যায় হোশেয়ের কাহিনীতে ও তার বিবাহেতে পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। হোশেয়ের বিবাহেতে ভয়ানক কোন কিছু ঘটেছিল বলে মনে হয়। হোশেয়ের স্ত্রী তার সঙ্গে খুব বেশি দিন বাস করেনি। বস্তুত: এই শাস্ত্রাংশে সে তার স্ত্রী হিসাবে আখ্যায়িত হয়নি। সে "একজন মহিলা হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে যার অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল"। এভাবে গোমরের সাথে হোশেয়ের যে সম্পর্ক ছিল ইস্রায়েলের সাথে ইয়াওয়ের সেইরূপ সম্পর্ক ছিল। হোশেয়ের বিবাহ ইস্রায়েল ও ইয়াওয়ের মধ্যে সম্পর্কের একটি ক্ষুদ্র চিত্র রূপে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পদগুলিতে ইয়াওয়ে হোশেয়কে বলছেন কিভাবে তিনি তার পূর্বের স্ত্রীকে আবার নিজের জন্য গ্রহণ করবেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রচারক বা শিক্ষক গোমরের সাথে হোশেয়ের সম্পর্কের বিষয় উৎসাহিত হবেন না। মূল গ্রন্থ এর উপর প্রচুর পরিমাণে কেন্দ্রীভুত হতে পাঠককে অনুমতি দেয় না, কারণ এখানে খুবই অল্প উল্লেখ করা হয়েছে। হোশেয় ও তার বিবাহকে পশ্চাদপটে রাখতে এটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হোশেয় ও গোমরের মধ্যের সম্পর্ক এই শাস্ত্রাংশের মূল বিষয় নয়। এই শাস্ত্রংশে ইস্রায়েলের সাথে ইয়াওয়ের সম্পর্কই মূল বিষয়। বস্তুত: মূল বিষয় হলো ইস্রায়েলের সাথে ইয়াওয়ের সম্পর্ক ৪-৫ পদের উপর ভিত্তি করে।

হোশেয় ৩

১ পরে সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি পুনশ্চ যাইয়া কান্তের প্রিয়া অথচ ব্যাভিচারিণী এক
স্ত্রীকে প্রেম কর ;[৫৯] যেমন সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণকে প্রেম করেন, যদিও তারা অন্য
দেবগণের প্রতি ফিরিয়া থাকে, এবং দ্রাক্ষাপূপ ভালবাসে।[৬০] ২ তাহাতে আমি পনের রৌপ্য
মুদ্রায় এবং এক হোমর যবে ও অর্দ্ধ হোমর যবে তাহাকে আপনার নিমিত্ত ক্রয় করিলাম।[৬১]

---

৫৯ এই অধ্যায়ে গোমর নাম ব্যবহার করা হয়নি। হোশেয় থেকে তার দুরত্ব জোর দিয়ে প্রকাশ করার কারণে গোমরের নাম ব্যবহার করা হয়নি। এই কারণ তাকে প্রথম পদে "একজন স্ত্রী" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু হোশেয়ের "স্ত্রী" হিসাবে নয়। তার ব্যাভিচারীর বিষয়টি বার বার উল্লেখ হওয়ার কারণে, ইয়াওয়ে ইস্রায়েলকে তাঁর স্ত্রী হিসাবে আর বিবচেনা করলেন না। সে "একজন স্ত্রীলোক"। কিন্তু হোশেয়ের মত ইয়াওয়ে তাকে ক্রয় করলেন ও তার নাম রাখলেন।

৬০ প্রতিমা পূজা সম্পর্কে সতর্ক করা সত্ত্বেও, ইস্রায়েল অন্য দেবতার কাছে আরাধনা পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করল। ইস্রায়েল অন্য দেবতাদের কাছে আরাধনা ও অন্য দেবতাদের আরাধনার বিষয় সংযুক্ত থাকতে ভালবাসত (সম্ভবতঃ দ্রাক্ষাপূপের মত)। দ্রাক্ষাপূপের বিষয়টি উল্লেখ করায় একটি মূল কারণ বর্ণনা করছে যে লোকেরা আধ্যাত্মিক ব্যাভিচারে আসক্ত: তারা ঈশ্বর অপেক্ষা জগতের আরাম আয়েশকে বেশি ভালবেসেছে। এটি হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলে যথার্থ ছিল না। যেহেতু হবা দেখল যে নিষিদ্ধ ফল "সুখাদ্যদায়ক, ও চক্ষুর লোভজনক, ও ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলে বাঞ্চনীয়" (আদি: ৩:৬)। লোকেরা ঈশ্বরের সুখ অপেক্ষা জগতের সুখে বেশি আনন্দিত হয়। দীমা নামে পৌলের একজন সহ-কার্য্যকারী, পৌলকে ও প্রভুর কার্য্যকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল কারণ সে "বর্তমান যুগকে ভালবেসেছিল" (২তীমথিয় ৪:১০)। হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলীয়রা ও পৌলের সময়ে দীমা আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে জগতের সুখের জন্য যারা ঈশ্বরকে ত্যাগ করবে তাদের এরূপ ঘটবে।

৬১ গোমরকে পুনরায় "ভালবাসতে" হোশেয়েকে আদেশ করা হয়েছিল। এটা করতে, হোশেয় তাকে "পনের রৌপ্য মুদ্রায়, এবং এক হোমর যবে ও অর্দ্ধ হোমর যবে ক্রয় করেছিল" (হোশেয় ৩:২)। পাঠক এটা বললেন না কেন হোমরকে ক্রয় করতে হোশেয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। সম্ভবত: কারণ সে হোশেয় কর্তৃক পরিত্যাক্ত হয়েছিল, সে ছিল তখন একজন ক্রীতদাসী এবং তার কর্তার কাছ থেকে তাকে ক্রয় করতে হোশেয়ের প্রয়োজন হয়েছিল। মূল্য নিরূপণ করেই হোশেয় তার জন্য অর্থ পরিশোধ করেছিল, এটি পরিষ্কার যে গোমর খুব বেশি মূল্যবান ছিল না। বাস্তবিক অন্য কেহ গোমরকে চাইত না। হোশেয়ও নিজে তাকে চাইত না। সে গোমরকে "ভালবাসতে" আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিল কারণ ইয়াওয়ে গোমরের সাথে হোশেয়ের সম্পর্ককে ব্যবহার করে ইস্রায়েলের সহিত তাঁর নিজের সম্পর্কের বিষয় অনেক সত্য প্রকাশ করেছিলেন।

৩ আর আমি তাহাকে কহিলাম, 'তুমি অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার নিমিত্ত বসিয়া থাকিবে, ব্যাভিচার করিবে না, ও অন্য পুরুষের স্ত্রী হইবে না; এবং আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিব।'[৬২] ৪ কেননা ইস্রায়েল সন্তানগণ রাজাহীন, অধ্যক্ষহীন, যজ্ঞহীন, স্তম্ভহীন, এফোদ বা ঠাকুরহীন হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে।[৬৩] ৫ পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ফিরিয়া আসিবে,

---

৬২ যখন হোশেয় গোমরকে আবার কিনে নিল, সে তাকে বলল যে সে আর "বেশ্যাবৃত্তি" করতে পারবে না। সে তার সঙ্গেই বাস করবে, কিন্তু, কমপক্ষে কিছু সময়ের জন্য, সে তার সাথে কোন যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে না ("আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিব" এই শব্দগুচ্ছের অর্থ এরূপ হতে পারে)। অতীতে যে সব বিষয় তার সন্তুষ্টি আনায়ন করেছিল সে কোন দ্রব্য ব্যতীত সে সব পরিত্যাগ করবে।

৬৩ গোমরের অস্বাভাবিক সময়ে হোশেয়ের সাথে তার কোন সমান্তরাল সম্পর্ক ছিল না যা ইস্রায়েল ও ইয়াওয়ের সম্পর্কের মধ্যে ঘটবে। ঠিক একই ভাবে হোশেয় গোমরকে ফিরিয়ে আনল, ইয়াওয়ে ইস্রায়েলকে ফিরিয়ে আনল! ঠিক একই ভাবে ঘোষিত সময়ে, যেমন গোমরের সাথে হোশেয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না তদ্রূপ ঐ একই সময়ে ইস্রায়েলের সাথে ইয়াওয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। এই সময় কালে অতীতে যে সব বিষয় তার সন্তুষ্টি আনায়ন করেছিল সে কোন দ্রব্য ব্যতীত সে সব পরিত্যাগ করবে। সবকিছু–রাজাহীন, যজ্ঞহীন, ঠাকুরহীন (এবং, সন্দেহাতীতভাবে, দ্রাক্ষাপূপ) হয়ে তার জন্য বসে থাকবে। সেই সময়ে ইস্রায়েলকেও অতীতের ঐ সকল আরাম আয়েশের মত অস্বাভাবিক বিষয় থেকে পৃথক হওয়ার জন্য বলা হলো, সে তার সান্তনার প্রতিজ্ঞার জন্য প্রত্যাশা করবে ও ইয়াওয়ের প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য অপেক্ষা করবে। নূতন নিয়মে কিছু নির্দিষ্ট লোক (শিমিয়োনের মত) "ইস্রায়েলের সান্তনার অপেক্ষায়" ছিল (লূক ২:২৫)। ইয়াওয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট নয় এমন কিছু ইস্রায়েলীয় লোক অপেক্ষা করছিল। তারা ইয়াওয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল যেমন হোশেয় ৩:৫ পদে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।

আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ও আপনাদের রাজা দায়ূদের অন্বেষণ করিবে,[৬৪]

৬৪ স্মরণ করুন "তাদের রাজা দায়ূদের" নেতৃত্বের সঙ্গে কিভাবে তাদের সংযুক্ত করে দিলেন। অর্থাৎ ইয়াওয়ের প্রতিজ্ঞায় ইস্রায়েলকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে এমন একজন বিশেষ রাজাকে সংযুক্ত করবেন যিনি দায়ূদের সাথে সংযুক্ত। এটি এই অর্থ করে না যে সেই দায়ূদ যিনি গলিয়তকে হত্যা করেছিলেন তিনি আবার ইস্রায়েলে রাজত্ব করবার জন্য উঠবেন। বরং, এটি "দায়ূদের পুত্রের" প্রতি নির্দেশ করছে যার বিষয় প্রথমে ২শমুয়েল ৭:১-১৭ পদে বর্ণনা করা হয়েছিল শেষে তিনিই ক্ষমতায় আসছেন। এই পদের একটি ভাবার্থ এই যে ঈশ্বরের চাহিদা মত তাঁর অভিষিক্ত রাজা–যীশু, দায়ূদের প্রকৃত সন্তান আসছেন। একই সাথে লোকেরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে, যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করতে পারে না। তিনিই দায়ূদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী (মথি ১:১ ও লূক ১:২৬-৩৩)। এখন হোশেয় দ্বিতীয় বার ঈশ্বরের জাতির ভবিষ্যৎ রাজার বিষয় উল্লেখ করছেন। হোমেয় ১:১১ পদ পড়ুন, "আপনাদের উপরে একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবে"। এই পদ এই নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে "একজন অধ্যক্ষ" একই ব্যক্তি হবেন যাকে হোশেয় ৩:৫ পদে "তাদের রাজা দায়ূদ" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এবং উত্তরকালে সভয়ে সদাপ্রভুর ও তাঁহার মঙ্গল-ভাবের আশ্রয় লইবে।[৬৫]

---

৬৫ উত্তরকালে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণতাসাধিত হয়েছিল। এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে হোশেয়ের দিনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরকাল স্বরূপ সময়ের বর্ণনা করার অর্থ এই নয় যে এটা ভবিষ্যৎ কালের সময় বলতে বর্তমান যারা এই বাক্যগুলি পড়ছে তাদের প্রতি প্রযোজ্য। যদিও এমনকি এই "উত্তরকাল" বলতে হোশেয়ের কাছে ভবিষ্যতের বিষয় বলা হয়েছিল, তবে তা দীর্ঘ ভবিষ্যতের বিষয় নয়। "উত্তরকাল", এবং ঘটনাগুলি যা উত্তরকালে সংঘটিত হচ্ছিল, যা ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে!

সময় সম্পর্কে অন্যান্য শাস্ত্রাংশগুলিতে একই বাক্য বর্ণনা করা হয়েছে যখন ইস্রায়েল পাপ থেকে মুক্ত হবে ও ইয়াওয়ের প্রতি বাধ্যতার এক নূতন অধ্যায় শুরু হবে (উদাহরণ স্বরূপ, দ্বি:বি: ৪:৩০, যিশাইয় ২:২, ও মীখা ৪:১ পদ দেখুন)। হোশেয় ৩:৫ পদের বাক্যগুলি গৌরবময় ঘটনা সম্পর্কে যা "উত্তরকাল" এ সংঘটিত হবে,যে **উত্তরকাল** প্রকৃত ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে আসবে ও তাদের মধ্যে মহা প্রত্যাশার সৃষ্টি করবে।এটি মনে হয় এই বিষয়ই হবে। নূতন নিয়মে কখনও কখনও বিশ্বস্ত লোকদের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে তারা সেই দিনের জন্য "অপেক্ষা" করছে যখন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ণতা সাধিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, বলা যায় লূক দুই জন প্রাচীনের বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন যারা যীশুর জন্মের পর তাঁকে অল্প সময়ের জন্য মন্দিরে দেখতে পেয়েছিল। লূকের বর্ণনায় শিমোন নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি "ইস্রায়েলের সান্তনার **অপেক্ষায়**ছিলেন" (লূক ২:২৫ পদ দেখুন)। লূকের বর্ণনায় হান্না যীশু সম্পর্কে বলছেন "যত লোক যিরূশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে যীশুর কথা বলিতে লাগিলেন" (লূক ২:৩৮)। শিমোন ও হান্না দুইজন সদস্য যারা বিশ্বস্তলোকদের একটি ক্ষুদ্র অংশের কাছে এই বিষয় বলতে পেরেছিলেন যারা সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন যখন ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাসাধন করবেন। অরিমাথিয়ার যোষেফ ছিলেন এই ক্ষুদ্র অংশের লোক যারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা সাধনের অপেক্ষা করছিলেন (মার্ক ১৫:৪৩ পদ দেখুন। তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে, যখন এই লোকেরা যীশুর সন্মুখিন হলো, তারা স্বীকার করল যে তিনিই এই সকল প্রতিজ্ঞা পূর্ণতাসাধনের কেন্দ্রবিন্দু! অন্য দিকে, **উত্তর কাল** শুরু হলো যখন যীশু জন্ম গ্রহণ করলেন। অর্থ এই যে **উত্তর কাল** আর ভবিষ্যতের বিষয় নয়। এই প্রতিজ্ঞাগুলি আজ পূর্ণতাসাধিত হয়েছে! বিশ্বাসীগণ এখন উত্তর কালে বাস করছে (উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিত: ২:১৭ ও ইব্রীয় ১:২ পদ দেখুন)। ইস্রায়েল সন্তানদের এই প্রতিজ্ঞার প্রারম্ভিক পূর্ণতা **তাদের রাজা দায়ূদে** সাধিত হয়েছে এবং ইয়াওয়ের এই মঙ্গলভাব শুরু হয়েছিল যখন যীশু বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন। লোকেরা, এক জন দুই জন করে, "দায়ূদের নূতন পুত্রের" কাছে আসতে লাগল (মথি ১:১, ৯:২৭, ২০:৩০)। যীশুর পুনরুত্থানের পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সেই ৩০০০ জন, পঞ্চাশত্তমী দিনে "তাদের রাজা দায়ূদের" কাছে এসেছিল। যদিও তখন যীশু স্বর্গারোহন করেছিলেন, তাদের রাজার বিষয় লোকেরা চিন্তা করেছিল যিনি সপরাক্রমে শাসন করেছিলেন (রোমীয় ১:৪)। অতএব, যদি আপনি প্রথম শতাব্দির খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে জিজ্ঞাসা করেন কখন হোশেয়ের এই ভাববানী পূর্ণতাসাধিত হবে এবং কখন ঈশ্বরের লোকেরা তাদের রাজা দায়ূদের ও ইয়াওয়ের মঙ্গলভাবের কাছে ফিরে আসবে, এই লোকটি হয়ত এমন কিছু বলবে, "আমরা ইতিমধ্যে দায়ুদের কাছে ফিরে এসেছি! তিনি এখন শাসন করছেন এবং এখন আমরা তাঁকে অনুসরণ করছি। আজ আমরা তাঁর মঙ্গলভাব আস্বাদন করছি।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পৌল লিখলেন যে "যিনি আমাদিগকে সমস্ত আত্মিক আশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন (ইফিষীয় ১:৩)। পৌল ভবিষ্যতের কোন এক সময় ঈশ্বরের মঙ্গলভাব আসার বিষয় অপেক্ষা করেননি। তিনি বললেন যে তিনি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ করেছেন।

যেহেতু হোশেয়ের ভাববাণী প্রারম্ভিকভাবে যিহূদী জাতির প্রতি উল্লেখিত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু নূতন নিয়ম আমাদের এভাবে এই শাস্ত্রাংশ ব্যাখ্যা করতে অনুমতি দেয় না। যিহূদী ও পরজাতীয়রা এখন ঈশ্বরের জাতির অংশ যারা তাদের রাজা দায়ূদের অধীনে জীবন যাপন করছে। সমুদয় নূতন নিয়মে, পরজাতীয়দের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে, বিশ্বাসে, ইস্রায়েল সন্তানদের সাথে "কলম" রূপে লাগানো হয়েছে। অন্য কোন ভাবে, ইস্রায়েলের স্থানে পরজাতীয়দের পুন:স্থাপন করা হয়নি। তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের অলৌকিক কার্য্য, প্রকৃত ইস্রায়েল–যীশুর মাধ্যমে তাদের যুক্ত করা হয়েছে। তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে, ইস্রায়েলের প্রতিজ্ঞার গ্রাহক হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞাগুলি হলো, যা আমরা অনেক পূর্বেই স্মরণ করেছি, যীশুতে পূর্ণতাসাধিত হয়েছে (প্রেরিত ১৩:৩২-৩৩ ও গালাতীয় ৩:৭-৯, ২৬-২৯)।

হোশেয় ৪-৫

আদালত কক্ষ থেকে দেখা দৃশ্য হলো হোশেয় ৪ অধ্যায়। ইয়াওয়ে ইস্রায়েল লোকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ন করেছেন। তিনি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত লোক অপেক্ষাও অধিক। তিনি আইন-অনুসারে বিচারিক ক্ষমতাপন্ন প্রতিনিধি। তিনি একজন বিচারকও। যেহেতু হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েল লোকদের বিরুদ্ধে ইয়াওয়ে অভিযোগ আনায়ন করেছিলেন, সকল মানুষেরই এখানে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক, কারণ ঈশরের কোন পরিবর্তন নেই। কারণ "দেশে সত্য নাই, দয়া নাই, ঈশ্বরীয় জ্ঞানও নাই", ঠিক এই একই অবস্থা বর্তমান কালের লোকদের বিষয়ে সত্য। আমরা, হোশেয়ের সময়ের লোকদের মত, আমাদের "ঈশ্বরের বাক্য শুনা প্রয়োজন"। মনোযোগী প্রচারক বা শিক্ষক হোশেয়ের সময়ে যা ঘটেছিল তা লোকদের বুঝিয়ে নিশ্চিত করবে এবং এভাবে প্রয়োগ করবে যে বর্তমান লোকেরা অবশ্যই ইয়াওয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে।

হোশেয় ৫ অধ্যায়ে, ইয়াওয়ে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ আনায়ন অব্যহত রেখেছেন। ইস্রায়েল ও যিহূদা অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তা ছাড়া, ইয়াওয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন, "আমি, আমিই বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যাইব; আমি লইয়া যাইব, কেহ উদ্ধার করিবে না"। এইগুলি ভয়ংকর বাক্য, আমরা হোশেয়ের সর্বত্র দেখতে পেয়েছি। যাহোক, পাঁচ অধ্যায় আশাপূর্ণ ভাবে শেষ হয়েছে। ইয়াওয়ে দৃঢ়ভাবে বললেন, "আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব, **যে পর্য্যন্ত** তাহারা দোষ স্বীকার না করে, ও আমার শ্রীমুখের অন্বেষণ না করে; সঙ্কটের সময়ে তাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে।"**যে পর্য্যন্ত** শব্দটি নির্দেশ করছে যে সকলই চিরতরে হারিয়ে যাবে না। লোকদের অনুতাপের জন্য ইয়াওয়ে অপেক্ষা করবেন। হোশেয় ৫ অধ্যায়ের শেষে আশান্বিত বাক্য হোশেয় ৬ অধ্যায়ের শুরুতে দেখতে পাওয়া গৌরবযুক্ত বাক্যের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে।

প্রচারক বা শিক্ষকের হোশেয়ের অন্য অধ্যায়গুলি লোকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে হোশেয় ও তার বংশধরদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় ভাববাণী কি ছিল যা আজকের পাঠকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় ভাববাণী রূপে অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ নয়। প্রচারক বা শিক্ষকের সর্বদাই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা প্রয়োজন তা হতেপারে সাধিত হয়েছে বা সাধিত হয়নি, সাধিত হওয়ার প্রকৃয়ায় আছে। এটি মনে রাখার সর্বোত্তম উপায় হলো এটি অধ্যায়ন করা যে নূতন নিয়মের শাস্ত্রাংশগুলি প্রেরিতগণ কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

হোশেয়৪[৬৬]

১

হে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শুন;
কেননা দেশনিবাসীদের সহিত[৬৭] সদাপ্রভুর বিবাদ আছে,[৬৮]

---

৬৬ ভবিষ্যতে ঈশ্বরের লোকদের জন্য পুন:স্থাপনের সুন্দর প্রতিজ্ঞা হোশেয় ৩ অধ্যায়ে সংযুক্ত রয়েছে। (এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে হোশেয় ৩ অধ্যায়ের প্রতিজ্ঞা হলো হোশেয়ের সময়ের ভবিষ্যতের লোকদের জন্য। এটা এই অর্থ করে না যে এই ভবিষ্যতের বিষয় বর্তমান কালের লোকদের জন্য। হোশেয় ৩ অধ্যায়ের প্রতিজ্ঞা পূর্ণতাসাধিত হয়েছে এবং বর্তমানে খ্রীষ্টেতে পূর্ণতাসাধিত হচ্ছে।) যাহোক, হোশেয় ৩ অধ্যায় থেকে সুন্দর ভাববাণী হোশেয় ৪ অধ্যায়ে চলমান নেই। হোশেয় ৪ অধ্যায় ঈশ্বরের লোকদের জন্য ভয়ংকর ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা আছে। স্মরণ করুন, হ্যাঁ-সূচক ও না-সূচক ভাববাণীর মধ্যে এই সুইসিং এর ধরণ ভাববাদীক সাহিত্যের সাধারণ বিষয়। লেখক পাঠককে বলেননি কখন তারাহাঁ-সূচক ও না-সূচক ভাববাণীর মধ্যে এই সুইসিংকরবে। যা ব্যবহৃত হয়েছে এই বাক্যগুলির উপর ভিত্তি করে পাঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

৬৭ এক পদে "বিবাদ" শব্দটি মাঝে মাঝে লোকদের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি একটি আইনসিদ্ধ বিষয় (অভিযোগ দায়েরের মত) বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হতে পারে। এখানে, এটি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আনীত ইয়াওয়ের আইনসিদ্ধ বিষয় বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যটি ৪ পদেও (একটি ভিন্ন আকারে) ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক দোষের দ্বারা ইয়াওয়ে "ইস্রায়েল সন্তানদের" দোষি করছেন। দোষগুলি ১-২ পদে লিখিত আছে। সকল মানুষেরই এখানে ইয়াওয়ের আইনসিদ্ধ অভিযোগগুলি মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা প্রয়োজন, কারণ সকল মানুষই এই একই অপরাধে অভিযুক্ত (রোমীয় ৩:৯-১৮, ২৩ পদ দেখুন)।

৬৮ দেখুন, ইয়াওয়ে এখানে "তাঁর সন্তান" রূপে লোকদের বর্ণনা করেননি। তিনি কেবল এই কথা বলেছেন "দেশের লোক"। দুরসম্পর্কীয় রূপে ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিষয় উল্লেখ করে ইয়াওয়ে ও লোকদের মধ্যে সম্পর্ক ভঙ্গের বিষয় বর্ণনা করেছেন। এই দুরসম্পর্কীয় রূপে উল্লেখিত লোকেরা হোশেয় ২:২ পদে "তোমার মাতা" রূপে আখ্যায়িত ইস্রায়েল জাতির সদৃশ এবং হোশেয় ৩:১ পদে গোমর "একজন নারী" রূপে আখ্যায়িত।

কারণ দেশে সত্য নাই, দয়া নাই,
ঈশ্বরীয় জ্ঞানও নাই।[৬৯]

২

শপথ, মিথ্যাবাক্য, নরহত্যা, চুরি ও ব্যাভিচার চলিতেছে,[৭০]
লোকেরা অত্যাচার করে, এবং রক্তপাতের উপরে রক্তপাত হয়

---

৬৯ লোকদের বিরুদ্ধে ইয়াওয়ের "অভিযোগ" হলো সেখানে সমুদয় দেশের মধ্যে কোন **সত্য** বা **দয়া** বা **ঈশ্বরীয় জ্ঞান** নেই। এটি এই অর্থ করে না যে দেশে কোন বিশ্বস্ত লোক ছিল না (যেহেতু, হোশেয় সেই দেশেই বাস করতেন!)। সেখানে সর্বদাই বিশ্বস্ত লোকদের **একটি ক্ষুদ্র** অংশ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, এলিয়ের সময়ে, এলিয় মনে করেছিলেন তিনি একা আছেন। তিনি অভিযোগ করে বললেন যে ইয়াওয়ের অনুসরণ করে এমন এর একজনও নেই। কিন্তু ইয়াওয়ে তাকে সংশোধন করলেন, তাকে বললেন "কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে আমি আপনার জন্য সাত সহস্র লোককে অবশিষ্ট রাখিব, সেই সকলের জানু বালের সন্মুখে পাতিত হয় নাই, ও সেই সকলের মুখ তাহাকে চুম্বন করে নাই" (১রাজাবলি ১৯:১৮ পদ দেখুন)। যাহোক, লোকদের একটি বিরাট অংশ ইয়াওয়ের আরাধনা করত না। এই ধারণায় বলা যায় সেখানে ইয়াওয়ের প্রতি "কোন বিশ্বস্ত" লোক ছিল না। ইস্রায়েল লোকদের হৃষ্টচিত্তে ইয়াওয়ের বাধ্যতায় তাঁর আদেশ পালন করে চলা উচিত ছিল। লোকদের ঈশ্বরের সাদৃশ্য প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক ছিল (আদিপুস্তক ১:২৬-২৮)। তার পরিবর্তে, ২ পদের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তারা দেবতাদের সাদৃশ্য প্রতিফলিত করল ও তাদের আরাধনা করল। এই কারণ এই কথা বলা হয়েছে যে তাদের কোন ঈশ্বরীয় জ্ঞান ছিল না, এটি এই অর্থ করে না যে ইস্রায়েল লোকেরা ঈশ্বর সম্পর্কে কিছুই জানত না। তারা তাঁর সম্পর্কে কিছু জানত। যাহোক, তারা যথার্থ রূপে তাঁকে জানত না। যেমন প্রেরিত যোহন লিখেছিলেন, "আমরা যদি বলি যে, তাঁহার সহিত আমাদের সহভাগিতা আছে, আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না" (১যোহন ১:৬)। বর্তমান লোকদের জন্য এই একই বিপদ রয়েছে। লোকেরা স্বীকার করে যে, তারা ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কার্য্যে তাঁকে অস্বীকার করে (তীত ১:১৬ পদ দেখুন)।

৭০ এই সকল "অপরাধগুলি" দশআজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে (যাত্রা: ২০:১-১৭)। হোশেয় প্রায়ই মোশির লিখিত দলিল থেকে উল্লেখ করেছেন কেননা মোশি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেছিলেন যেন ইস্রায়েল বাঁচে।

৩
এই জন্য দেশ শোকাকুল হইবে,

এবং মাঠের পশু ও আকাশের পক্ষীশুদ্ধ
দেশনিবাসীগণ সকলে ম্লান হইবে,
আর সমুদ্রের মৎস্যদেরও সংহার হইবে।[৭১]
৪
তথাপি কেহ বিবাদ না করুক,
ও কেহ অনুযোগ না কুরুক;
কারণ তোমার জাতি যাজকের সহিত বিবাদকারী লোকদের তুল্য।[৭২]

---

৭১ আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের সৃষ্টির সাথে এটি তুলনা করুন। যদি সৃষ্টির বিষয় বিপরীত ভাবে বর্ণনা করা হতো। তাহলে সব কিছুর সমৃদ্ধির পরিবর্তে, সবকিছুই "ম্লান" হয়ে যেত। পশুগুলি, মানুষের মত "নিয়ে যাওয়া হলো"। যেহেতু বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড রূপে ঈশ্বর একটি স্থান প্রস্তুত করলেন যেখানে তিনি পুজিত হবেন, এটাই নূতন সৃষ্টি। সব কিছুই পৃথক! দ্বিতীয় বিবরণে, মোশি অনেক অভিশাপের কথা বর্ণনা করেছিলেন যদি ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরকে অমান্য করে ও অন্য দেবতার আরাধনা করে তবে সেগুলি তাদের উপরে আসবে (দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৫-৩৩)। সব বিষয়গুলি দ্বিতীয় বিবরণে বর্ণনা করা হয়েছিল যা এখন ঘটছে। যা ছিল অদ্ভুত, বস্তুত: ইস্রায়েল দেশে ঈশ্বর থেকে অনুগ্রহ ম্লান হয়েছিল। এই সতর্কবাণী ঘোষণা করা হয়েছিল যে তাদের অনুতাপ করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত: ঈশ্বর থেকে এই সদয় সতর্ক বাণী কেহই মনোযোগ করল না।

ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয়ভাবে, এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও সৃষ্টির বাকী অংশের প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে সংযুক্ত। মানুষের অভিশপ্ত অবস্থার কারণে সৃষ্টির বাকী অংশ ম্লান হয়ে পড়েছে। প্রথম আদম নষ্ট হওয়ার কারণে সমস্ত সৃষ্টির উপর ধ্বংস আনীত হয়েছে। শেষ আদম (যীশু)– সৃষ্টির বাকী অংশ সহ সব কিছু যথার্থ করে তৈরী করেছেন এবং যথার্থরূপে তৈরী করবেন। হোশেয়ের এই পদ গীতসংহিতা ৮:৬-৮ পদের সাথে তুলনা করুন। হোশেয়েতে এই পদে, সকল সৃষ্টি বিশৃঙ্খল। যাহোক, গীত: ৮ অধ্যায়ে, সবকিছু সুশৃঙ্খল। এটি সুশৃঙ্খল এই কারণে যে এই গীত খ্রীষ্টের ভাববাণী বিষয়ক এবং সমস্ত জিনিসের প্রতি তাঁর মাধ্যমে স্বচ্ছন্দতা আসছে। তিনিই "শেষ আদম" যাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের সাদৃশ্য যথার্থভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। এরূপে খ্রীষ্টের মাধ্যমে (এবং যারা "তাঁহাতে" আছে), সমস্ত সৃষ্টি এর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে মুক্ত হবে (রোমীয় ৮ অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল এই বিষয়ে সতর্কতার সাথে মনোযোগী হয়েছেন)। লোকদের মন্দ অবস্থা ও বাকী অংশের ম্লান হওয়া এই দুইয়ের মধ্যে সংযুক্ত হওয়ায় হোশেয়েতে এই শাস্ত্রাংশ ব্যতীত অন্য শাস্ত্রাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,আদিপুস্তক ৬:১১-১৭, দ্বিতীয় বিবরণ ২৮-৩২, যিশাইয় ২৪:৪-৬, ও যিরমিয় ১৪ অধ্যায় দেখুন।

৭২ এই পদে, এটা প্রতীয়মান হয় যে যাজক, একজন যিনি প্রতিরোধ করার উদ্দেশে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্য দিয়ে গেলেন। ইয়াওয়ে যাজকদের বললেন যে তাদের কথা বলার কোন অধিকার নেই কারণ ইয়াওয়ে তাদের বিরুদ্ধে।

৫
আর তুমি দিবসে উছোট খাইবে,
ও ভাববাদী[৭৩] রাত্রিকালে তোমার সহিত উছোট খাইবে,
এবং আমি তোমার মাতাকে বিনাশ করিব।[৭৪]
৬
জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে;[৭৫]
তুমি ত জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ,

---

৭৩ এখানে ভাক্ত ভাববাদীদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যাদের ইস্রায়েলীয়রা ভালবাসত। এরূপে, ইস্রায়েল জাতির মধ্যে দুটি "পবিত্র" দল ছিল (যাজকগণ ও ভাববাদীগণ) যারা একসঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। এই দুটি "পবিত্র" দল কখনও ইয়াওয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে নাই। তারা উভয়েই অবাধ্য। তাদের উভয়েই বাকী লোকদের সঙ্গে বিচারের অপেক্ষায় আছে।

৭৪ "তোমার মাতা" বলতে সমস্ত জাতিকে নির্দেশ করছে (হোশেয় ২:২ পদ দেখুন)।

৭৫ এখানে সাধারণভাবে জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি (যেমন, বিজ্ঞান, কলাকৌশল, সাহিত্য, জগতের ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান)। এটি ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় উল্লেখ করছে (১পদ দেখুন)। ১শমূয়েল ২:১২।

এই জন্য আমিও তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আর আমার যাজক থাকিবে না;
তুমি আপন ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ, আমিও তোমার সন্তানগণকে ভুলিয়া যাইব।

৭
তাহারা যত অধিক বৃদ্ধি পাইত,[৭৬]
আমার বিরুদ্ধে তত অধিক পাপ করিত;
আমি তাহাদের সম্মান অপমানে পরিণত করিব।

৮
আমার প্রজাদের পাপ ইহাদের উপজীবিকা,
আর ইহারা তাহাদের অপরাধে মন আসক্ত করে।

৯
ঘটিবে এই, যেমন প্রজা তেমনি যাজক;
আমি তাহাদিগকে প্রত্যেকের পথানুযায়ী দন্ড দিব,
ও প্রত্যেকের কার্য্যের প্রতিফল দিব।

১০
তাহারা ভোজন করিবে, অথচ তৃপ্ত হইবে না;
ব্যভিচার করিবে, অথচ বহুবংশ হইবে না;
কেননা তাহারা সদাপ্রভুর প্রতি অবধান ত্যাগ করিয়াছে।

১১
ব্যভিচার, মদ্য, ও নূতন দ্রাক্ষারস,
এই সকল বুদ্ধি হরণ করে।

১২
আমার প্রজাগণ আপনাদের কাষ্ঠখন্ডের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে,
ও তাহাদের যষ্টি তাহাদিগকে সংবাদ দেয়;
কারণ ব্যভিচারের আত্মা তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়াছে,
আর তাহারা আপন ঈশ্বরের অধীনতা ছাড়িয়া ব্যভিচার করিতেছে।

১৩
তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে যজ্ঞ করে,
এবং উপপর্ব্বতের উপরে অলোন, লিব্‌নী
ও এলা বৃক্ষের তলে ধূপ জ্বালায়,
কেননা তাহার ছায়া উত্তম।
এই জন্য তোমাদের কন্যাগণ বেশ্যা হয়,
ও তোমাদের পুত্রবধুগণ ব্যভিচার করে।

১৪
তোমাদের কন্যারা বেশ্যা হইলে এবং
পুত্রবধূগণ ব্যভিচার করিলে আমি তাহাদের দন্ড দিব না,
কেননা লোকে আপনারাও বেশ্যাদের সহিত গুপ্ত স্থানে যায়,
ও গণিকাদের সহিত যজ্ঞ করে;
এই নির্ব্বোধ জাতি নিপাতিত হইবে।

১৫
হে ইস্রায়েল, তুমি যদ্যপি ব্যভিচারী হও,

---

৭৬ আদি থেকেই, ঈশ্বরের লোকদের, বলা হয়েছিল তোমরা "প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও"। ঈশ্বরের লোকেরাই সমুদয় পৃথিবীতে ঈশ্বরের সাদৃশ্য আনায়ন করেছিল (আদিপুস্তক ১:২৬-২৮)। ইস্রায়েল লোকেরা দুষ্টতায় ফলবান হয়েছিল ও তাদের মন্দতায় বহুবংশ হয়েছিল।

তথাপি যিহূদা দন্ডনীয় না হউক;[৭৭]
হাঁ, তোমরা গিল্‌গলে পদার্পণ করিও না,
বৈৎ-আবনে উপস্থিত হইও না,[৭৮]
এবং 'জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য' বলিয়া শপথ করিও না।[৭৯]

---

৭৭ মোশির সময় থেকে শলোমনের (দায়ূদের পুত্র) সময় পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের জাতি একটি জাতি রূপে একতাবদ্ধ ছিল। যাহোক, দায়ূদের বংশধর রহবিয়ামের সময় একটি জাতি রূপে ইস্রায়েল ভেঙ্গে দুই জাতিতে বিভক্ত হলো। ইস্রায়েল ও যিহূদা। যিহূদা অবস্থান ছিল দক্ষিণাংশে। ইস্রায়েলের অবস্থান ছিল উত্তরাংশে। এই পদে যিহূদার প্রতি সতর্কবাণী বলা হয়েছে। তারা অবশ্যই ইস্রায়েলে যাবে না এবং সেখানকার স্বর্ণময় গো-বৎসের পূজা করবে না। যিহূদার প্রতি বলা এটা হোশেয়ের জন্য স্বাভাবিক বিষয় ছিল। যদিও এমনকি তিনি প্রাথমিকভাবে উত্তরাংশে ইস্রায়েলের প্রতি তার বাক্য উপস্থাপন করেছিলেন, হোশেয় প্রত্যাশা করেছিলেন যিহূদা তার কথা শুনবে ও তার বাক্য পালন করবে।

৭৮ ইস্রায়েলে বৈৎ-আবন নামে একটি নগর ছিল (যিহোশূয় ৭:২, ১৮:১২, ১শমূয়েল ১৩:৫, ও ১৪:২৩)। **যাহোক, এই পদ প্রকৃত পক্ষে বৈৎ-আবন নগরকে নির্দেশ করছে না। বরং এটি বৈথেল নগরকে বিদ্রূপ করে নির্দেশ করছে।** বৈথেল অর্থ **"ঈশ্বরের গৃহ"** (হিব্রুতে, "বৈথ" = "গৃহ" ও "এল" = "ঈশ্বর")। বৈথেল এক সময়, এমন একটি জায়গা ছিল, যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর আরাধনা করতে ও তাঁর অন্বেষণ করতে যেত। বাস্তবিক এই জায়গাতেই লোকেরা আরাধনা করত। এই স্থানটি সেই স্থান যেখানে যাকোব স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে একটি সিঁড়ি স্থাপিত দেখেছিলেন। এই কারণেই যাকোব এই স্থানের নাম দিয়েছিলেন ঈশ্বরের গৃহ (আদি: ২৮:১০-২২)। কিন্তু যারবিয়ম, ইস্রায়েল জাতি যিহূদা ও ইস্রায়েল দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর ইস্রায়েলের রাজা হলেন, তিনি যাকোবের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন না। তিনি বৈথেলের ঈশ্বরের আরাধনা করতেন না। তার পরিবর্তে, তিনি সেখানে স্বর্ণময় গোবৎস নির্ম্মাণ করলেন। তিনি তার নিজের যাজকত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং নিজে ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন (১রাজাবলি ১২:২৯-৩২)। ইস্রায়েল তাদের স্বর্ণময় গোবৎসের প্রতি ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে লাগল (একটি উত্তরাঞ্চলে দানে রাখলেন)।

বৈথেল ইস্রায়েলের কাছে মহা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা একে "রাজার পূণ্যধাম" রূপে মনে করবে (আমায ৭:১৩ পদ দেখুন)। ইয়াওয়ে বারংবার তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে ইস্রায়েলকে প্রতিমা-পূজা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, কিন্তু ইস্রায়েল অনুতপ্ত হয়নি। বৈথেলে প্রতিমা-পূজার স্থান নির্ধারিত হওয়ার কারণে ইয়াওয়ে এই পদে বৈথেলকে বৈৎ-আবন বলেছেন ("বৈথ" = "গৃহ" ও "আবন" = "প্রতিমা-পূজা")। বৈথেল আর ঈশ্বরের গৃহ থাকল না। এটা এখন প্রতিমা-পূজার গৃহ। বৈথেলের এই নাম আরও হোশেয় ৫:৮ ও ১০:৫ পদে ব্যবহার করা হয়েছে)।

৭৯ ইস্রায়েলকে অনুকরণ না করতে যিহূদাকে সতর্ক করা হলো। "যেমন ইয়াওয়ে বাস করেন..." ইস্রায়েল এমন ভান করত যেন তারা ইয়াওয়ের আরাধনা করছে। সেই কারণ, তাদের হৃদয়তাঁর থেকে অনেক দুরে ছিল। তারা অনর্থক তাঁর নাম ব্যবহার করত (যাত্রা: ২০:৭)। হোশেয় যিহূদার লোকদেরকে ইস্রায়েল থেকে তাদের পৃথক থাকতে বললেন।

১৬
কারণ স্বেচ্ছাচারিণী গাভীর ন্যায়
ইস্রায়েল স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে;[৮০]
এখন প্রশস্ত ময়দানে যেমন মেষশাবককে,
তেমনি সদাপ্রভু তাহাদিগকে চরাইবেন।

৮০ এটা একটি উপমা। কথা বলার এই কাব্যিক ভঙ্গিতে ইস্রায়েলকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে, ইস্রায়েলকে স্বেচ্ছাচারিণী গাভীরসাথে তুলনা করা হয়েছে যে সে উত্তম ময়দানে চরতে পারেনা। যদিও এমনকি ইস্রায়েলের জন্য ইয়াওয়ের উত্তম ময়দান আছে, কিন্তু তারা সেখানে চরতে অস্বীকার করেছে।

ভাববাদীগণ ভাববাদী গ্রন্থে উপমা ব্যবহার করে থাকেন। লোকদের কঠিন স্বভাবের হৃদয় দত্ত হয়েছিল, ভারী উপমা ব্যবহার করলেও তারা অবাক হতো না। যখন লোকেরা "স্বাভাবিক" বক্তব্যে "স্বাভাবিক" শব্দ শুনতে চাইবে না, সৃভবত: তখন তারা "অধিকতর উচ্চ বক্তব্য" শুনতে চাইবে (উপমা ও কবিতার মত)। উপমার এমন একটি বিষয় আছে যা হৃদয়কে চুর্ণ করে ও পাপ প্রকাশ করে। উত্তর দেওয়ার প্রকৃয়াকে উত্তেজিত করে।

১৭
ইফ্রয়িম[৮১] প্রতিমাগণে আসক্ত;
তাহাকে থাকিতে দেও।[৮২]
১৮
তাহাদের মদ্যপান শেষ হইলে তাহারা অবিরত বেশ্যাগমন করে;
তাহার ঢালেরা[৮৩] অপমান অতিশয় ভালবাসে।
১৯
বায়ূ আপন পক্ষদ্বয়ে সেই জাতিকে তুলিয়াছে,

---

৮১ ইফ্রয়িম ইস্রায়েলের এক বংশের নাম। ইফ্রয়িমের অবস্থান হলো ইস্রায়েলের উত্তরাংশের সবচেয়ে বৃহত্তম অঞ্চলে, মাঝে মাঝে কবিতাতে ইফ্রয়িম নামটি ইস্রায়েল জাতি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে (যিশাইয় ৭:২, ৭:১৭, ১১:১৩ ও যিরমিয় ৩১:১৮)। হোশেয় পুস্তকে ইফ্রয়িম নামটি ৩৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এই ইফ্রয়িম নামটি এ ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যে অন্য বিষয় আছে, এটা প্রকাশ করছে যে হোশেয় ভাববাদী নির্দিষ্টভাবে ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের উপর কেন্দ্রীভূত করেছেন।

৮২ ব্যক্তিগতভাবে ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ ও যিহূদাকে ইস্রায়েলের সাথে মিলিত না হতে আহ্বান করা হয়েছে। আবার, হোশেয় তার বাক্য শুনতে ও বিশ্বাসে উত্তর দিতে লোকদের আহ্বান জানাচ্ছেন।

৮৩ হোশেয় ৪ অধ্যায়ে যাজকগণ, ভাববাদীগণ, ও শাসকগণ সকলেই দোষী সাব্যস্ত।

হোশেয় ৫

১
হে যাজকগণ, এই কথা শুন;
হে ইস্রায়েল-কুল, অবধান কর;
হে রাজকুল, কর্ণপাত কর,
কারণ তোমাদেরই বিচার হইতেছে;
কেননা তোমরা মিস্পাতে ফাঁদস্বরূপ
ও তাবোরে বিস্তৃত জালস্বরূপ হইয়াছ।
২
অত্যাচারীরা হত্যাকার্য্যে গভীরে নামিয়াছে,
কিন্তু আমি তাহাদের সকলকে শাস্তি দিব।[৮৪]
৩
আমি ইফ্রয়িমকে জানি,
ইস্রায়েলও আমার অগোচর নয়;

---

৮৪ ১-২ পদ পরস্পর সংযুক্ত ও সতর্কতার সাথে একটি নমূনাতে সাজানো হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই নমূনা ESV তে দেখতে পাওয়া যায় না (এবং অন্যান্য জনপ্রিয় অনুবাদ CSB, NET, NIV সংযুক্ত) কারণ এই প্রকৃয়াতে ২পদের প্রথম অর্ধেক ESV অনুবাদ করা হয়েছে। নীচের ব্যাখ্যাটি ESV(বা CSB, NET, NIV) অনুসরণ করে না।
এই পদগুলির মধ্যে নমূনাটি তিনটি দলে ব্যবহৃত হচ্ছে (এই তিনটির একটি নমূনা ৮ পদেও দেখতে পাওয়া যায়)। এই পদগুলিতে, তিনটি বিষয়কে উল্লেখ করছে এবং তখন ঈশ্বর কর্তৃক একটি ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটি দুটি ভিন্ন সময়ে ঘটেছে। প্রথমে, তিনটি ভিন্ন ভিন্ন **শ্রোতাদের** বলা হচ্ছে: (১) যাজকগণ, (২) ইস্রায়েল কুল, (৩) রাজকুল। এই তিন ধরণের শ্রোতাদের বলার পর, ঈশ্বর কর্তৃক একটি ঘোষণা প্রেরিত হলো: "কারণ তোমাদেরই বিচার হইতেছে"। দ্বিতীয়ত: তাদের ভিন্ন ভিন্ন **স্থানগুলি** উল্লেখ করা হয়েছে: (১) মিস্পা, (২) তাবোর, (৩) শিঠিম। এর পর, ঈশ্বর কর্তৃক এই দন্ডাদেশ ঘোষিত হলো: "কিন্তু আমি তাহাদের সকলকে শাস্তি দিব"।
বাণীটি এই **তিন ব্যক্তিকে** ব্যাখ্যা যোগ করে বন্দি করা হয়েছে এবং **তিনটি স্থানের** দন্ডাদেশ বর্ণনা করা হয়েছে:
"যাজকগণ, এই কথা শুন!
ইস্রায়েল-লোকেরা, কর্ণপাত কর!
রাজ কুল – সকলে শুন!
তোমরা এখানে বিচারাধীন।
কিন্তু তোমরা কি করেছ? মিস্পার লোকদের শোষণ করেছ,
তাবোরকে বিচ্ছিন্ন করেছ,
শিঠিমে তাদের প্রতারণা করেছ।
আমি তোমাদের প্রচুর রূপে শাস্তি দিতে যাচ্ছি।"
সর্বসমেত এই পদগুলির অর্থ হলো ইস্রায়েলের সাধারণ লোকদের নেতা থেকে শুরু করে ইস্রায়েলের সকল লোকেরা মহা পাপ করেছে এবং ইস্রায়েলের চতুর্দিকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অবস্থা দৃষ্টে এটি সহজে প্রকাশিত হতে পারে। এর কারণে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে শাস্তি দিবেন। ২এ পদের ESV অনুবাদ সঠিক হতে পারে ("অত্যাচারীরা হত্যাকার্য্যে গভীরে নামিয়াছে")। যাহোক, এই লাইনের অনুবাদ এরূপ হওয়া সম্ভব "তারা শিঠিমে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়াছে" লেক্সাম ইংরেজী বাইবেল) অথবা "শিঠিমে একটি গভীর গর্ত্ত করা হইয়াছে" (NRSV)। কাব্যিকভাবে, একটি ধারণা জন্মাতে শিঠিমকে নির্দেশ করা হয়েছে কারণ উল্লেখিত স্থানগুলির তালিকায় এটি তৃতীয় স্থান হবে যেখানে ইস্রায়েল প্রতীমাপূজা করেছে। ১ পদের প্রথম অর্ধেকে এটি নমূনা সহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১পদে তিন দল লোকের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। পরে ১বি ও ২এ তে তিনটি স্থানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো শিঠিম সেই স্থান যেখানে ইস্রায়েলীয়রা গভীরতর করে প্রতিমাপূজা রূপ গর্ত্ত খনন করেছে। বস্তুত: এই তিন দলকে ৮ পদে বৃদ্ধির সম্ভাবনার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যেন ১ ও ২ পদ তিনটির নমূনার উপর তৈরী হয়। এটি ESV (ও CSB, NET, NIV) এর অনুবাদ রূপে কম বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে।

বস্তুত:, হে ইফ্রয়িম, তুমি এখন ব্যাভিচার করিয়াছ,
ইস্রায়েল অশুচি হইয়াছে।
৪
তাহাদের কার্য্য সকল তাহাদিগকে
তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিতে দেয় না,
কেননা তাহাদের অন্তরে ব্যভিচারের আত্মা থাকে,
এবং তাহারা সদাপ্রভুকে জানেন না।
৫
আর ইস্রায়েলের দর্প তাহার মুখের উপরে প্রমাণ দিতেছে,
এই জন্য ইস্রায়েল ও ইফ্রয়িম আপনাদের অপরাধে উছোট খাইবে,
এবং তাহাদের সহিত যিহূদাও উছোটখাইবে।[৮৫]
৬
তাহারা আপন আপন গোমেষপাল লইয়া
সদাপ্রভুর অন্বেষণ করিতে যাইবে,[৮৬]
কিন্তু তাহারা উদ্দেশ পাইবে না;
তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন।
৭
তাহারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে,
কারণ বিজাতীয় সন্তান উৎপন্ন করিয়াছে;
এখন অমাবস্যা তাহাদিগকে ও তাহাদের অধিকার গ্রাস করিবে।
৮
তোমরা গিবিয়াতে ভেরী বাজাও,[৮৭]
রামাতে তুরীধ্বনি কর,[৮৮]

---

৮৫ যিহূদাও দোষী এবং ইস্রায়েলের প্রতি ইয়াওয়ের দৃঢ় ঘোষণাও শুনেছে। এটাই প্রমাণ, একবার, হোশেয় প্রত্যাশা করলেন যে যিহূদারা তার বাক্য শুনছে ও তারা তাদের বিশ্বাসে উত্তর দিবে।

৮৬ এটি একটি মিথ্যা আরাধনার উল্লেখ।

৮৭ শিঙ্গা (তুরী) বাজাবার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সকল ইস্রায়েলীয়দের একত্রিত হতে বিপদ সঙ্কেত বাজানোর বিষয় উল্লেখ করা হলো। প্রাচীন কালে, মহা তাৎপর্য্যপূর্ণ সময়ে এরূপ ঘটত। উদাহরণ স্বরূপ, যুদ্ধের সময়ে, লোকদের যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হতে আহ্বান জানাতে তুরী ব্যবহার করা হতো। **গিবিয়তে** ভেরী ও **রামাতে** তুরী বাজাবার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, একটি ঘটনা ইস্রায়েলীয়দের বারংবার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার বিষয় ইয়াওয়ে মনে করেছেন যা বিচার চলাকালীন সময় সংঘটিত হয়েছে (বিচারকর্তৃগণ: ১৯:২১)। বিচার চলাকালীন সময়, বিন্যামীনের লোকেরা গিবিয়াতে মহা পাপ করেছে। এই পাপের কারণে সমস্ত ইস্রায়েল একত্রে সমবেত হয়েছে। বিন্যামীনের লোকেরা এই পাপ থেকে ফিরে নাই (বিচারকর্তৃগণ: ২০:১৩)। ঐ সময়ে, বিন্যামীনের বংশের দ্বারা কৃত এই পাপের প্রতীকার কি হবে এই বিষয় ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে ইস্রায়েলের লোকেরা **বৈথেলে** গেল (বিচারকর্তৃগণ: ২০:১৮)। যাহোক, হোশেয়তে এই পদে, ইস্রায়েলের লোকেরা একত্রে বৈৎ-আবনে মিলিত হলো (বৈথেলের বিদ্রূপাত্মক নাম) এবং সিংহনাদ করে বলল "হে বিন্যামীন, তোমার পশ্চাতে [শত্রু]। ইস্রায়েলের লোকেরা পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে একত্রে সমবেত হলো না। বরং তারা তাদের পাপ গ্রহণ করল ও তাদের পাপের জন্য যুদ্ধ করল। এটি মনে হতে পারে কেন এই পদটি পড়ব, "হে বিন্যামীন, তোমার পশ্চাতে শত্রু"।

৮৮ বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ১৯:১৩ পদ দেখুন।

বৈৎ-আবনে সিংহনাদ করিয়া বল,[৮৯]
হে বিন্যামীন, তোমার পশ্চাতে [শত্রু]।
৯
ভর্ৎসনার দিনে ইফ্রয়িম ধ্বংসস্থান হইবে;
যাহা নিশ্চয় ঘটিবে,
তাহাই আমি ইস্রায়েল বংশগণের মধ্যে জ্ঞাত করিয়াছি।

---

৮৯ তিনটি স্থানের এই নির্দেশনা নিশ্চিত করছে বলে মনে হয় যা এই অধ্যায়ে তিনটি নমূনা তৈরী করেছে এবং উপরের ১-২ পদের ব্যাখ্যা অধিক বিশ্বাসযোগ্য।

যেমন প্রারম্ভে উল্লেখ করা হয়েছিল, ইস্রায়েলে বৈৎ-আবন নামে একটি নগর ছিল। **যাহোক, এই পদ সম্ভবত: প্রকৃত বৈৎ-আবন নগরকে উল্লেখ করছে না। বরং, এটি বৈথেল নগরকে উল্লেখ করছে।** কারণ বৈৎ-আবন নাম সম্পর্কে আরও অধিক পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় কেন বৈথেলের জন্য কৌতুহলজনক নাম ব্যবহার করা হলো, এর জন্য হোশেয় ৪:১৫ পদ দেখুন। হোশেয় ১০:৫ পদেও বৈৎ-আবন নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

১০
যিহূদার অধ্যক্ষগণ তাহাদের ন্যায় হইয়াছে,
যাহারাসীমার চিহ্ন স্থানান্তর করে;[৯০]
তাহাদের উপরে আমি জলের ন্যায়
আপন ক্রোধ ঢালিয়া দিব।[৯১]
১১
ইফ্রয়িম উপদ্রুত ও বিচারে মর্দ্দিত হইতেছে,
কারণ সে আপন ইচ্ছায় [মিথ্যা] বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াছে।
১২
এই জন্য আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে কীটস্বরূপ,
যিহূদা-কুলের পক্ষে ক্ষয়স্বরূপ হইয়াছি।[৯২]
১৩
যখন ইফ্রয়িম আপন রোগ
ও যিহূদা আপন ক্ষত দেখিতে পাইল,

---

৯০ যেমন অনেক বার প্রকাশ করা হয়েছে, এমনকি যদিও হোশেয় ইস্রায়েলের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যের ভাববাদী ছিলেন, তথাপি তিনি যিহূদার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যের বিষয়ও কথা বলেছেন। এখানে, যিহূদাকে একজন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে যে প্রাচীনকালের ভুমির সীমানা চিহ্ন সরিয়ে ফেলবে (দ্বিতীয় বিবরণ ১৯:১৪, ২৭:১৭, ও হিতোপদেশ ২২:২৮ পদ দেখুন)। হিতোপদেশ ২২:২৮ পদ পড়ুন, "সীমার পুরাতন চিহ্ন স্থানান্তর করিও না, যাহা তোমার পিতৃপুরুষগণ স্থাপন করিয়াছেন"। এটাই যথার্থ যা যিহূদার লোকেরা তাদের আরাধনার কার্য্যে সাধন করেছিল। তাদের পূর্বপূরুষেরা ইয়াওয়ের কাছে প্রকৃত আরাধনা করতে যথা স্থানে "সীমার চিহ্ন" স্থাপন করেছিল। যাহোক, হোশেয়ের সময়ে যিহূদার লোকেরা, এই প্রাচীনকালের সীমার চিহ্ন "সরিয়ে" নূতন জায়গায় আরাধনার স্থান নির্ধারণ করেছিল। এখন তারা যে ভাবে আরাধনা করছে তা তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুমোদিত বা স্বীকৃত নয়।

৯১ যিহূদা, ইস্রায়েলের মত, ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। হোশেয় ১:৭ পদের ভাববাণী থেকে এটি পৃথক বলে মনে হতে পারে যেখানে ঈশ্বর দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, "কিন্তু আমি যিহূদা কুলের প্রতি দয়া করিব"। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে হোশেয় ১:৭ পদের প্রতিজ্ঞাত মুক্তির বিষয়টি হিষ্কিয়ের রাজত্ব কালে যিহূদাতে সাধিত হয়েছিল। সেই কারণ, যদিও তারা সেই সময় মুক্ত হয়েছিল, পরবর্তীতে তারা বাবিলীয়দের দ্বারা পরাজিত হয়েছিল। ইস্রায়েলের মত, যিহূদা, পাপ ও মিথ্যা আরাধনা ভালবাসত। ২রাজাবলি ২৩ অধ্যায় পাঠকদের দুষ্টতার ধরণের উত্তম দৃষ্টান্তের ব্যবস্থা করেছে যা সেই সময়ে যিহূদাতে ঘটেছিল।

৯২ ঠিক একই ভাবে পতঙ্গ ও পচন দ্রব্যাদি ধ্বংস করে, ঈশ্বর বলছেন যে তিনিই একমাত্র যিনি ইস্রায়েল ও যিহূদাকে ধ্বংস করছেন। ঈশ্বরের পক্ষে এগুলি বিস্ময়কর উপমা যা তিনি নিজে ব্যবহার করেছেন!

তখন ইফ্রয়িম অশুরের কাছে গমন করিল,[৯৩]

ও বিবাদ-রাজের নিকটে লোক পাঠাইল;[৯৪]
কিন্তু সে তোমাদিগকে সুস্থ করিতে পারে না,
তোমাদের ক্ষত আরোগ্য করিবে না।[৯৫]

১৪

কারণ আমি ইফ্রয়িমের পক্ষে সিংহের তুল্য,
ও যিহূদার পক্ষে যুবাকেশরীর সদৃশ হইব;[৯৬]
আমি, আমিই বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যাইব;
আমি লইয়া যাইব,[৯৭]
কেহ উদ্ধার করিবে না।

---

৯৩ স্বর্গ রাজ্যের সাহায্য অপেক্ষা বরং ইস্রায়েল সর্বদা জাগতিক রাজ্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করত। অশুর মিশর (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ৭:১১ পদ দেখুন) কে বিশেষভাবে জাগতিক রাজ্য স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে যাদের উপরে ইস্রায়েল নির্ভর করত। এখানে ৫:১৩ পদে অশুরকে উল্লেখ করা হয়েছে (হোশেয় ৭:১১, ৮:৯, ৯:৩, ১০:৬, ১১:৫, ১১:১১, ১২:১ ও ১৪:৩ পদ দেখুন)।

৯৪ ইস্রায়েল স্বীকার করেছিল যে তার সাহায্যের প্রয়োজন। যাহোক, এর পরিবর্তে তারা প্রকৃত মহান রাজা (ইয়াওয়ে) থেকে ফিরে গিয়েছিল ও তার সাহায্যে অন্বেষণ করেছিল, একে সাহায্যের অন্বেষণে অশুরের "মহা রাজার" কাছে পাঠানো হয়েছিল। ইস্রায়েলের রাজা আশা করেছিল যে অশুরের সাতে বন্ধুত্ব এর প্রার্থনা ও প্রয়োজন অনুসারে শক্তি ও শান্তি আনায়ন করবে। তারা জানে না যে অশুরিয়রা তাদের ধ্বংস করবে।

৯৫ ইস্রায়েল প্রতিমাপূজা দ্বারা আহত হয়েছিল, অশুর কখনও ইস্রায়েলের আত্মিক রোগের প্রতিকার করতে পারে নাই। একমাত্র ঈশ্বর এই আত্মিক ব্যভিচারের বিষয় সুস্থ করতে পারেন। হোশেয় ৬:১ পদে দেখা যায় ঈশ্বর আত্মিক ব্যভিচার সুস্থ করেছেন। এই পদগুলি সুস্থতার বিষয় উল্লেখ করছে যে সুসমাচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকেরাতাঁর কাছে ফিরে আসুক। যিহিস্কেল ৩৬:২৪-২৭।

৯৬ ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয়েরই আত্মিক রোগ ছিল। তাদের উভয়েরই ইয়াওয়ে কর্তৃক "সুস্থ" হওয়া প্রয়োজন ছিল। এখানে, আর একবার, আমরা পড়েছি যে, ইস্রায়েল থেকে যিহূদার কোন পার্থক্য নেই। হোশেয় উভয় জাতিকে বলছেন।

৯৭ ইয়াওয়ে বলছেন যে তিনি তাঁর লোকদের শাস্তি দিবেন ও "চলে যাবেন"। এটি একটি দুঃখজনক পরাজয় যা ঘটেছিল! ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছ থেকে নিজেকে দুরে রেখেছিলেন। এই পদের উপর ভিত্তি করে দেখা প্রয়োজন ইস্রায়েল অশুরিয়দের দ্বারা পরাজিত হলো এবং পরবর্তীতে যিহূদা বাবিলীয়দের দ্বারা পরাজিত হলো। তাঁর লোকদের "বিদীর্ণ" করতে ঈশ্বর এই দুই জাতিকে (অশুরিয় ও বাবিলীয়) ব্যবহার করলেন।

১৫

আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব,
যে পর্যন্ত তাহারা দোষ স্বীকার না করে,
ও আমার শ্রীমুখের অন্বেষণ না করে;
সঙ্কটের সময়ে তাহারা সযত্নে আমার অন্বেষণ করিবে।[৯৮]

৯৮ এই হলো প্রথম আশান্বিত বিষয় যা হোশেয় ৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। "আমি আপন স্থানে ফিরিয়া যাইব, যে পর্যন্ত তাহারা দোষ স্বীকার না করে", এই কথা বলার দ্বারা ইয়াওয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে তাঁর লোকদের **অনুতাপের** উপরভিত্তি করে, পুনরায় তাঁর লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন। ইয়াওয়ের দ্বারা সদয় প্রতিজ্ঞা হলো তাঁর লোকদের কাছে ফিরে আসা এতে হোশেয় বিস্মিত হন নি। ইস্রায়েলের অনুতাপ ও ইয়াওয়ের লোকদের কাছে তাঁর ফিরে আসা দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৫-৩১ ও ৩০:১-১০ পদে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। অন্য ভাববাদীগণও ইয়াওয়ের লোকদের অনুতাপের উপর ভিত্তি করে তাঁর লোকদের ফিরে আসার কথা বলেছেন (উদাহরণ স্বরূপ, যিশাইয় ১:১৬-৩১ পদ দেখুন)। যোহন বাপ্তাইজকের কার্য্য এই আলোকে দেখতে পাওয়া যায়। যোহন বাপ্তাইজকের সময়ে ইস্রায়েলের অনুতাপ প্রভুর সঙ্গে সম্পর্ক নূতনীকরণ করতে লোকদের প্রস্তুত করেছিল।

হোশেয় ৬:১-৩

৬ অধ্যায়ের প্রথম তিন পদে সুসমাচারের গৌরবযুক্ত উপস্থাপনা রয়েছে! হোশেয় তাদের বলছেন যারা তার ভাববাণী শুনেছে তারা বিশ্বাসে উত্তর দিবে ও ইয়াওয়ের কাছে ফিরে আসবে। আবার, হোশেয়, বিশ্বাসের মানুষ। তিনি নিজেই বাক্য শুনেছিলেন তিনি প্রচার করেছিলেন এবং তিনি তাদের বিশ্বাসে উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইস্রায়েল ও যিহূদা একই ভাবে উত্তর দিবে। তিনি জানতেন যদি ইস্রায়েল ও যিহূদা অনুতাপ করে, তবে ঈশ্বর তাদের মুক্ত করবেন, এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের তুলবেন। এটা স্মরণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ **যখন** হোশেয় বললেন ঈশ্বর তাঁর জাতিকে তুলবেন: "তৃতীয় দিবসে"। এটি সুসমাচারের বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ! যীশু তৃতীয় দিবসে মৃত্যু থেকে উঠিছিলেন, যেহেতু তিনি তৃতীয় দিবসে উঠলেন, বাস্তবিক এটা বলা যায় যে যারা তাহাতে আছে তারাও তাঁর সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছেন। ঈশ্বরের সকল মানুষের জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করলেন, সুতরাং ঈশ্বরের সকল মানুষ তাঁর সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছে। এভাবে তৃতীয় দিবস খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দিন অপেক্ষা অধিক কিছু। এটি ঐ সকলের কাছে পুনরুত্থান দিবস যারা তাঁহাতে আছে কলসীয় ৩:১-৪ পদ)।

হোশেয় ৬:১-৩

১

চল, আমরা সদাপ্রভুর কাছে ফিরিযা যাই,[৯৯]
কারণ তিনিই বিদীর্ণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সুস্থও করিবেন;[১০০]
তিনি আঘাত করিয়াছেন, তিনি আমাদের ক্ষত বন্ধনও করিবেন।[১০১]

২

দুই দিনের পরে তিনি আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবেন,[১০২]
তৃতীয় দিনে উঠাইবেন,[১০৩]
তাহাতে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে বাঁচিয়া থাকিব।[১০৪]

৩

আইস, আমরা সদাপভুকে জ্ঞাত হই,
জ্ঞাত হইবার জন্য অনুধাবন করি;
অরুণোদয়ের ন্যায় তাঁহার উদয় নিশ্চিত;
আর তিনি আমাদের নিকটে বৃষ্টির ন্যায় আসিবেন,
ভুমি-সেচনকারী শেষ বর্ষার ন্যায় আসিবেন।"

---

৯৯ এগুলি ইয়াওয়ের বাক্য নয়। এগুলি হোশেয়ের বাক্য (চিন্তা করুন শব্দগুচ্ছ "চল")। হোশেয় ৫:১৫ পদে তিনি ইয়াওয়ের প্রতিজ্ঞা শুনেছেন এবং ঐ পদে ইয়াওয়ে যা করতে বলেছেন তিনি লোকদের তাই করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। হোশেয় লোকদের "তাদের দোষ স্বীকার করতে" ও "[ইয়াওয়ের] মুখের অন্বেষণ" করতে বলছেন। হোশেয় জানতেন যে যদি তারা "আন্তরিকতার সাথে ইয়াওয়ের অন্বেষণ" করে তবে তারা তাঁকে দেখতে পাবে।

১০০ হোশেয় জানতেন যে ইয়াওয়ে ইস্রায়েলকে "বিদীর্ণ" করবেন, এবং যিহূদা জানে যে তিনি তাদের সুস্থ করবেন। এর অর্থ এই যে ইস্রায়েল শাস্তি এবং যিহূদার শাস্তি ছিল ঈশ্বরের অনুগ্রহ। তিনি তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন কারণ এর অর্থ এই শেষে তিনি ইস্রায়েলকে সুস্থ করবেন। এই সুস্থ্যতা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে সাধিত হবে। পুনরায়, যিহিস্কেল ৩৬:২৪-২৭ পদ দেখুন।

১০১ ইস্রায়েল ঈশ্বরের দ্বারা শাস্তি পেয়েছিল। ঠিক একই ভাবে, ঈশ্বরের দ্বারা ইস্রায়েলের পরিত্রাণ সাধিত হবে। ইস্রায়েল সিজেকে সুস্থ করতে পারে না।

১০২ হিব্রু কবিতায়, সংখ্যা এক লাইন থেকে পরের লাইনে রূপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই কবিতাতে, সংখ্যার জন্য স্বাভাবিক এটা প্রথম লাইনে "দ্বিতীয় দিবস" থেকে দ্বিতীয় লাইনে "তৃতীয় দিবসে" বৃদ্ধি পেয়েছে

১০৩ ঈশ্বরের লোকদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তারা **তৃতীয় দিবসে** উত্থাপিত হবে যা সুস্পষ্টভাবে সুসমাচারে সাধিত হয়েছে। খ্রীষ্ট তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। যাহোক, তাঁর পুনরুত্থানে কেবল তিনি একা সংশ্লিষ্ট নন। বরং, সেই সকল মানুষেরা যারা "তাঁহাতে" আছে ও তৃতীয় দিবসে তাঁর সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছেন (কলসীয় ৩:১ পদ দেখুন)। ১করিন্থীয় ১৫:৪ পদ দৃঢ়ভাবে বলছে যে শাস্ত্রানুসারে যীশু **তৃতীয় দিবসে** উত্থাপিত হলেন। বাস্তবিক হোশেয় ৬:২ পদ এমন একটি শাস্ত্রাংশ যে পৌল এই পদের উল্লেখ করেছিলেন। এটা পরিষ্কার যে পৌল হোশেয়তে এই পদ পড়েছিলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সুসমাচারে যুক্ত করেছিলেন।

১০৪ কেননা খ্রীষ্ট উত্থাপিত হয়েছিলেন তাই **আমরাও** উত্থাপিত হব। ঈশ্বর এটা সাধন করেছিলেন যেন "আমরা তাঁর সাক্ষাতে জীবন যাপন করতে পারি"। আমরা ইয়ওয়ের সাক্ষাতে জীবন যাপন করতে পারি না যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত না হই।

হোশেয় ৬:৪-১১ক

হোশেয় ৬ অধ্যায়ে প্রথম তিনটি বাক্য হোশেয়ের বাক্য। হোশেয় ৫:১৫ পদে ইয়াওয়ের বাক্যের প্রতি তার বিশ্বাস-পূর্ণ উত্তর। হোশেয় ঈশ্বরের লোকদের অনুতাপ করতে আহ্বান করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন, ৫:১৫ পদে ইয়াওয়ের বাক্যের উপর ভিত্তি করে, ইয়াওয়ে তাদের অনুতাপের উত্তর দিবেন ও তাদর সুস্থ করবেন, তাদের পুনর্জীবিত করবেন ও তাদের উঠাবেন। এই সকল বিষয়গুলি খ্রীষ্টের জীবন মৃত্যু, ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর কার্য্যকে উল্লেখ করছে।

যাহোক, হোশেয় ৬:৪ পদে, হোশেয় আর কোন কথা বলেননি। আরও একবার, ইয়াওয়ে কথা বলেছেন। এই পদগুলিতে, ইয়াওয়ে তাঁর প্রতি ইস্রায়েল ও যিহূদার প্রেমের স্বভাব নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলছেন তিনি ভাববাদীগণকে পাঠিয়েছিলেন যেন এই জাতি তাদের পাপ দেখতে পায়, অনুতাপ করে, ও যথাযথভাবে আরাধনা করে। কিন্তু তারা এটা করে নাই।

আবার, ভাববাদীগণের মধ্যে প্রচলিত প্রত্যাশার (হোশেয় ৬:১-৩) ও দন্ডের (হোশেয় ৬:৪-১১) বাণীরমধ্যে পরিবর্তন অব্যহত আছে। প্রচারক বা শিক্ষক অধ্যায়ের সংখ্যা বর্ণনার উপর নির্ভর করতে পারে না যেখানে পুস্তকের মধ্যেই পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এটি মূল বই আগ্রহের সাথে অধ্যায়নের দাবি রাখে।

হোশেয় ৬:৪-১১ক

৪
হে ইফ্রয়িম, তোমার জন্য আমি কি করিব ?
হে যিহূদা, তোমার জন্য কি করিব?[১০৫]
তোমাদের সাধূতা ত প্রাতঃকালের মেঘের ন্যায়,
শিশিরের ন্যায়, যাহা প্রত্যুষে উড়িয়া যায়।[১০৬]
৫
এই জন্য আমি ভাববাদীগণ দ্বারা লোকদিগকে তক্ষিত করিয়াছি,
আমার মুখের বাক্য দ্বারা বধ করিয়াছি;
এবং আমার বিচার বিদ্যুতের ন্যায় নির্গত হয়।[১০৭]
৬
কারণ আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়;

---

১০৫ ইয়াওয়ের উষ্ণ "হৃদয়" এখানে অনুভূত হতে পারে নি। হতাশাগ্রস্ত পিতা-মাতার ন্যায় যারা পুত্র বা কন্যাকে যারা সবকিছুতে সংশোধন করতে চেষ্টা করে, ইয়াওয়েও তাঁর লোকদের জন্য প্রেম-প্রকাশক হতাশা প্রকাম করছেন। আবার, এই কবিতাটি প্রমাণ, যে হোশেয়ের বাক্যগুলি ইস্রায়েলের মত যিহূদার জন্যও। এই পথভ্রান্ত জাতি উভয়েরই তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করা প্রয়োজন। একজন প্রেমময় পিতা নিজে তাদের আহ্বান করছেন।

১০৬ ইস্রায়েল ও যিহূদার জন্য বাস্তব অবস্থা কি ছিল? তাদের বাস্তবতা হলো খ্রীষ্টিয়ানগন্য তাদের আহ্বান জানাচ্ছে। ঈশ্বরের জন্য তাদের প্রেম হলো প্রাতঃকালের মেঘের ন্যায়। এটি প্রকৃত ও বাস্তবভাবে উপস্থিত হয়, কিন্তু বাতাসের সামান্যতম ফুৎকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

১০৭ কবিতার এই তিনটি লাইন বুঝবার জন্য খুবই সহায়ক **ভাববাদীগণ কে এবং ভাববাদীগণ কি করে**। এই পদের উপর (এবং অন্যান্য) ভিত্তি করে ভাববাদীগণকে ঈশ্বরের অনুমোদিত মুখপাত্র হিসাবে মনে হয়। যখন একজন ভাববাদী কথা বলেন, একমাত্র ঈশ্বরই লোবদের কাছে কথা বলেন। যখন ভাববাদীগণ লোকদের প্রতি কঠিন বাক্য ব্যবহার করেন, এটি ঈশ্বরই লোকদেরপুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ আর জগতে বেঁচে প্রতি কঠিন বাক্য বলছেন। যখন ভাববাদী চিত্ততোষক কথা বলেন, এটি ঈশ্বরই লোকদের প্রতি চিত্ততোষক কথা বলছেন। ভাববাদীগণের বিচারের বাক্য যা লোকদের উপর ঈশ্বরের জ্যোতি প্রকাশ করে। **এরূপে, ভাববাদীগণ ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যম রূপে কার্য্য করেন। তারা অন্ধকার স্থানে ঈশ্বরের জ্যোতি আনায়ন করে।** ইস্রায়েলের (ও যিহূদা)প্রতি হোশেয়ের বাক্য এবং ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য। যিহূদার প্রতি যিশাইয়র বাক্য ও যিহূদার প্রতি ঈশ্বরের বাক্য ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যেহেতু ভাববাদীগণ ঈশ্বরের বাক্য বলেন, তারা যা ঘোষণা করছেন তারা সে ব্যাপারে সর্বদা সঠিক থাকেন (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৯-২২)। অধিকন্তু, যেহেতু ভাববাদীগণ ঈশ্বরের বাক্য বলেন, তারা অবশ্যই মান্য করবেন। ভাববাদীকে অমান্য করার অর্থ ঈশ্বরকে অমান্য করা। বস্তুত: ভাববাদীগণ ঈশ্বরের মুখপাত্র হিসাবে নিশ্চিত প্রমাণ করেন যে ভাববাদীকে হত্যা করা হলো স্বয়ং ঈশ্বরকে থামিয়ে রাখা। তারা ঈশ্বরকে বলছে, "আমরা তোমার কথা শুনব না"। আরও জোরালো ভাবে বলা যায়, ভাববাদীকে হত্যা করা হলো স্বয়ং ঈশ্বরকে হত্যা করার সামিল।

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ আর জগতে বেঁচে নেই। যাহোক,শাস্ত্র, ঈশ্বরের সদয় দানের কারণে, ভাববাদীগণ কথা বলছেন। সেই কারণ তার মান্য করে থাকেন।তাদের বাক্যগুলি প্রেরিতদের বাক্যের মত, যে ভিত্তিমূলে মন্ডলী গাঁথা হয়েছে (ইফিষীয় ২:২০)। ভাববাদীগণ ঈশ্বরের পরিকল্পনা আগে থেকেই জানতেন, (১পিতর ১:১০-১২।

হোশেয় ৬:৪-১১ক

তখন তোমার জন্যও ফসল নিরূপিত।[১১২]

১১২ আবার, হোশেয়ের কার্য্য করার সময় তার মূল "শ্রোতা" ছিল ইস্রায়েল। কিন্তু তিনি যিহূদার সাথেও কথা বলেছিলেন এবং তার কথার উত্তর তাদের দেওয়া প্রয়োজন ছিল। তারা ইস্রায়েলের মত নিয়ম ভঙ্গ করেছিল। হোশেয় ইস্রায়েল ও যিহূদাকে বিশ্বাসে তার প্রচার গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বর্তমানে হোশেয়ের মূল "শ্রোতা" হলো মন্ডলী। বস্তুত: ১পিতর ১০-১২ পদ অনুসারে, হোশেয় জানতেন যে শ্রোতাদের জন্য কথা বলেছিলেন তারা তার সময় থেকে অনেক দুরে। তিনি জানতেন যে লোকদের উদ্দেশ্যে কথা বলেছিলেন যারা ভবিষ্যতের মানুষ। তার বাক্যে গুরুত্ব দেওয়া মন্ডলীর প্রয়োজন।

হোশেয় ৬:১১খ-৭:১৬

এই পদগুলিতে, ইয়াওয়ে কথা বলছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন তিনি কিভাবে ইস্রায়েলকে সুস্থ করতে চান। এর কারণ, তাদের উপরে ধ্বংস আসছে।

এটা হতেপারে একটি পদের অর্ধেক "ভগ্ন" হওয়াটা অদ্ভুত দেখাতে পারে। যাহোক, এটা উপস্থাপন করছে যে হোশেয় ৬:১১ পদ অর্ধেকাংশে বিভক্ত। পদ ১১এ সাধারণত: এর পূর্বের পদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কথা। পদ ১১বি সাধারণত: এর পরের পদকেঅনুসরণ করার কথা। আবার, বাইবেলে অধ্যায়ের ভাগগুলি মূল গ্রন্থে ছিল না। হোশেয় সেগুলি লেখেননি। যেহেতু সেগুলি সহায়ক, সেগুলি প্রত্যাদিষ্ট নয়। প্রচারক ও শিক্ষক পদ ও অধ্যায়ের সংখ্যার উপর নয় কিন্তু মূল গ্রন্থের উপর কেন্দ্রীভূত।

হোশেয় ৬:১১খ-৭:১৬

হোশেয় ৬:১১খ

আমি যখন[১১৩] আপন প্রজাদের বন্দি-দশা ফিরাই,

হোশেয় ৭

১

আমি যখন ইস্রায়েলকে সুস্থ করিতে চাহি,
তখন ইফ্রয়িমের অপরাধ
ও শমরিয়ার দুষ্টতা প্রকাশ পায়;[১১৪]
কারণ তাহারা প্রতারণার কার্য্য করে,
ভিতরে চোর প্রবেশ করে,
বাহিরে দস্যুদল লুণ্ঠন করে।

---

১১৩ হোশেয় ৬:১১ হ্যাঁ-সূচক রূপে উপস্থাপিত, যাহোক এটি দেখতে না-সূচকের মত। এটি সম্ভবত: প্রচারককে ১১ পদ দুই অংশে "বিভক্ত" করতে সাহায্য করবে। ১১ পদের প্রথম অর্ধাংশ ১০ পদের দুই লাইনের সাথে সংযুক্ত। তারা একসঙ্গে চলে। হোশেয় ৬:১০ পদ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ এবং হোশেয় ৬:১১ এর প্রথম অর্ধেক যিহূদার বিরুদ্ধে অভিযোগ। উভয় জাতিই অপরাধী ও আধ্যাত্মিক ব্যভিচারের কারণে দন্ডপ্রাপ্ত হবে। সেই "ফসল" (১১ পদ) যা এই জাতির জন্য নিরূপিত। এটি বিচারের দন্ড/ফসল।

ঠিক একই ভাবে ৬:১১ পদের প্রথমার্ধ স্বাভাবিকভাবে ৬:১০ পদের সাথে যায়, ৬:১১ পদের দ্বিতীয়ার্ধ ৭:১ পদের প্রথমার্ধের সাথে যুক্ত। তারা একসঙ্গে চলে। ইয়াওয়ে তাঁর কার্য্য-সম্পাদন সম্পর্কে কথা বলছেন("আমি যখন আপন প্রজাদের বন্দি-দশা ফিরাই, যখন আমি ইস্রয়েলকে সুস্থ করতে চাই") এবং তিনি তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে কার্য্য-সম্পাদনের বিষয় কথা বলছেন ("তখন ইফ্রয়িমের অপরাধ, ও শমরিয়ার দুষ্টতা প্রকাশ পায়")। ইয়াওয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছেন যে তিনি তাঁর লোকদের বন্দি-দশা ফিরাবার জন্য কাজ করেছেন কিন্তু তারা, তাদের পাপের কারণে, তারা অবিরত তাঁর কার্য্যে বাধা দিচ্ছে।

ইয়াওয়ে তাঁর লোকদের (ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয়ের) সুস্থতা আনায়ন করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা সাড়া দেয়নি। ইস্রায়েলের অন্যান্য ভাববাদীগণ কথা বললেও তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি সাড়া দিতে অস্বীকার করেছে (উদাহরণ স্বরূপ, যিশাইয় ৬৫:২, যা রোমীয় ১০:২১ পদে উদ্বৃত করা হয়েছে)। কবিতার এ অংশ এভাবে NETঅনুবাদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: "আমি যখন আপন প্রজাদের বন্দি-দশা ফিরাতে চাই, আমি যখন ইস্রায়েলকে সুস্থ করিতে চাহি, তখন ইফ্রয়িমের অপরাধ প্রকাশ হয়ে পড়ে..." আবার, ইয়াওয়ে তাঁর অনুগহ ঢেলে দিয়েছিলেন, লোকেরা তাদের অপরাধের উপর অপরাধ করেই তার উত্তর দিয়েছিল।

১১৪ শমরিয়া ইস্রায়েলের রাজধানী নগর ছিল।

২
আর তাহাদের সমস্ত দুষ্টতা যে আমার স্মরণে আছে,
ইহা তাহারা অন্ত:করণে বিবেচনা করে না;[১১৫]
এখন তাহাদের কার্য্যসকল তাহাদিগকে ঘেরিয়াছে,
আমারই দৃষ্টিগোচরে সে সকল রহিয়াছে।
৩
তাহারা আপনাদের দুষ্টতা দ্বারা রাজাকে

১১৫ ঈশ্বরের লোকেরা ভুলেগিয়েছিল যে ঈশ্বর সব পাপ দেখেন, কারণ তিনি পবিত্র, পাপ এড়িয়ে যেতে পারেন না। তিনি ন্যায়-বিচারক। ঈশ্বরের লোকেরা অবশ্যই পবিত্রতায় গমনাগমন করবে। বর্তমান প্রচারকদের এই একই সত্যের লোকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন (উদাহরণ স্বরূপ, গালাতীয় ৬:৭ ও ১পিতর ১:১৫-১৬ পদ দেখুন)।

ও আপনাদের মিথ্যাবাক্য দ্বারা অধ্যক্ষগণকে আনন্দিত করে।[১১৬]

৪

তাহারা সকলে পারদারিক,
রুটী-ওয়ালার উত্তপ্ত তুন্দুরু স্বরূপ;
ময়দা ছানিলে পর তাড়ী মাতিয়া উঠা পর্য্যন্ত
রুটী-ওয়ালা আগুন না উস্কাইয়া নিবৃত্ত থাকে।

৫

আমাদের রাজার উৎসবদিনেঅধ্যক্ষগণ
পীড়িত হওয়া পর্য্যন্ত দ্রাক্ষারসে উত্তপ্ত হইল,
সে নিন্দকদের সঙ্গে হস্ত বিস্তার করিল।

৬

কারণ তাহারা যখন ঘাঁটি বসায়,
তখন তুন্দুরের ন্যায় আপনাদের হৃদয় প্রস্তুত করে,
তাহাদের রুটী-ওয়ালা সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়,
প্রাত:কালে সে [তুন্দুরু] যেন প্রচন্ড অগ্নিতে জ্বলে।

৭

তাহারা সকলে তুন্দুরের ন্যায় উত্তপ্ত,
এবং আপনাদের বিচারকর্তাদিগকে গ্রাস করে;
তাহাদে;র রাজগণ সকলে পতিত হইয়াছে;
তাহাদের মধ্যে কেহই আমাকে আহ্বান করে না।

---

১১৬ ইস্রায়েলের শাসকগণ লোকদরে অবাধ্যতায় সন্তুষ্ট ছিল। প্রভু যীশু হলেন এর বিপরীত। তিনি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের সহিত বাধ্য ছিলেন (যোহন ১৪:৩১), এবং তিনি তাদের প্রেম করেন যখন লোকেরা ঈশ্বরকে মান্য করে। যখন লোকেরা ঈশ্বরকে অমান্য করে তখন তিনি অসন্তুষ্ট হন। বস্তুত: লোকদের উপর পবিত্র আত্মা প্রদান করতে পিতাকে বলেন সুতরাং তারা মান্য করে! তিনি "অন্য একজন সহায়" (যীশুও আমাদের সহায়!) যিনি বাধ্যতায় গমনাগমন করতে আমাদের সাহায্য করেন (যোহন ১৪:১৫-১৭)। ঈশ্বরের লোকেরা আনন্দের সাথে তাদের রাজাকে (যীশু) অনুসরণ করেন, তারা জানে তিনি কখনও তাদের দুষ্টতায় চালাবেন না কারণ তিনি ধার্ম্মিকতাকে প্রেম করেন (ইব্রীয় ১:৯)। যোহন ১৪:১৬ পদে বাধ্যতা হলো সবচেয়ে উত্তম বিষয়। এই পদগুলি মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করা আবশ্যক। প্রকাশিত বাক্য ২-৩ অধ্যায়ে মন্ডলীগণের প্রতিলিখিত সাতটি পত্র দেখুন। এগুলি বাধ্যতার প্রতিও জোর দিয়েছে।

৮
ইফ্রয়িম ত জাতিগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে[১১৭]
ইফ্রয়িম একপিঠ চোঁয়া পিষ্ঠকস্বরূপ।
৯
বিদেশীগণ তাহার বল গ্রাস করিয়াছে,[১১৮]
কিন্তু সে তাহা জানে না;
তাহার মস্তকের স্থানে স্থানে চুল পাকিয়াছে,

---

১১৭ ঈশ্বরের লোকদের সর্বদাই জগত থেকে পৃথক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে (২করিন্থীয় ৬:১৭)। তা ছাড়া, ইস্রায়েল লোকেরা এমন আচরণ করেছে যেন তারা ঈশ্বরকে জানে না। এই একই বিষয় আজও সত্য। এই কারণ যাকোব বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টিয়ানদের "ব্যভিচারী" রূপে বর্ণনা করেছেন (যাকোব ৪:৪)। যাকোব যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের বিষয় লিখেছেন তারা হোশেয়ের সময়ের ইস্রায়েলীয়দের মত, আত্মিক ব্যভিচারে লিপ্ত।

১১৮ হোশেয়ের দিনে ইস্রায়েলীয়দের জন্য বাস্তবতা ছিল যে তারা আধ্যাত্মিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। এটি বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য ও সত্য। ঈশ্বর থেকে আমাদের শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে কারণ আমরা জীবন্ত ঈশ্বর অপেক্ষা "আগন্তুকের" সাথে বেশি সম্পৃক্ত। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও দৈহিক শক্তি পুন:স্থাপন করা হয় যখন আমরা অনুতাপ করি ও "প্রভুর জন্য অপেক্ষা করি" (যিশাইয় ৪০:২৯-৩১)।

কিন্তু সে তাহাও জানে না।[১১৯]

১০
ইস্রায়েলের দর্প তাহার মুখের উপরে প্রমাণ দিতেছে;
এমন হইলেও তাহারা আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতি ফিরে নাই,
ও তাঁহার অন্বেষণ করে নাই।

১১
হাঁ, ইফ্রয়িম অবোধ কপোতের ন্যায় হইয়াছে,
সে বুদ্ধিহীন,
লোকেরা মিশরকে আহ্বান করে, অশুরে গমন করে।[১২০]

১২
তাহারা যখন যাইবে, আমি তাহাদের উপরে আপন জাল বিস্তার করিব;
আকাশের পক্ষীর ন্যায় তাহাদিগকে নামাইয়া আনিব;
তাহাদের মন্ডলী যেমন শুনিয়াছে, তেমনি আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিব।

১৩
ধিক্ তাহাদিগকে! কেননা তাহারা আমার নিকট হইত চলিয়া গিয়াছে;
তাহাদের সর্ব্বনাশ! কেননা তাহারা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে;
আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিতাম,[১২১]
কিন্তু তাহারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যাকথা বলিয়াছে।

---

১১৯ ইস্রায়েল এর দুষ্টতা জানে না। এই একই বিষয় বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য সত্য। আমরা আধ্যাত্মিকভাবে সবল বলে নিজেরা বিশ্বাস করি, তথাপি আমরা জানি না যে আমরা দুর্ব্বল ও অলস ও উদাসীন (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২ পদে লায়দেকিয়া মন্ডলীর প্রতি যীশুর সদয় সতর্কবাণী দেখুন।

১২০ ইস্রায়েল তার শত্রুদের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একের পর এক অন্য রাজাদের প্রতি ফিরেছে।

১২১ পুনরায়, ৬:১১বি-৭:১ পদ দেখুন। ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁর লোকদের রক্ষা করা। তারা ইয়াওয়ের কাছ থেকে পরিত্রাণ চায়নি। তারা বালের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছে।

১৪
তাহারা অন্তঃকরণের সহিত আমার কাছে ক্রন্দন করে নাই, [১২২]
কিন্তু আপন আপন শয্যাতে হাহাকার করে;
তাহারা শস্য ও দ্রাক্ষারসের জন্য একত্র হয়,
ও আমাকে ছাড়িয়া বিপদগমন করে।
১৫
আমিই ত শিক্ষা দিয়া তাহাদের বাহু সবল করিয়াছি; [১২৩]
তথাপি তাহারা আমারই বিরুদ্ধে কুকল্পনা করে।
১৬
তাহারা ফিরিয়া আইসে বটে, কিন্তু যিনি উর্দ্ধস্থ, তাহার প্রতি নয়;
তাহারা বঞ্চক ধনুকের সদৃশ; [১২৪]
তাহাদের অধ্যক্ষগণ আপন আপন জিহ্বার

---

১২২ ঈশ্বরের প্রত্যাশা হলো প্রকৃত অনুতাপ।

১২৩ ইয়াওয়ে তাঁর লোকদের শক্তিশালী করে তৈরী করেছিলেন যেন তারা ফলবান হয়। তারা শক্তিশালী হয়েছিল সুতরায় তারা জগতে তাঁর সাদৃশ্য আনায়ন করতে পারত। তারা যা করছে এটা তা নয়।

১২৪ এটি একটি শক্তিশালী প্রতিমুর্ত্তি। বঞ্চক ধনুক দ্বারা লক্ষ্যে আঘাত করা যায় না এটা আঘাত করার পরিপ্রেক্ষিত। তা ছাড়া, যে আঘাত করছে এটা তার প্রতি ফিরে আসে। ঈশ্বরের পরিপ্রেক্ষিত হলো ইস্রায়েল তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁর "আজ্ঞাধীন" ব্যক্তি হবে। পরিবর্তে, তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিয়েছিল! তারা ইয়াওয়ের বিরুদ্ধে কুকল্পনা করেছিল (১৫ পদ দেখুন)।

হোশেয় ৬:১১খ-৭:১৬

দুঃসাহস প্রযুক্ত খড়্গে পতিত হইবে;

ইহাই মিসর দেশে তাহাদের পক্ষে উপহাস।[১২৫]

১২৫ লোকেরা "মিসরে" ফিরে আসবে। এর অর্থ এই নয় যে মিসরের অধিকাংশ লোকেরা মিসরে ফিরে গেল। অশুরিয়দের দ্বারা তাদের জয় করা হয়েছিল। এটি প্রতীকস্বরূপ। লোকেরা আবার দাসত্বে ফিরে গিয়েছিল যখন ইয়াওয়ে তাদের উদ্ধার করেছিলেন। এই হিসাবে, "মিশর" পৃথিবীর যে কোন জায়গায় হতে পারে! এটি আফ্রিকার একটি জাতি নয় যেখানে কেন্দ্রীভূত আছে, এটি দাসত্ব যা মিসরে সংঘটিত হয়েছিল। প্রতিমাপূজার কারণে, ঈশ্বরের লোকেরা, আরও একবার ক্রীতদাস হবে। হোশেয় ১:১০-২:১ পদের ব্যাখ্যায় "দ্বিতীয় যাত্রার" বিষয় বলা হয়েছে। দ্বিতীয় যাত্রার প্রয়োজন আছে, কারণ আরও একবার, লোকদের উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে। একমাত্র খ্রীষ্টই এই দ্বিতীয় যাত্রার নেতৃত্ব দিবেন।

হোশেয় ৮-১০

এই তিনটি অধ্যায়ে, পাঠক বড় ধরণের কোন "হ্যাঁ-সূচক" বিভাগ দেখতে পাবেন না। এই অধ্যায়ে হোশেয় ১:১০-২:১, ২:১৪-২৩, ৩:১-৫, বা ৬;১-৩ এর মত কিছুই দেখতে পাবেন না। বস্তুতঃ ১০:১২ পদ ব্যতিক্রম, এই তিনটি অধ্যায়ে ইয়াওয়ে থেকে কোন সান্তনার বাণী নেই। পরিবর্তে, কবিতার পর কবিতা আছে, ইয়াওয়ে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন যে ইস্রায়ের ও যিহূদা অপরাধী তারা শাস্তি পাবে। তা সত্ত্বেও এই তিনটি অধ্যায়ে সান্তনার অভাব দেখতে পাওয়া যায়, তবে তাদের "অনুগ্রহহীন" দেখতে পাওয়া যায় না। তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণ। তিনি লোকদের দুঃসংবাদের বিষয় বলছেন, যেন তারা দুঃসংবাদ শুনে অনুতাপ করে। প্রচারক বা শিক্ষকের এটা শিক্ষা করা প্রয়োজন যে সে এই শাস্ত্রাংশ থেকে কিভাবে সুসমাচার প্রচার করবে।

হোশেয় ৮

১
তুমি আপন মুখে তুরী দেও।[১২৬]
সে সদাপ্রভুর গৃহের উপরে ঈগল পক্ষীর ন্যায় আসিতেছে,[১২৭]
কেননা লোকেরা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে,[১২৮]
ও আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্ম করিয়াছে।
২
তাহারা আমার কাছে ক্রন্দন করিয়া বলিবে,
হে আমার ঈশ্বর, আমরা ইস্রায়েল, তোমাকে জানি।[১২৯]
৩
ইস্রায়েল, যাহা ভাল, তাহা দুরে ফেলিয়া দিয়াছে,
শত্রু তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া যাইবে।
৪
তাহারাই রাজগণকে স্থাপন করিয়াছে, আমা হইতে হয় নাই;[১৩০]
তাহারা অধ্যক্ষগণকে নিযুক্ত করিয়াছে, আমি তাহা জানি নাই;
তাহারা আপনাদের সুবর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা আপনাদের জন্য প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে,
যেন তাহারা উচ্ছিন্ন হয়।
৫
হে শমরিয়ে, তিনি তোমার বৎস প্রতিমা দুরে ফেলিয়া দিয়াছেন;[১৩১]
উহাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল;
উহারা কত কাল বিলম্বে বিশুদ্ধ হইবে?
৬
কেননা ইস্রায়েল হইতেই ঐ বৎস হইয়াছে;
শিল্পকার তাহা গড়িয়াছে, তাহা ঈশ্বর নয়;
বাস্তবিক শমরিয়ার বৎস খন্ডবিখন্ড হইবে।[১৩২]

---

১২৬ তুরী যুদ্ধর সময়ে মাঝে মাঝে বেজে থাকে। এখানে এটা একটি ঘটনা বলে মনে হচ্ছে। যাহোক, শত্রু ঈশ্বরের দেশের বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশের অপেক্ষা করছে তা নয়। বরং, শত্রু ঈশ্বরের দেশের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে!

১২৭ শকুন হলো ইস্রায়েলের উপর ধ্বংস আসার একটি উপযুক্ত চিত্র। শকুন মরা মাংস খায়। ইস্রায়েল ছিল আত্মিকভাবে মৃত।

১২৮ হোশেয় ৬:৭ পদ দেখুন।

১২৯ ইস্রায়েল ঈশ্বরকে প্রেম করে বলে দাবি করে। আসলে এই "প্রেম" ছিল মিথ্যা।

১৩০ রাজাবলি ১-২ অধ্যায়ে ইস্রায়েলের রাজাদের স্বভার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৩১ এটি শমরিয়াতে স্বর্ণময় গো-বৎসের নির্দেশনা (১রাজাবলি ১২:২৫-১৩:৩৪)।

১৩২ ইস্রায়েলীয়রা দাবি করল যে স্বর্ণময় গো-বৎস ছিল তাদের ঈশ্বর। তারা কোন ঈশ্বর নয়।

৭
কেননা তাহারা বায়ূ স্বরূপ বীজ বপন করে,
ঝঞ্ঝারূপ শস্য কাটিবে;
তাহার ক্ষেত্রে শস্য নাই;

চারা শস্য দিবে না;
শস্য দিলেও
বিদেশিগণ তাহা গ্রাস করিবে।
৮
ইস্রায়েল গ্রাসিত হইল;
এখন তাহারা অপ্রীতিকর পাত্রের ন্যায়
জাতিগণের মধ্যে আছে।[১৩৩]
৯
উহারা ত অশুরে গেল,
সে এমন বন্য গর্দ্দভ, যে একাকী থাকে;
ইফ্রয়িম প্রেমিকদিগকে পণ দিয়াছে।[১৩৪]
১০
যদ্যপি তাহারা জাতিগণের মধ্যে [লোকদিগকে] পণ দেয়,
তথাপি আমি এখন ইহাদিগকে একত্র করিব;
রাজাধিরাজের বোঝায় তাহারা ক্রমশঃ
ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।
১১
ইফ্রয়িম পাপের চেষ্টায় অনেক যজ্ঞবেদি করিয়াছে,
এই জন্য যজ্ঞবেদি সকল তাহার পক্ষে পাপ স্বরূপ হইয়াছে।

---

১৩৩ ইস্রায়েল তার উদ্দেশ্য পূর্ণতাসাধন করে নাই। মূলত: ইয়াওয়ে বললেন ইস্রায়েল যাজকগণের জাতি হবে। তারা মান্য করতে অস্বীকার করার কারণে, তারা অকার্য্যকর হয়ে পড়েছিল।

১৩৪ এটি ইস্রায়েলের মুক্তির নিমিত্ত তাদের মূল্য পরিশোধের বিষয় উল্লেখ করছে। যেহেতু এটা ছিল সাময়িকভাবে সাফল্য অর্জন, এটি ইস্রায়েলের আত্মিক দৈনতার বিষয় দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে। তারা বিশ্বাস করত না যে ইয়াওয়ে তাদের রক্ষা করতে পারেন।

১২
আমি তাহার জন্য আপন ব্যবস্থার দশ সহস্র কথা লিখি;
সে সকল বিজাতীয়রূপে গণিত হয়।[১৩৫]
১৩
আমার উপহার-বলি লইয়া
তাহারা মাংস বলি দেয় ও তাহা খাইয়া ফেলে;
সদাপ্রভু তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না;[১৩৬]
এখন তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিয়া
তাহাদের পাপের প্রতিফল দিবেন,

---

১৩৫ এটি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে ব্যবস্থা দ্বারা কারও অন্তর পরিবর্তন করা যায় না (গালাতীয় ৩:১০-১১)। অনেক ব্যবস্থা ইস্রায়েলের অবাধ্যতা থেকে রক্ষা করে নাই। একটি মাত্র বিষয় এই যে ইস্রায়েলের নূতন হৃদয়ে লিখিত ব্যবস্থা তাদের রক্ষা করতে পারবে। এভাবেই, ব্যবস্থাকে অদ্ভুত বিষয় রূপে দেখা হয় না। তাছাড়া তাদের হৃদয়ের উপরে লিখিত হয়েছিল, তারা স্বাভাবিক হবে। ঠিক অদ্রূপ খ্রীষ্টেতে খ্রীষ্টিয়ানদের যা দেওয়া হয়েছে (গালাতীয় ৩:১২-১৪)! তাঁর মৃত্যু, সমাধি, ও পুনরুত্থান নূতন নিয়মের প্রতিষ্ঠা আনায়ন করেছে (যিহিস্কেল ৩৬:২৪-২৭ ও ইব্রীয় ৮:৮-১২)।এই নূতন নিয়ম মানুষকে তাঁর সঙ্গে বাধ্যতায় হৃষ্টচিত্তে গমনাগমন করতে অনুমতি দেয়।

১৩৬ ইস্রায়েল ইয়াওয়ের আরাধনা করার দাবি করে। এই কারণ তারা ঈশ্বরের কাছে "উপহার বলি" আনায়ন করত। এরূপ, বিকৃতস্বভাবে, ইস্রায়েল সর্বদা ইয়াওয়ের আরাধনা করত। একের মধ্যে তাদের অনেক দেবতা ছিল। কিন্তু ইয়াওয়ে এই মিথ্যা আরাধনা গ্রহণ করতেন না। ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন নেই। তিনি মিথ্যা আরাধনা কখনও গ্রহণ করবেন না। খ্রীষ্টিয়ানগণ অবশ্যই তাদের মিথ্যা দেবতা থেকে দুরে থাকবে ও একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করবে।

তাহারা মিসরে ফিরিয়া যাইবে।[১৩৭]

১৪
কারণ ইস্রায়েল আপন নির্ম্মাতাকে ভুলিয়া গিয়াছে
ও স্থানে স্থানে প্রাসাদ গাঁথিয়াছে,
এবং যিহূদা অনেক প্রাচীরবেষ্টিত নগর প্রস্তুত করিয়াছে;[১৩৮]
কিন্তু আমি তাহার নগরে নগরে অগ্নি পাঠাইব,
সে তথাকার দুর্গ সকল গ্রাস করিবে।[১৩৯]

---

১৩৭ ইয়াওয়ে মিসরের বাইরে লোকদের রক্ষা করেছিলেন। এখন, পাপের কারণে, তারা তাদের "দাসত্বে" ফিরে যাবে। কারণ লোকেরা "মিসরে" ফিরে যাচ্ছে, যদি তারা ভবিষ্যতে রক্ষা পেতে চায়, তবে তাদের আরেকটি দ্বিতীয় যাত্রার প্রয়োজন হবে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে খ্রীষ্ট "দ্বিতীয় যাত্রা" রূপে পরিত্রাণ আনায়ন করবেন। তিনি তাঁর লোকদের দাসত্ব মুক্ত করবেন।

১৩৮ আবার, পূর্বের বাক্যগুলি মূলতঃ ইস্রায়েলকে বলা হয়েছে। যাহোক, সমুদয় ভাববাণী স্পষ্টত: ইস্রায়েল ও যিহূদা উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৩৯ ইস্রায়েলের নির্ভরশীল সবকিছুই ইয়াওয়ে সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছেন। এটা ছিল একটি সদয় কার্য্য। এটি তাদের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্যতায় ফিরিয়ে আনতে, তাদের আশান্বিত করেছিল, এবং তা পরিষ্কারভাবে দেখতে অনুপ্রাণীত করেছিল। আজও এই একই বিষয় ঘটছে। আমাদের নির্ভরতার সবকিছুই ইয়াওয়ে দুর করে দিচ্ছেন যেন আমরা অনুতপ্ত হই ও আমাদের সমস্ত নির্ভরতা তাঁর উপর সমর্পণ করি।

হোশেয় ৯

১
হে ইস্রায়েল, জাতিগণের ন্যায়
তুমি উল্লাসে আনন্দ করিও না;
কেননা তুমি আপন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ব্যভিচার করিতেছ,
শস্যের প্রত্যেক খামারে পণ ভালবাসিতেছ।

২
খামার কিম্বা দ্রাক্ষাপেষণস্থান তাহাদের খাদ্য দিবে না;
তাহারা নূতন দ্রাক্ষারসে বঞ্চিত হইবে।[১৪০]

৩
তাহারা সদাপ্রভুর দেশে বাস করিবে না;[১৪১]
কিন্তু ইফ্রয়িম মিসরে ফিরিয়া যাইবে,
আর তাহারা অশুরে অশুচি দ্রব্য ভোজন করিবে।[১৪২]

---

১৪০ ইস্রায়েলের ব্যভিচারের কারণে, ঈশ্বর দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে ভুমি ইস্রায়েলীয়দের আর সেবা করবে না। এটি আর ইস্রায়েলীয়দের প্রত্যাশিত বস্তু হবে না। এই বিষয় দ্বিতীয় বিবরণ ২৮:১৫-৬৮ পদে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। এমনকি আদিকালে এটি কয়িনের জীবনেও ঘটতে দেখা গিয়েছিল যখন সে হেবলকে হত্যা করেছিল (আদিপুস্তক ৪:১২)। এই আশীর্ব্বাদের স্থান-পরিবর্তন ঈশ্বর থেকে সদয় দান স্বরূপ। লোকেরা এই অন্যরকম সতর্কবার্তা স্বরূপ যখন আশীর্ব্বাদের অভাব দেখতে পায় তখন যেন তাদের পাপ থেকে ফিরে আসার প্রয়োজন বুঝতে পারে।

১৪১ আদম ও হবার মত, ইস্রায়েল ঈশ্বরের উত্তম স্থানে অবস্থান করতে পারল না।

১৪২ হোশেয়ের সময়ে মিসর ও অশুর একসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। উভয়ে ঈশ্বরের উত্তম স্থান থেকে দাসত্বের চিত্র নিয়ে গিয়েছিল। আবার, পাঠককে এই স্থানগুলির উল্লেখ মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের লোকদের জন্য এটা সাধিত হবে, যদি তারা মুক্ত হয়, তবে তাদের দ্বিতীয় যাত্রার প্রয়োজন হবে।

৪
তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে দ্রাক্ষারস নিবেদন করিবে না,
এবং তাহাদের বলিদান সকল তাঁহার তুষ্টিজনক হইবে না;[১৪৩]
তাহাদের পক্ষে সে সকল শোককারীদের খাদ্যের সমান হইবে;
যাহারা তাহা ভোজন করিবে,
তাহারা সকলে অশুচি হইবে;
বস্তুত: তাহাদের খাদ্য তাহাদেরই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য হইবে,
তাহা সদাপ্রভুর গৃহে উপস্থিত হইবে না।[১৪৪]
৫
পর্ব্বদিনে ও সদাপ্রভুর উৎসব-দিনে
তোমরা কি করিবে?
৬
কারণ দেখ, তাহারা ধ্বংসস্থান হইতে পলায়ন করিল,
[তথাপি] মিসর তাহাদিগকে একত্র করিবে,
মোফ তাহাদিগকে কবর দিবে,[১৪৫]

---

১৪৩ আবার, ইস্রায়েল অন্তত: তাদের বিচার শক্তি অনুসারে–ইয়াওয়ের আরাধনা করেছিল। তারা ইয়াওয়ের কাছে দ্বিধাচিত্তে বলি উৎসর্গ করত কারণ তারা অন্যান্য দেবগণের সেবা করত। ইয়াওয়ে কখনও এই ধরণের আরাধনা গ্রহণ করবেন না।

১৪৪ যখন তারা বালের আরাধনা করত তখন তারা ইয়াওয়ের আরাধনাও অব্যহত রাখত। ইয়াওয়ে স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। তিনি দ্বিধাচিত্ত আরাধনা গ্রহণ করেন না এবং তিনি এ ধরণের আরাধনা গ্রহণ করবেন না। যাত্রা: ৩৪:১৪ পদ দেখুন।

১৪৫ প্রাচীন মিসরের একটি নগর ছিল মোফ। হোশেয়ের সময়ে মিসর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

হোশেয় ৯

তাহাদের রৌপ্যময় মনোহর দ্রব্য সকল বিছুটিবৃক্ষের অধিকার হইবে,

তাহাদের তাম্বু সকলে কন্টকবৃক্ষ জন্মিবে।

৭

প্রতিফল-দানের সময় উপস্থিত,
দন্ডের সময় উপস্থিত,
ইহা ইস্রায়েল জ্ঞাত হইবে;
ভাববাদী অজ্ঞান,
আত্মাবিষ্ট লোক উন্মত্ত;
ইহার কারণ তোমার অপরাধের বাহুল্য
ও বিদ্বেষের আধিক্য।

৮

ইফ্রয়িম আমার ঈশ্বরের সহিত প্রহরী [ছিল];
ভাববাদীর সকল পথে রহিয়াছে ব্যাধের ফাঁদ,
তাহার ঈশ্বরের গৃহে বিদ্বেষ।

৯

তাহারা গিবিয়ার সময়ের ন্যায়
অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে;[১৪৬]
তিনি তাহাদের অপরাধ স্মরণ করিবেন,
তাহাদের পাপ সকলের প্রতিফল দিবেন।

---

১৪৬ গিবিয়ার সময় বলতে মনে হয় বিচারকর্তৃগণের পুস্তকের শেষে লিখিত পাপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারকর্তৃগণের পুস্তক ১৯ অধ্যায় দেখুন।

১০
আমি প্রান্তরে দ্রাক্ষাফলের ন্যায়
ইস্রায়েলকে পাইয়াছিলাম;
আমি ডুমুর বৃক্ষের অগ্রিম
আশুপক্ক ফলের ন্যায়
তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে দেখিয়াছিলাম;
কিন্তু তাহারা বালপিয়োরের কাছে গিয়া[১৪৭]
সেই লজ্জাস্পদের উদ্দেশে আপনাদিগকে পৃথক করিল
এবং আপনাদের সেই জারের ন্যায় জঘন্ন হইয়া পড়িল।
১১
ইফ্রয়িমের গৌরব পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যাইবে;
না প্রসব, না গর্ভ, না গর্ভধারণ হইবে।
১২
যদ্যপি তাহারা সন্তানসন্ততি পালন করে,
তথাপি আমি তাহাদিগকে এমন নিঃসন্তান করিব যে,
এক জন মানুষও থাকিবে না;
আবার ধিক্ তাহাদিগকে,
যখন আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি।
১৩
সোরকে আমি যেমন দেখিয়াছি,
ইফ্রয়িমও সেই প্রকার রম্য স্থানে রোপিত;
কিন্তু ইফ্রয়িম আপন সন্তানগণকে বাহিরে ঘাতকের নিকটে লইয়া যাইবে।
১৪
হে সদাপ্রভু, তাহাদিগকে দেও;

---

১৪৭ দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৩:৯-৪:৩ পদ দেখুন।

তুমি কি দিবে?
তাহাদিগকে গর্ভস্রাবী জঠর
ও শুষ্ক স্তন দেও।

১৫
গিল্‌গলে তাহাদের সমস্ত দুষ্টামি দেখা যায়],
বস্তুত: সেখানে তাহাদের প্রতি আমার ঘৃণা জন্মিয়াছিল;[১৪৮]
আমি তাহাদের কর্ম্মকান্ডের দুষ্টতা প্রযুক্ত
আমার গৃহ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব,
আর ভালবাসিব না,[১৪৯]
তাহাদের অধ্যক্ষগণ সকলে বিদ্রোহী।

১৬
ইফ্রয়িম আহত,
তাহাদের মূল শুষ্কীভুত,
তাহারা আর ফলিবে না;[১৫০]
যদ্যপি তাহারা সন্তানের জন্ম দেয়,
তথাপি আমি তাহাদের প্রিয় গর্ভফল মারিয়া ফেলিব।

১৭
আমার ঈশ্বর তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিবেন,
কেননা তাহারা তাঁহার বাক্য মানে নাই;
আর তাহারা জাতিগণের মধ্যে ইতস্তত: ভ্রমণ করিবে।[১৫১]

---

১৪৮ গিল্‌গল হলো সেই স্থান যেখানে ইস্রায়েল যর্দ্দন পার হয়ে প্রথম তাম্বু স্থাপন করেছিল।

১৪৯ হোশেয়ের সময় থেকে এটি ইস্রায়েলকে উল্লেখ করছে। ঈশ্বর বলছেন যে তিনি সেই বংশধরদের আর ক্ষমা করবেন না। তারা ধ্বংস হবে।

১৫০ ইস্রায়েল উত্তম ফল ধারণ করতে পারে না কারণ তারা ঈশ্বরের আরাধনা ও তাঁকে মান্য করতে অস্বীকার করেছে। যীশু, প্রকৃত ইস্রায়েল, হোশেয়ের সময়ের ইস্রায়েলীয়রা তদ্রূপ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ফলবান। কারণ তিনি প্রকৃত ফলে পরিপূর্ণ ছিলেন, যারা তাঁহাতে আছে তারা সকলেই ফলবান (যোহন ১৫)।

১৫১ আদিপুস্তক ৪:১৪ পদ দেখুন। কয়িনের মত, ইস্রায়েল লোকেরা তাদের ঘর থেকে দুরে বিতাড়িত হবে। দ্বিকতীয় বিবরণের ভাববাণী ছিল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৭-২৯:২৮)। সেই কারণ, দ্বিতীয় বিবরণে প্রতিজ্ঞাটি সংযুক্ত হয়েছে যেন ঈশ্বর তাঁর লোকদের নিরূপিত সময়ে পুন:সংগ্রহ করতে পারেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৮-৩১ ও ৩০:১-১০)। খ্রীষ্টিয়ানগণও জাতিগণের মধ্য থেকে ঈশ্বরের জাতির মত পুন:সংগৃহিত হওয়ার একটি অংশ স্বরূপ (১পিতর ১:১পদ)। যীশু হলেন "অধ্যক্ষ" যিনি এই দ্বিতীয় যাত্রায় ঈশ্বরের লোকদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন (হোশেয় ১:১০-২:১)।

হোশেয় ১০

১
ইস্রায়েল দীর্ঘপল্লবা দ্রাক্ষালতাস্বরূপ,[১৫২]
তাহার ফল ধরে;[১৫৩]
সে আপন ফলের আধিক্য অনুসারে
অধিক যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছে,
আপন দেশের উৎকর্ষ অনুসারে
উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছে।[১৫৪]

---

১৫২ পুরাতন নিয়মে প্রায়ই ইস্রায়েলকে দ্রাক্ষালতার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই তুলনা সর্বদাই না-সূচক, কারণ ইস্রায়েল কখনও উত্তম ফল ধারণ করেনি (গীত: ৮০:৮-১৬, যিশাইয় ৫:১-৭, যিরমিয় ২:২১, ৫:১০, ১২:১০, যিহিস্কেল ১৫:১-৮ ও ১৭:১-২৪)। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যোহন ১৫ অধ্যায়ে যীশু নিজেকে দ্রাক্ষালতার সাথে তুলনা করেছিলেন। তিনিই **প্রকৃত দ্রাক্ষালতা**। প্রকৃত দ্রাক্ষালতা স্বরূপ তিনি যা করতে পারেন ইস্রায়েল কখনও তা করতে পারে নাই। তিনি উত্তম ফল ধারণ করেন। এটি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে যীশু হলেন নূতন ইস্রায়েল। তিনি ঈশ্বরের পুত্র যিনি যথাযথভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণতাসাধন করবেন। যারা তাঁতে আছে তারাও উত্তম ফল ধারণ করবে। যীশু ব্যতীত অন্য কোন দ্রাক্ষালতা নেই। প্রকৃত দ্রাক্ষলতা স্বরূপ, তিনি "ফল ধারণে" ইস্রায়েলের জন্য সর্বদা প্রত্যাশিত ইয়াওয়ের উদ্দেশ্য পূর্ণতাসাধন করেছেন। নূতন নিয়মের পাঠকগণ হোশেয়ের এই কবিতাগুলি পড়ছেন, আমরা প্রকৃত ইস্রায়েল–যীশু সম্পর্কে চিন্তা করি–পিতার গৌরবার্থে উত্তম ফল ধারণ করি। এভাবেই যে কোন ব্যক্তি উত্তম ফল ধারণ করতে সমর্থ কারণ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত দ্রাক্ষালতা–যীশুর সাথে সংযুক্ত।

১৫৩ পাঠক ফলে পরিপূর্ণ একটি দ্রাক্ষালতার সুন্দর ছবি উপস্থাপন করতে পারেন। দ্রাক্ষালতা হলো ইস্রায়েল। দ্রাক্ষালতার মত, ইস্রায়েল দেশ, সমস্ত দেশে "আঙ্গুর" উৎপন্ন হয়েছে। "আঙ্গুর" ইস্রায়েলে উৎপন্ন হচ্ছে, সে যা হোক, এগুলি প্রকৃতপক্ষে বালের বেদি! এই বেদিগুলি সতেজ দ্রাক্ষালতার ন্যায় প্রচুর রূপে আঙ্গুর স্বরূপ– সর্বসময়ে এগুলি অধিক সংখ্যায় যুক্ত হচ্ছে! আমরা শিখলাম, ইস্রায়েলের "ফল" হলো ব্যভিচার। এটাই এই দেশে উৎপন্ন হচ্ছে এবং এর জন্যই সে পরিচিত।

১৫৪ আমরা এখন দ্রাক্ষালতার সদৃশ্য ত্যাগ করেছি ও দেশের প্রতি মনোযোগী হয়েছি। দেশের সমৃদ্ধি স্বরূপ (ইয়াওয়ের পরিণামদর্শিতার কারণে), আমরা দেখতে পাই যে লোকেরা তাদের স্তম্ভগুলি উন্নয়ন করতে কঠোর পরিশ্রম করছে। "বেদিগুলি" ও "স্তম্ভগুলি" হলো মিথ্যা দেবতা। এই পদ নির্দেশ করছে যে ইস্রায়েলে প্রতীমাপূজা সর্বদাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ইস্রায়েল প্রত্যেক "ঝোপালো বৃক্ষের নীচে ও উচ্চ পর্ব্বতের উপর" দেবতাদের কাছে আরাধনা করেছে (যিরমিয় ৩:৬ পদ দেখুন)।

২
তাহাদের অন্তঃকরণ বিভক্ত;
এখন তাহারা দোষী প্রতিপন্ন হইবে।
তিনিই তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল ভগ্ন করিবেন,
তাহাদের স্তম্ভ সকলই নষ্ট করিবেন।[১৫৫]
৩
অবশ্য এখন তাহারা বলিবে,
আমাদের রাজা নাই,
কারণ আমরা সদাপ্রভুকে ভয় করি না,
তবে রাজা আমাদের জন্য কি করিতে পারে?
৪
তাহারা অলীক কথা বলে,
নিয়ম করিবার সময় মিথ্যা শপথ করে;
তাই বিচার ক্ষেত্রের আলীস্থ বিষবৃক্ষের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়।

---

১৫৫ ইস্রায়েলের "ফল"–এর বেদিগুলি ও স্তম্ভগুলি–ইয়াওয়ে কর্তৃক ভেঙ্গে ফেলা হবে। বেদিগুলি ভাঙ্গার জন্য তিনি "যন্ত্র" রূপে অশুরকে ব্যবহার করবেন। তিনি ইস্রায়েলে প্রতীমার ক্রীড়নক ধ্বংস করবেন। যেহেতু এই কবিতা এটা বলে না, হোশেয়ের অন্য শাস্ত্রাংশগুলি নির্দেশ করছে যে ইয়াওয়ে কেবল প্রতীমার ক্রিড়নক নষ্ট করবেন না তিনি প্রতীমার প্রতি আসক্তিও নষ্ট করবেন।

৫

শমরিয়া নিবাসিগণ বৈৎ-আবনের বৎসপ্রতিমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইবে;[১৫৬]
কারণ তাহার প্রজাগণ তাহার নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইবে,
এবং তাহার যে পুরোহিতেরা তাহার জন্য আনন্দ করিত,
তাহারাও তাহার জন্য, তাহার গৌরবের নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইবে,
কারণ গৌরব তাহাকে ছাড়িয়া নির্ব্বাসিত হইবে।

৬

সেও বিবাদরাজের উপঢৌকন দ্রব্য বলিয়া
অশুরে নীত হইবে;[১৫৭]
ইফ্রয়িম লজ্জা পাইবে,
ইস্রায়েল আপন মন্ত্রণায় লজ্জিত হইবে।

৭

শমরিয়ার রাজা উচ্ছিন্ন হইল,
সে জলোপরিস্থ ফেনের সদৃশ্য হইলভ

৮

ইস্রায়েলের পাপ স্বরূপ আবনের উচ্চস্থলী[১৫৮] সকলও
বিনষ্ট হইবে,
তাহাদের যজ্ঞবেদি-সমুহের উপরে কন্টক
ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে;
এবং তাহারা পর্ব্বতগণকে বলিবে, আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখ;
ও উপপর্ব্বতগণকে বলিবে, আমাদের উপরে পড়।[১৫৯]

---

১৫৬ এটা বৈথেলের জন্য হোশেয়ের অবজ্ঞাজনক নাম। বৈথেল অর্থ "ঈশ্বরের গৃহ"। বৈৎ-আবন অর্থ "অবিচারের গৃহ"। সেখানে স্বর্ণময় গো-বৎসের কারণে, বৈথেল, ঈশ্বরের গৃহ, বৈৎ-আবন হয়েছিল।

১৫৭ এমনকি লোকেরা স্বর্ণময় গো-বৎসের উপরে নির্ভর করায় নির্বাসনে নীত হয়েছিল! স্বর্ণময় গো-বৎস ইস্রায়েলকে নির্বাসন থেকে রক্ষা করতে পারল না। এই "দেবতা" এমনকি নিজেকে রক্ষা করতে পারে না! এটিও নির্বাসনে গিয়েছিল!

১৫৮ আবার, এটি বৈথেলের বিদ্রূপাত্মক নাম বলে উল্লেখিত।

১৫৯ যেদিন অশুরিয়দের দ্বারা ইস্রায়েল পরাজিত হয়েছিল সেদিন তারা চিৎকার করে কেঁদেছিল, প্রেরিত যোহন দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে ঈশ্বরের আরাধনা করতে অস্বীকার করার কারণে এভাবেই একদিন সমস্ত লোক কাঁদবে (প্রকাশিত বাক্য ৬:১৬)। এরূপে, হোশেয়ের সময়ে ইস্রায়েলের দাসত্ব থেকে সকল মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করবে, কারণ তাদের প্রতিমাপূজার কারণে শাস্তির সন্মুখিন হওয়ার বিষয় এটি একটি সতর্কবার্তা।

৯
হে ইস্রায়েল গিবিয়ার সময় অবধি তুমি পাপ করিয়া আসিতেছ;[১৬০]
[তোমার] লোকেরা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;
অন্যায়ী বংশের প্রতিকুলে কৃত যুদ্ধ কি গিবিয়াতে তাহাদিগকে ধরিবে না।
১০
আমি যখন ইচ্ছা, তাহাদিগকে শাস্তি দিব,
আর তাহারা যখন তাহাদের দুইটি অপরাধরূপ যোঁয়ালিতে বদ্ধ রহিয়াছে,
তখন তাহাদের বিপক্ষে জাতিগণ সংগৃহীত হইবে।
১১
আর ইফ্রয়িম এমন শিক্ষিতা গাভীস্বরূপ,
যে [শস্য] মর্দ্দন করিতে ভালবাসে,
কিন্তু আমি তাহার সুন্দর গ্রীবায় হস্তক্ষেপ করিয়াছি,
আমি ইফ্রয়িমের উপরে এক আরোহীকে বসাইব;
যিহূদা হাল টানিবে,
যাকোব তাহার ঢেলা ভাঙ্গিবে।

---

১৬০ বিচারকর্তৃগণ ১৯:২২-৩০ পদে পাপের ভয়াবহতার বর্ণনা দেখুন। ইয়াওয়ে বললেন যে ঐ পাপ করার সময় থেকে হোশেয়ের ভাববাণী বলার সময় পর্য্যন্ত ইস্রায়েল পাপ করা থেকে কখনও বিরত থাকেনি।

১২
তোমরা আপনাদের জন্য ধার্ম্মিকতার বীজ বপন কর,
দয়ানুযায়ী শস্য কাট,
আপনাদের জন্য পতিত ভুমি তোল;
কেননা সদাপ্রভুর অন্বেষণ করার সময় আছে,
যে পর্য্যন্ত তিনি আসিয়া তোমাদের উপরে ধার্ম্মিকতা না বর্ষান।[১৬১]
১৩
তোমরা দুষ্টতারূপ চাষ করিয়াছ,
অধর্ম্মরূপ শস্য কাটিয়াছ,
মিথ্যার ফল ভোজন করিয়াছ;
কারণ তুমি আপনার পথে,
আপনার বীরসমূহে বিশ্বাস করিয়াছ।[১৬২]
১৪
এই নিমিত্ত তোমার লোকবৃন্দের বিরুদ্ধে কোলাহল উঠিবে;
তোমার দৃঢ় দুর্গ সকলের সর্ব্বনাশ হইবে;
যেমন যুদ্ধের দিনে শল্‌মন বৈৎ-অর্ব্বেলের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল;[১৬৩]
মাতাকে ও বালকগণকে আছাড় মারিয়া খন্ড খন্ড করা হইয়াছিল।
১৫
তোমাদের মহাদুষ্টতা প্রযুক্ত বৈথেলে
তোমাদের প্রতি ইহা ঘটাইবে;
অরুণোদয় কালে ইস্রায়েলের রাজা
উচ্ছিন্ন হইবে।

---

১৬১ হোশেয়ের সময়ে এই ছিল ইস্রায়েল লোকদের প্রতি বার্তা। এটা যিহূদার লোকদের প্রতিও ছিল একটি বার্তা যারা ইস্রায়েলের প্রতি হোশেয়ের বাক্যগুলি "আড়ি পেতে শুনেছিল"। আর এই বাক্য বর্তমান লোকদের জন্য প্রযোজ্য।ঈশ্বর ধার্ম্মিকতার শস্য কর্ত্তন করতে চান। এটি আমাদের হৃদয়ে "শক্ত মাটি" ভাঙ্গার মত অবস্থা যা আমাদের ফলবান হওয়া রক্ষা করে।

১৬২ ইস্রায়েল নিজের শক্তির উপর নির্ভর করার পরিবর্তে, ইস্রায়েল ইয়াওয়েতে বিশ্বাস করবে।

১৬৩ এখানে উল্লেখিত যুদ্ধ সম্পর্কে পন্ডিতগণ নিশ্চিত নয়। এটা কোন বিষয় নয়। যে কোন ভাবে, এটি ছিল পশুবৎ আচরণ। ইয়াওয়ে বলেন যে বৈথেলে পাপ সংঘটিত হওয়ার কারণে ইস্রায়েলে এই একই বিষয় ঘটবে।

হোশেয় ১১:১-১১

এই অধ্যায় ইয়াওয়ের "পুত্র" সম্বন্ধীয় ইয়াওয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দ্বারা শুরু হয়েছে। এই ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ কারণ মথি ২:১৫ পদে প্রেরিত মথি দ্বারা উদ্বৃত করা হয়েছে। হোশেয় ১১:১ পদ যত্নসহকারে চিন্তা করা প্রচারক বা শিক্ষকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভাববাদিদের শিক্ষা কিভাবে ব্যবহার করবে এই পদ তা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছে। হোশেয়েতে অধ্যায়টি শেষ হয়েছে একটি বড়ধরণের "হ্যাঁ-সূচক বিভাগ" দ্বারা। হোশেয়তে এই বিভাগ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর কবিতা সংযুক্ত করেছে।

এটি দৃষ্টিগোচর হয় যে হোশেয় ১১ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া বার্তাটি অপেক্ষা বরং হোশেয় ১২ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া বার্তাটি হোশেয় ১১:১২ পদের সাথে স্বাভাবিকভাবে যুক্ত। এই কারণ, এই প্রচারক সহায়িকাতে পরবর্তী বিভাগে হোশেয় ১১:১২ পদ সংযুক্তআছে।

হোশেয় ১১:১-১১

১
ইস্রায়েলের বাল্যকালে আমি তাহাকে ভালবাসিতাম,
এবং মিসর হইত আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম।[১৬৪]
২
তাহারা লোকদিগকে ডাকিলে[১৬৫]
লোকেরা দৃষ্টিপথ হইতে দুরে গেল,
বাল দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিল,
এবং প্রতিমাগণের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাইল।
৩
আমিই ত ইফ্রয়িমকে হাঁটিতে শিখাইয়াছিলাম,
আমি তাহাদিগকে কোলে করিতাম;
কিন্তু আমি যে তাহাদিগকে সুস্থ করিলাম, ইহা তাহারা বুঝিল না।

---

১৬৪ ইয়াওয়ে ইস্রায়েলকে তাঁর "পুত্র" বলে ডাকলেন যখন ইস্রায়েল মিসরে ছিল (যাত্রা ৪:২২)। ঈশ্বরের "পুত্র" হিসাবে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে ইস্রায়েল ঈশ্বরের সাদৃশ্য বহন করছিল (আদিপুস্তক ১:২৬-২৮)। ঠিক একই ভাবে আদম, প্রথম "ঈশ্বরের পুত্র" (লূক ৩:৩৮) তাঁর সাদৃশ্য বহন করতে ব্যর্থ হলো, ইস্রায়েল তাঁর সাদৃশ্য বহন করতে ব্যর্থ হলো। মথি ২:১৫ পদ এটি উল্লেখ করছে যে যীশুর জন্ম ছিল এই পদের পরিপূর্ণতা: "যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, 'আমি মিসর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম'। (মথি ২:১৫)। অবশ্য, মথি জানতেন যে হোশেয়েতে এই পদটি ইস্রায়েলকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। হোশেয়ের আসল অর্থ মথি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু মথি ঠিক এই একটি নির্দিষ্ট পদ নিয়ে চিন্তা করেননি। তিনি সবকিছুই চিন্তা করেছিলেন যা মিসর থেকে ঈশ্বরের লোকদের বের হয়ে আসবার বিষয় বলা হয়েছিল। হোশেয় ১:১০-২:১ থেকে, মিসর থেকে ফিরে আসবার চিন্তা-ভাবনা এবং মিসর থেকে যাত্রা করবার বিষয় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বরং মথি তার পাঠকদের বলছেন যে যীশু যা সাধন করেছিলেন ইস্রায়েল তা কখনও সাধন করতে পারেনি। তিনিই প্রকৃত "ঈশ্বরের পুত্র" যাঁকে মিসর থেকে ডেকে আনা হলো। প্রকৃত "ঈশ্বরের পুত্র" স্বরূপ,যীশুই পূর্ণতাসাধন করলেন এবং সকলই পূর্ণতা সাধন করলেন যা করতে আদম ও ইস্রায়েল ব্যর্থ হয়েছিল (গণনাপুস্তক ২৪:৮ পদে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় বিলিয়মের ভাববাণী)। এটি অতিরিক্ত প্রমাণ যে মথি হোশেয় ১১:১ পদে হোশেয়ের বাক্যগুলি বুঝতে ভুল করেননি।

১৬৫ ইয়াওয়ে যখন মিসর থেকে ইস্রায়েলকে ডেকে আনলেন তখন তাঁর সাথে ইস্রায়েলের সম্বন্ধ ঠিক ছিল না। তিনি তাদের ঐ সময় থেকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন!

৪
আমি মনুষ্যের বন্ধনী দ্বারা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতাম,[১৬৬]
প্রেমরজ্জু দ্বারাই করিতাম,
আর আমি তাহাদের পক্ষে সেই লোকদের ন্যায় ছিলাম,
যাহারা হনূ হইতে যোঁয়ালি উঠাইয়া লয়,
এবং আমি তাহাদিগকে ভক্ষ দিতাম।

৫
সে মিসর দেশে ফিরিয়া যাইবে না,[১৬৭]
কিন্তু অশুরই তাহার রাজা হইবে,
কেননা তাহারা ফিরিয়া আসিতে অসম্মত হইল।[১৬৮]

---

১৬৬ ইস্রায়েল মিসরে দাসত্ব করছিল। ইয়াওয়ে কখনও তাদের দাস হিসাবে গ্রহণ করেননি। পরিবর্তে, তিনি তাদের "প্রেম" "রজ্জু" দ্বারাই চালিত করতেন।

১৬৭ পুনরায় হোশেয় ১১:১ দেখুন, হোশেয় এই পুস্তকে মিসর ও অশুরিয়কে ব্যবহার করেছেন।

১৬৮ মতামত এই যে ইস্রায়েল দাসত্বে ফিরে যাচ্ছে। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মিসর থেকে নিয়ে আসলেন, এখন "দ্বিতীয় যাত্রার" প্রয়োজন হবে। যীশু "নূতন মোশি" যিনি তাঁর লোকদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এই "দ্বিতীয় যাত্রায়" নিয়ে আসবেন।

৬
আর তাহাদের নগর সকলের উপরে খড়্গ পতিত হইবে,
তাহাদের অর্গল সকলকে সংহার করিবে, [লোকদিগকে] গ্রাস করিবে,
ইহার কারণ তাহাদের নিজ মন্ত্রণাসমূহ।
৭
আমার প্রজাগণ আমা হইতে বিপথগমণের দিকে ঝুঁকে;
উর্দ্ধদিকে আহূত হইলে তাহারা কেহ উঠিতে স্বীকার করে না।[১৬৯]
৮
হে ইফ্রয়িম, আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ কবির?
হে ইস্রায়েল, কিরূপে তোমাকে পরহস্তে সমর্পণ করিব?
কিরূপে তোমাকে অদমার তুল্য করিব?
কিরূপে তোমাকে সবোয়িমের ন্যায় করিব?[১৭০]
আমার মধ্যে অন্ত:করণ ব্যাকুল হইতেছে,
আমার করুণাসমষ্টি একসঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।[১৭১]
৯
আমি আপন প্রচন্ড ক্রোধ সফল করিব না,
ইফ্রয়িমের সর্ব্বনাশ করিত ফিরিব না,
কেননা আমি ঈশ্বর, মনুষ্য নহি;
আমি তোমার মধ্যবর্ত্তী পবিত্রম,
কোপে উপস্থিত হইব না।

---

১৬৯ এটি একটি মিথ্যা অনুতাপের উল্লেখ। ইস্রায়েল সর্বদাই ইয়াওয়ের উদ্দেশে বলিদান করে, কিন্তু তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখানো তাদের বাক্য ছিল মিথ্যা।

১৭০ অদ্‌মা ও সবোয়িম ছোট নগর যা ধ্বংস হয়েছিল যখন সদোম ও ঘমোরা ধ্বংস হয়েছিল (আদি: ১০:১৯ ও দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৩)।

১৭১ এটি কণ্ঠস্বরের বিস্ময়কর পরিবর্তন। ৮-১১ পদে আছে, ইয়াওয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি তাঁর লোকদের রক্ষা করবেন। ভাববাদিগণ প্রায়ই দুঃখের ও আনন্দের মাঝখানে সুইচ হিসাবে কাজ করে।

১০
তাহারা সদাপ্রভুর অনুগমন করিবে;
তিনি সিংহের ন্যায় ডাকিবেন,
হাঁ, তিনি ডাকিবেন,
আর পশ্চিমদিক্ হইতে সন্তানগণ কাঁপিতে কাঁপিতে আসিবে।[১৭২]
১১
তাহারা মিসর হইতে চটকপক্ষীর ন্যায়,
অশুর দেশ হইতে কপোতের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে আসিবে;
আর আমি তাহাদের বাটীতে তাহাদিগকে বাস করাইব, ইহা সদাপ্রভু কহেন।[১৭৩]

---

১৭২ হোশেয় ৫ অধ্যায়ে, ইয়াওয়ে নিজেকে সিংহ রুপে বর্ণনা করেছেন। সেখানে, তিনি তাঁর লোকদের সিংহের মত বিদীর্ণ করতে প্রতিজ্ঞা করেছেন। এখানে, তিনি সিংহের মত গর্জন করার ও তাঁর লোকদের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে আনবার এবং তাদের ঘরে ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা করেছেন। পুস্তকটিতে বিভিন্ন বাণীর উপমা সংযুক্ত আছে এবং পাঠক বাণীটির প্রতি অধিক মনোযোগী হবেন।

১৭৩ আরও একবার, আমরা মিসর (এবং অন্যান্য স্থান) থেকে ঈশ্বরের লোকদের বের করে আনবার বিষয় উল্লেখ করেছি। হোশেয়েতে দ্বিতীয় যাত্রার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূলবিষয়।

হোশেয় ১১:১২-১৩:১৬

আবার, এটি প্রকাশ করছে যে হোশেয় ১১:১২ পদের বার্তাটি সাধারণভাবে হোশেয় ১১ অধ্যায় অপেক্ষা হোশেয় ১২ অধ্যায়ের সাথে দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণ, এই প্রচারক সহায়িকাতে হোশেয় ১১:১২ পদ পরবর্তী বিভাগে সংযুক্ত আছে।

হোশেয় পুস্তকে, ১১:৮-১১ পদে, একটি সুন্দর কবিতা পুন:স্থাপিত হওয়ার পর, আরও একবার, আগত ধ্বংসের বার্তাটি পরিবর্তীত হয়েছে। আবার, আশার বাণী থেকে ধ্বংসের বার্তায় পরিবর্তীত হওয়া সকল ভাববাদিগণের পক্ষে সাধারণ বিষয়। ১১:১২-১৩:১৬ পদে, ইয়াওয়ে লোকদের তাদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি বিশ্বস্ত এবং ইস্রায়েল অবিশ্বস্ত। অধ্যায়টি ধ্বংসের ভাববাণী দ্বারা শেষ হয়েছে: "শমরিয়া দন্ড পাইবে, কারণ সে আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে, তাহারা খড়্গে পতিত হইবে, তাহাদের শিশুগণকে আছাড়িয়া খন্ড খন্ড করা যাইবে, তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা যাইবে"। এরূপ ভীতিজনক বাক্য প্রদানের কারণ হলো যেন লোকদের জীবনে ভয় উপস্থিত হয় ও তারা ইয়াওয়ের কাছে ফিরে আসে। বর্তমান লোকদের বিষয়েও এই একই সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে।

হোশেয় ১১:১২-১৩:১৬

হোশেয় ১১

১২

ইফ্রয়িম মিথ্যাকথায়[১৭৪]
ও ইস্রায়েলকুল ছলনায় আমাকে বেষ্টন করে;
এবং যিহূদা এখনও ঈশ্বরের কাছে, বিশ্বস্ত
পবিত্রতমের কাছে, চঞ্চল।[১৭৫]

হোশেয় ১২

১

ইফ্রয়িম বায়ূ ভক্ষণ করে
ও পূর্ব্বীয় বায়ূর পশ্চাতে দৌড়িয়া যায়;
সে সমস্ত দিন মিথ্যা কথা ও উপদ্রব বৃদ্ধি করে,
তাহারা অশুরের সহিত নিয়ম স্থির করে,[১৭৬]
এবং মিশরে তৈল নীত হয়।

২

আর যিহূদার সহিত সদাপ্রভুর বিবাদ আছে,
তিনি যাকোবকে তাহার পথানুসারে দন্ড দিবেন,
তাহার কার্য্যানুযায়ী প্রতিফল দিবেন।

---

১৭৪ এটি দেখা যায় যে ১২ পদ ১১ পদ অপেক্ষা অধিক স্বাভাবিকভাবে হোশেয় ১২ পদের সাথে যুক্ত।

১৭৫ এক সময়, যিহূদা ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, হিষ্কিয় ও যোশিয়ের রাজত্ব কালে, যিহূদা "আনুষ্ঠানিকভাবে" পাপের জন্য ও ইয়াওয়ের বিরুদ্ধে নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য অনুতাপ করেছিল। হোশেয় ১২:২।

১৭৬ হোশেয় পুস্তকের মধ্য দিয়ে অশুর ও মিসরকে একত্রে সংযুক্ত দেখা যায়। অবশেষে অশুর ইস্রায়েলকে পরাজিত করল। হোশেয়ের প্রচার চলাকালীন সময়ে, যে কোনভাবে, ইস্রায়েল অশুরের সাথে একটি নিয়মে আবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করেছিল।

৩
জরায়ুর মধ্যে সে আপন ভ্রাতার পাদমূল ধরিয়াছিল,[১৭৭]
আর বয়স কালে ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।
৪
হ্যাঁ, সে দূতের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিল;[১৭৮]
সে তাঁহার নিকটে রোদন ও বিনতি করিয়াছিল;[১৭৯]
সে বৈথেলে তাঁহাকে পাইয়াছিল,

---

১৭৭ আদিপুস্তক ২৫:২৬ পদ দেখুন।ESV মূল গ্রন্থ এটি নির্দেশ করেছিল যে যাকোব নামে একটি সাম্ভাব্য অর্থ হতে পারে "সে পাদমূল ধরেছিল"।

১৭৮ আদিপুস্তক ৩২:২২-৩২ পদ দেখুন।

১৭৯ এই ঘটনার বিষয় আদিপুস্তক ৩২ অধ্যায়ে যাকোবের রোদন করার বিষয় বলা হয়নি। যাহোক, হোশেয় এটা বলছেন কারণ ওটা যাকোবের একটি মনোভাব ছিল। সে ঈশ্বরকে চেয়েছিল ও সে তাঁকে ছেড়ে যেতে চাচ্ছিল না। যাকোব থেকে ইস্রায়েল খুবই ভিন্ন। তারা রোদন করে না ও তারা ঈশ্বরের কাছে আসে না। তারা তাঁর প্রেমের অন্বেষণ করে না।

হোশেয় ১১:১২-১৩:১৬

তিনি সেখানে আমাদের সহিত আলাপ করিলেন।[১৮০]

৫
সদাপ্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর;[১৮১]
সদাপ্রভু তাঁহার স্মরণীয় [নাম]।[১৮২]
৬
অতএব তুমি আপন ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া আইস;[১৮৩]
দয়া ও ন্যায়বিচার রক্ষা কর;
নিত্য আপন ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাক।[১৮৪]
৭
সে ব্যবসায়ী, তাহার হস্তে ছলনার নিক্তি,
সে ঠকাইতে ভালবাসে।

---

১৮০ আদিপুস্তক ৩৫:১-১৫ পদ দেখুন। যাকোব যখন পরিবার নিয়ে বৈথেলে এসেছিলেন তখন তিনি তার পরিবারকে যা বলেছিলেন তা ইস্রায়েলের পালন করা প্রয়োজন: "তোমাদের কাছে যে সকল ইতর দেবতা আছে, তাহাদিগকে দুর কর, এবং শুচি হও, ও অন্য বস্ত্র পর" (আদিপুস্তক ৩৫:২)। ঐ সময় যাকোব তার পরিবার ও তার দাসদের সাথে কথা বলছিলেন। যাহোক, হোশেয় বললেন যে "ঈশ্বর সেখানে আমাদের সহিত আলাপ করিলেন"। এটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। হোশেয়ের কথা অনুসারে, ইস্রায়েল লোকেরা আদিপুস্তকে যা লিখিত হয়েছিল তা তারা শুনেছে কারণ ঈশ্বর তাদের বলেছিলেন! আজও এই একই বিষয় প্রযোজ্য! যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য হলো আজ খ্রীষ্টিয়ানের প্রতি তাঁর বাক্য কারণ আমরাও, অব্রাহামের সন্তান (গালাতীয় ৩:৭-৯, ১৪, ও ২৯)।

১৮১ ঈশ্বরের নাম হলো "বাহিনীগণের ঈশ্বর"। ঈশ্বর হলেন স্বর্গের সৈন্যগণের ঈশ্বর।

১৮২ যাত্রাপুস্তক ৩:১৩-১৫ পদ দেখুন। যাত্রাপুস্তক ৬:২-৮ পদে ইয়াওয়ের বাক্যগুলিও দেখুন।

১৮৩ অনুতাপ করার কারণে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সাহায্য করেন। তাঁর সঙ্গে বাধ্যতায় গমনাগমন করতে তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন।

১৮৪ হোশেয় বৈথেলে যাকোবের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে (আদিপৃস্তক ২৮ অধ্যায়) ঈশ্বরকে আহ্বান করতে ও তাঁর কাছে ফিরে আসতে ইস্রায়েলীয়দের বললেন।

৮
আর ইফ্রয়িম বলিয়াছে, আমি ত ঐশ্বর্য্যবান্ হইলাম,
আপনার সহিত সংস্থান করিলাম;[১৮৫]
আমার সমস্ত শ্রমে এমন কোন অপরাধ পাওয়া যাইবে না, যাহাতে পাপ হয়।
৯
কিন্তু আমিই মিসর দেশ অবধি[১৮৬]
তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু;
আমি পর্ব্বদিনের ন্যায় তোমাকে
পুনর্ব্বার তাম্বুতে বাস করাইব।[১৮৭]
১০
আর আমি ভাববাদিগণের কাছে কথা বলিয়াছি
আমি দর্শনের বৃদ্ধি করিয়াছি,

---

১৮৫ প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২ পদে লায়দেকিয়া মন্ডলীর প্রতি পত্রটি দেখুন। প্রকাশিত বাক্য ১৮:৭ পদও দেখুন।

১৮৬ আদিপুস্তক ৩২:২২-৩২ পদ দেখুন। হোশেয় সচারচর মোশির (আদিপুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণ পর্য্যন্ত) পুস্তক থেকে উদ্বৃতি দিতেন। এটা পরিষ্কার যে তিনি মোশির লেখাগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন।

১৮৭ আবার, ইয়াওয়ে মিসরের লোকদের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি তাদের বললেন তিনি তাদের ঐ স্থানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি এটা করবেন যে তিনি তাদের উদ্ধার করবেন এবং সেই কারণ তারা তাঁর প্রকৃত আরাধনা করতে শুরু করবে।

ও ভাববাদিগণ দ্বারা দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়াছি।[১৮৮]

১১
গিলিয়দ কি অধর্ম্মময়?
তাহারা অলীক মাত্র;
গিল্‌গলে তাহারা বৃষ বলিদান করে;
আবার তাহাদের যজ্ঞবেদি সকল
ক্ষেত্রের আলিতে স্থিত পাথরের ঢিবীর ন্যায়।

১২
আর যাকোব অরাম দেশে পলাইয়া গিয়াছিল;
ইস্রায়েল স্ত্রীর জন্য দাসের কর্ম্ম,
ও স্ত্রীর জন্য পশুপালকের কার্য্য করিয়াছিল।[১৮৯]

১৩
সদাপ্রভু এক জন ভাববাদী দ্বারা ইস্রায়েলকে মিসর হইতে আনিয়াছিলেন;
আর এক জন ভাববাদী দ্বারা সে পালিত হইয়াছিল।[১৯০]

১৪
ইফ্রয়িম [তাঁহাকে] অতিশয় অসন্তুষ্ট করিয়াছে;
এই জন্য তাহার রক্ত তাহারই উপরে থাকিবে,
আর তাহার প্রভু তাহার টিটকারী তাহার প্রতি ফিরাইয়া দিবেন।

---

১৮৮ দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায় দেখুন।

১৮৯ যখন তিনি প্রতিজ্ঞাত দেশের বাইরে বাস করছিলেন তখন তিনি তাদের যাকোবের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন। আমার মনে হয় তার এটা করার কারণ তিনি ঈশ্বরের লোকদের তার জন্য তত্ত্বধান করার বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাইলেন।

১৯০ স্মরণ করুন, মোশির নাম এখানে ব্যবহার করা হয়নি। পরিবর্তে, এই পদ জোর দিয়ে প্রকাশ করছে যে ইয়াওয়ে মিসর থেকে ইস্রায়েলকে বের করে আনতে এক জন **ভাববাদীকে** ব্যবহার করলেন এবং। তাদের পাহারা দিতে এক জন **ভাববাদীকে** ব্যবহার করলেন। এই পদগুলি ভাববাদিগণের কার্য্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছে। অতীতে ভাববাদিগণ ইস্রায়েলের আশীর্ব্বাদস্বরূপ ছিলেন। ইয়াওয়ে সর্বদাই তাদের ভাববাদিগণ দিয়েছেন। হোশেয় একজন ভাববাদী। তাদের হোশেয়ের কথা শুনা আবশ্যক।

হোশেয় ১৩

১
ইফ্রয়িম কথা কহিলে লোকের ত্রাস জন্মিত,
ইস্রায়েলে সে উন্নত হইয়াছিল,[১৯১]
কিন্তু বালের বিষয়ে দোষী হওয়াতে সে মরিল।[১৯২]
২
আর এখন তাহারা উত্তর উত্তর আরও পাপ করিতেছে,
তাহারা আপনাদের নিমিত্ত আপনাদের রৌপ্য দ্বার ছাঁচে ঢালা প্রতিমা,
ও আপনাদের নিজ বুদ্ধির মত পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়াছে;
সেই সমস্তই শিল্পকারদের কর্ম্মমাত্র;
তাহাদেরই বিষয়ে উহারা বলে,
যে সকল লোক যজ্ঞ করে, তাহারা গোবৎসদিগকে চুম্বন করুক।[১৯৩]
৩
এই নিমিত্ত তাহারা প্রাত:কালের মেঘের ন্যায়,
প্রত্যুষে অন্তর্হিত শিশিরের ন্যায়,[১৯৪]
ঘূর্ণ্যবায়ূ দ্বারা খামার হইতে চালিত ভুসির ন্যায়,
ও বাতায়ন হইতে নির্গত ধূমের ন্যায় হইবে।
৪
তথাপি আমিই মিসর দেশ অবধি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু;
আমা ব্যতিরেকে আর কোন ঈশ্বরকে তুমি জানিবে না,[১৯৫]
এবং আমা ভিন্ন ত্রাণকর্তা আর কেহ নাই।[১৯৬]
৫
আমিই প্রান্তরে, মহাতৃষ্ণার দেশে,

---

১৯১ পাপে পতিত হওয়ার পূর্বে এটি ইস্রায়েলের "শক্তির" সাক্ষ্য। এক জন জ্ঞানী ব্যক্তির বাক্যের মত, এক সময় ইস্রায়েলের কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রতিমা পূজার কারণে এটি আর দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

১৯২ বালদেবের আরাধনা ইফ্রয়িম (ইস্রায়েল) কে "হত্যা" করেছে। দেশে ঈশ্বরের কোন অনুগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়নি। রোমীয় ৬:২৩ পদ দেখুন।

১৯৩ এটা ইস্রায়েলীয়দের আরাধনায় সম্পৃক্ত থাকার উল্লেখ বলে মনে হয়। তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করেছিল কিন্তু তারা পশুর আরাধনা করছে! মিথ্যা আরাধনা সর্বদা এইরূপ। এটি মানুষকে মনুষ্যত্বহীন ও এটি সৃষ্টির বাকী অংশের প্রশংসা মন্দভাবে করছে।

১৯৪ "শিশির" এই পদে না-সূচকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিমা পূজার কারণে, সকালের উত্তাপে যেমন শিশির অদৃশ্য হয়ে যায় তদ্রূপ ইস্রায়েল দ্রুত অদৃশ্য হয়ে ডাবে। "শিশির" শব্দটি হোশেয় ১৪:৫ পদে খুবই ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে, ইয়াওয়ে বলছেন তিনি তাঁর লোকদের কাছে "শিশিরের" মত হবেন। এটিই কাব্যিক ভাষায় বলার ধরণ তিনি তাঁর লোকদের নবশক্তির উৎস হবেন।

১৯৫ স্মরণ করুন কত বার মিসর দেশের বিষয় ইয়াওয়ে ইস্রায়েলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে চেয়েছিলেন যেন তারা অতীত স্মরণ করে। যে দিন থেকে তারা মিসরে দাসত্ব করেছিল, সেই দিন থেকে ইয়াওয়ে তাদের বিশ্বস্ত ঈশ্বর। পাঠক "মিসরে" ফিরে আসার ও দ্বিতীয় যাত্রার বিষয় প্রস্তুত হতে পারেন।

১৯৬ যিশাইয় ৪৩:১১ পদ দেখুন। এটি অতি সত্য। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন ত্রাণকর্তা নেই।

তোমাকে জ্ঞাত ছিলাম।[১৯৭]
৬
চরানী পাইলে তাহারা তৃপ্ত হইল,
তৃপ্ত হইয়া গর্ব্বিতচিত্ত হইল,[১৯৮]
এই নিমিত্ত তাহারা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।[১৯৯]
৭
এই জন্য আমি তাহাদের পক্ষে সিংহের ন্যায় হইলাম;[২০০]
চিতাব্যাঘ্রের ন্যায় আমি পথের পার্শ্বে অপেক্ষায় থাকিব।
৮ আমি হৃতবৎসা ভল্লুকীর ন্যায় তাহাদের সম্মুখিন হইব,
তাহাদের হৃদপদ্ম বিদীর্ণ করিব,
সেই স্থানে সিংহীর ন্যায় তাহাদিগকে গ্রাস করিব;
বনপশু তাহাদিগকে খন্ড খন্ড করিবে।
৯
হে ইস্রায়েল, এ তোমার সর্বনাশ যে,
তুমি আমার বিপক্ষ, নিজ সহায়ের বিপক্ষ।
১০
বল দেখি, তোমার রাজা কোথায়,
যে তোমার সকল নগরে তোমাকে ত্রাণ করিবে?
তোমার বিচারকর্ত্তৃগণই বা কোথায়?
তুমি ত বলিতে, আমাকে রাজা ও অধ্যক্ষগণ দেও।[২০১]

---

১৯৭ ৪ পদে, ইয়াওয়ে ইস্রায়েলীয়দের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি মিসরে তাদের ঈশ্বর ছিলেন। এই পদে, তিনি স্মরণ করাচ্ছেন যে তিনি তাদের প্রান্তরের মধ্যদিয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাদের প্রারম্ভিক দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিচ্ছেন যেন তারা তাদের কি ভুল হয়েছে তা স্মরণ করতে পারে।

১৯৮ এই বাক্যগুলি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৫ পদে মোশির বাক্যগুলির পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক মোশির ভবিষ্যৎবাণী অনুসারে, ইস্রায়েল গর্ব্বিত হলো এবং যথাযথভাবে বেশি দিন ইয়াওয়ের আরাধনা করল না।

১৯৯ নহিমিয় ৯:২৫-২৬ পদ দেখুন।

২০০ ইয়াওয়ে হোশেয় পুস্তকে তিনবার নিজেকে সিংহ রূপে বর্ণনা করেছেন। হোশেয় ৫:১৪ পদে প্রথম বার বর্ণনা করেছেন। ঐ পদে, তিনি বললেন, তিনি "সিংহের তুল্য" হবেন, "বিদীর্ণ করে চলে যাবেন"। এই পদগুলিতে, ইয়াওয়ে "সিংহের তুল্য" হয়ে ইস্রায়েলকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। যাহোক, হোশেয় ১১:১০ পদে ইয়াওয়ে সিংহ শব্দটি হাঁ-সূচক ভাবে ব্যবহার করেছেন। কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকেন। তাদের বাণী আরও ক্ষমতাপন্নভাবে উপস্থিত করার ও ভাববাণী পুস্তকটি একত্রে আবদ্ধ করার এটি একমাত্র উপায়। হোশেয় ১৩:৩ পদে "শিশির" শব্দটি কেমন না-সূচকভাবে ও ১৪:৫ পদে হ্যাঁ-সূচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

২০১ এই পদে ইয়াওয়ে ইস্রায়েলের কাছে প্রশ্ন করছেন। তিনি অতীতের সেই বিষয়গুলি উল্লেখ করছেন যে বিষয় চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হয়েছিল।

১১
আমি ক্রোধ তোমাকে রাজা দিয়াছি,
আর কোপ করিয়া তাহাকে হরণ করিয়াছি।
১২
ইফ্রয়িমের অপরাধ [বোচ্‌কাতে] বদ্ধ,
তাহার পাপ সঞ্চিত আছে।
১৩
প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় যন্ত্রণা তাহাকে ধরিবে;
সে অবোধ সন্তান,
উপযুক্ত সময়ে অপত্যদ্বারে
উপস্থিত হয় না।[২০২]

২০২ অবাধ্য ইস্রায়েলকে অবোধ শিশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার নয় মাস পূর্ণ হয়ে গেলেও, জন্মগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করছে! ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের জীবনের উদ্দেশ্য ইস্রায়েল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অবোধ শিশুর মত, তাদের জন্মে ঈশ্বরের জীবনের যে উদ্দেশ্য ছিল তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল! বর্তমান মানুষের জন্য এটা সত্য!

১৫
যদ্যপি ইফ্রয়িম ভ্রাতৃগণের মধ্যে ফলবান হয়,
তথাপি এক পূর্ব্বীয় বায়ূ আসিবে,
সদাপ্রভুর শ্বাস প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিবে;
তাহাতে তাহার উনুই শুষ্ক হইবে,
ও তাহার উৎস শুকাইয়া যাইবে।
ঐ ব্যক্তি তাহার সমস্ত
মনোরম্য পাত্রের ভান্ডার লুটিবে।
১৬
শমরিয়া দন্ড পাইবে,
কারণ সে আপন ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারিণী হইয়াছে,
তাহারা খড়্গে পতিত হইবে,
তাহাদের শিশুগণকে আছাড়িয়া খন্ড খন্ড করা,
তাহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের উদর বিদীর্ণ করা যাইবে।[২০৫]

---

২০৫ এটি বর্ণনা করার একটি খুবই বিচিত্র উপায় যা প্রাচীন কালের লোকদের প্রতি ঘটেছিল যখন নগর পরাজিত হয়েছিল। এখানে বিচিত্র শব্দগুলির পরিপ্রেক্ষিত হলো ইস্রায়েলীয় লোকদের অনুতাপের কারণ। ভাববাদিগণ কষ্টযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন কারণ লোকেরা আর "স্বাভাবিক" শব্দ শুনতে চায় না।

১৪

পাতালের হস্ত হইতে আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব,
মৃত্যু হইতে আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিব।[২০৩]
হে মৃত্যু, তোমার মহামারী সকল কোথায়?
হে পাতাল, তোমার সংহার কোথায়?
অনুশোচনা আমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত থাকিবে।[২০৪]

---

২০৩ ২০১৬ সালে ESV মূল সংস্করণ থেকে এই বাক্য প্রকাশের ধারা নেওয়া হয়েছে: "পাতালের হস্ত হইতে **আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব,** মৃত্যু হইতে **আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিব।**"যেহেতু সম্ভব, ২০১৬ সালে মূল সংস্করণে এই বাক্য প্রকাশের ধারা বিষদৃশ (NIV ২০১১ ও CSB বাক্যগুলির সাদৃশ্য আছে)। হোশেয় ১৩ অধ্যায়ের না-সূচক প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ রূপে ও হোশেয় ১৩:১৪ পদ শেষ হয়েছে ("অনুশোচনা আমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত থাকিবে"), এটা মনে হয় ২০১১ সালের ESV মূল সংস্করণের বাক্য প্রকাশের ধারা অধিক সাদৃশ্যময় (NASB, NET, NLT ও দেখুন)। ইয়াওয়ের উত্থাপিত ESV২০১১ এর মূল সংস্করণে তিনি নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন: "পাতালের হস্ত হইতে **আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিব,** মৃত্যু হইতে **আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিব।**" "আমি করব..." (২০১৬ এর মূল সংস্করণ) ও "আমি কি করব..." (২০১১ এর মূল সংস্করণ) এর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। যেহেতু ESV ২০১১ এর মূল সংস্করণ সঠিক, এই পদগুলিতে ইয়াওয়ে ইস্রায়েলের মুক্তির কোন **প্রতিজ্ঞা** করেন নি। বরং, তিনি নিজেকে একটি **প্রশ্ন** জিজ্ঞাসা করছেন। তিনি নিজেকে বলছেন যদি তিনি মৃত্যু ও পাতাল থেকে ইস্রায়েলকে রক্ষা করেন এবং তাঁর উত্তর হলো "না-সূচক"। পরিবর্তে, তিনি ইস্রায়েলের উপর "মৃত্যু" কে তার "মহামারী" নিয়ে আসতে এবং পাতালকে তার "সংহার" নিয়ে আসতে আহ্বান করছেন। ইয়াওয়ে "মৃত্যু" ও "পাতালকে" ইস্রায়েলের উপর তার ধ্বংস নিয়ে আসতে আহ্বান করছেন কারণ, তাঁর নিজের বাক্যে, "অনুশোচনা আমার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত থাকিবে"। ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের ধৈর্য্য শেষ হয়ে গেছে। ইস্রায়েল প্রতিমাপূজার কারণে শাস্তি পাবে।

পৌল নূতন নিয়মে **১করিন্থীয় ১৫:৫৪-৫৫** পদে এই পদের উল্লেখ করেছেন। তিনি এই পদ **যিশাইয় ২৫:৮** পদের সাথে যুক্ত করে ব্যবহার করেছেন। তিনি পুরাতন নিয়মের এই দুটি শাস্ত্রাংশ যুক্ত করে সেই দিনের কথা বলেছেন যে দিন খ্রীষ্টিয়ানেরা রূপান্তরিত নূতন দেহ ধারণ করবে: "আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে, এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে, ''মৃত্যু জয়ে কবলিত হইল"। "মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?" চিন্তা করুন কিভাবে পৌল হোশেয় থেকে উদ্ধৃতি দিলেন। পূর্ববর্তী অবস্থার আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তন এ ভাবে সাধিত হয়েছে যা হোশেয় পুস্তকে এই পদে ব্যবহৃত হয়েছে, পৌল এখানে মৃত্যুকে বিদ্রূপ করেছেন! তিনি "মৃত্যু" কে বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলছেন মৃত্যু শক্তি কোথায় চলে গেছে। পৌল জানেন, মৃত্যু খ্রীষ্টিয়ানের উপর কোন শক্তি প্রয়োগ করতে পার না! প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে মৃত্যুর "হুল" (হোশেয়েতে "পাতালের হুল" হিসাবে উল্লেখিত) অকেজো হয়ে গেছে। পৌল যিশাইয় ২৫:৮ ও হোশেয় ১৩:১৪ পদ সংযুক্ত করে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন যে যারা খ্রীষ্টেতে আছে তাদের উপরে মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, হোশেয় ১৩:১৪ পদে, ইয়াওয়ে বলছেন যেহেতু তিনি ইস্রায়েলকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবেন এর উত্তর হলো না। ১কারন্থীয় ১৫ অধ্যায়ে, পৌল মৃত্যুকে বিদ্রূপ করছেন কারণ খ্রীষ্টিয়ানের উপরে এর আর কোন শক্তি নেই।

২০৪ হোশেয় ১:৬ পদে ইয়াওয়ে বলছেন, "ইস্রায়েল কুলের প্রতি আর অনুকম্পা করিব না"। এখানে, তিনি বলছেন তিনি তাদের প্রতি কোন সহানুভুতি দেখাবেন না। ইস্রায়েল, জাতি হিসাবে, "তাদের পাপের বেতন" গ্রহণ করবে (রোমীয় ৬:২৩)। হোশেয়ের ভাববাণী প্রকাশের অল্প পরেই ইস্রায়েল অশুর কর্তৃক পরাজিত হলো।

১১
আমি ক্রোধ তোমাকে রাজা দিয়াছি,
আর কোপ করিয়া তাহাকে হরণ করিয়াছি।

১২
ইফ্রয়িমের অপরাধ [বোচ্‌কাতে] বদ্ধ,
তাহার পাপ সঞ্চিত আছে।

১৩
প্রসবকারিণী স্ত্রীর ন্যায় যন্ত্রণা তাহাকে ধরিবে;
সে অবোধ সন্তান,
উপযুক্ত সময়ে অপত্যদ্বারে
উপস্থিত হয় না।[২০২]

২০২ অবাধ্য ইস্রায়েলকে অবোধ শিশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার নয় মাস পূর্ণ হয়ে গেলেও, জন্মগ্রহণ প্রত্যাখ্যান করছে! ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের জীবনের উদ্দেশ্য ইস্রায়েল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অবোধ শিশুর মত, তাদের জন্মে ঈশ্বরের জীবনের যে উদ্দেশ্য ছিল তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল! বর্তমান মানুষের জন্য এটা সত্য!

হোশেয় ১৪

১
হে ইস্রায়েল, তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস;[২০৬]
কেননা তুমি নিজ অপরাধে উছোট খাইয়াছ।
২
তোমরা বাক্য সঙ্গে লইয়া[২০৭]
সদাপ্রভুর কাছে ফিরিয়া আইস;
তাঁহাকে বল,

২০৭ ইস্রায়েলীয়রা ইয়াওয়ের উদ্দেশে বলিদান করতে বৃষ ও ছাগ নিয়ে আসত (হোশেয় ৬:৬)। এখানে হোশেয় লোকদের বলছেন যে তাদের সকলেরই ইয়াওয়ের সত্য **বাক্য** সঙ্গে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

২০৬ এই পদে হিব্রু শব্দ "ফিরিয়া আইস" অনুবাদ করা হয়েছে যা সমুদয় হোশেয় পুস্তকে ব্যবহার করা হয়েছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ৩:৫, ৬:১, ১১:৫, ১২:৬, ১২:৯, ১৪:৭ দেখুন)। স্মরণীয়, এটি দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১-১০ পদে সাতবার ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয় যাত্রায় ইস্রায়েলের ফিরে আসার বিষয়ে অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিবরণ ও হোশেয়ের মধ্যে অনেক সংযোগ রয়েছে।

সমুদয় অপরাধ হরণ কর;
যাহা উত্তম, তাহা গ্রহণ কর;
তাহাতে আমরা আপন আপন ওষ্ঠাধর
বৃষরূপে দিয়া বলিদান করিব।[২০৮]

---

২০৮ প্রথম দৃষ্টিতে, হোশেয় ইয়াওয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে লোকদের বলছেন যেন ঈশ্বর তাদের পুন:স্থাপনের পর তারা বৃষ বলিদান করে: "আমরা আপন আপন ওষ্ঠাধরবৃষরূপে দিয়া বলিদান করিব"। ESV এর অনুবাদ মূল হিব্রু শব্দের (MT) উপর হালকাভাবে রয়েছে। যাহোক, অধিকাংশ আধূনিক ইংরেজি অনুবাদে এই পদে হিব্রু শব্দ প্রতিফলন করে না। বরং, তারা গ্রীক (LXX) শব্দ প্রতিফলন করে, যেখানে পড়া হয় "আমরা আমাদের ওষ্ঠাধরের **ফল** দিব"। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, NIVপড়া হয় "আমরা আমাদের ওষ্ঠাধরের ফল উৎসর্গ করি"। অন্য অনুবাদেও আরও পদক্ষেপ নিয়েছে, ওষ্ঠাধরের ফল বলতে প্রশংসা করাকে বুঝানো হয়েছে। এরূপে, CSBতেপড়া হয় "সুতরাং আমাদের ওষ্ঠ থেকে প্রশংসা দ্বারা আমরা তোমাকে প্রতিদান দিব"। NLTতে পড়া হয়, "সুতরাং আমরা আমাদের প্রশংসা তোমার কাছে উৎসর্গ করছি"।

এই শব্দগুলির ESV এর অনুবাদ, বৃষ উৎসর্গের দ্বারা দ্বিতীয় যাত্রায় তাদের প্রতি দেখানো অনুগ্রহের প্রতি লোকেরা উত্তরস্বরূপ কাজ করছে। গ্রীক শব্দের (LXX) উপর ভিত্তি করে অনুবাদে, ঈশ্বরের কাছে প্রশংসা উৎসর্গ করে তাদের প্রতি দেখানো অনুগ্রহের প্রতি লোকেরা উত্তর দিচ্ছে। এই পাঠ্যগুলি কি যথেষ্ট সঠিক বলে মনে হয়? এই কারণে গ্রীক (LXX) শব্দের উপর ভিত্তি করে অনুবাদটি অধিকতর বাঞ্চনীয় বলে মনে হয়। প্রথমে, দুই পদের শুরুতে গ্রীক শব্দগুলি উপযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। পদের শুরুতে ইয়াওয়ের প্রতি বাক্য আনায়ন করতে বলছে। মনে হয় এর সদৃশ্য এরূপ যে পদের শেষ অংশটি পরিবর্তন হবে না এবং ইয়াওয়ের উদ্দেশে বৃষ উৎসর্গ করতে বলছে। দ্বিতীয়: গ্রীক শব্দের মূল বিষয়ে এটি সামাঞ্জস্যপূর্ণ করতে অতিরিক্ত কোন শব্দের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হিব্রু মূল রচনাগুলি বিশৃঙ্খল। এতে অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োজন হয়। এটি ESV (এবং NET তে) প্রতিফলিত হয়। তৃতীয়, হোশেয় সমস্ত পুস্তকের মধ্যদিয়ে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা একই সরল রেখায় অবস্থিত গ্রীক শব্দ পাঠ্য রূপে অধিকতর ভাল। ইয়াওয়ে বৃষ বলিদান নয়, মানুষের হৃদয় প্রত্যাশা করেন (উদাহরণ স্বরূপ, হোশেয় ৬:৬ পদ দেখুন)। হোশেয় পুস্তকের বাইরে পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রাংশগুলিতে পাঠ্যরূপে গ্রীক শব্দ উপযুক্ত (উদাহরণ স্বরূপ, গীত: ৫১:১৪-১৭ পদ দেখুন)। পরিণামে, একই সরল রেখায় অবস্থিত পাঠ্যরূপেগ্রীক শব্দ সুসমাচারের প্রকৃতি স্বরূপ। যীশুতে প্রস্তুত বলির রক্তের কারণে আমরা ঈশ্বর কর্তৃক মুক্ত হয়েছি। এই প্রকার আর কোন বলির প্রয়োজন নেই। এখন ঈশ্বর যা করেছেন আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর প্রশংসা করি।

নূতন নিয়মে কিভাবে এই পদ ব্যবহৃত হয়েছে এই বিষয়ও বিবেচনার যোগ্য। হোশেয় ১৪:২ পদ ইব্রীয় ১৩:১৫ পদে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্মরণীয়, হিব্রু ভাষার পাঠ্যগুলি এই পদের গ্রীক (LXX) অনুবাদে প্রতিফলিত হয়েছে: "অতএব আইস, আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিয়ত স্তব-বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারী **ওষ্ঠাধরের ফল**, উৎসর্গ করি"। এটি প্রমাণ দেয় যে ইব্রীয় পুস্তকের লেখক হোশেয় ১৪:২ পদ বুঝতে পেরেছিলেন যে খ্রীষ্টেতে অনুমোদিত তাঁর ক্ষমার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রশংসা উৎসর্গের কথা বলা হয়েছে।

৩
অশুর আমাদের পরিত্রাণ করিবে না,
আমরা অশ্বে আরোহন করিব না,
এবং আপনাদের হস্তকৃত বস্তুকে
আর কখনও বলিব না, 'আমাদের ঈশ্বর।'
কেননা তোমারই নিকটে পিতৃহীন লোকেরা করুণা পায়।[২০৯]
৪
আমি তাহাদের বিপথগমণের প্রতীকার করিব,[২১০]
আমি স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে প্রেম করিব;
কেননা আমার ক্রোধ তাহা হইতে ফিরিয়া গিয়াছে।
৫
আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায় হইব;[২১১]
সে শোশন পুষ্পের ন্যায় ফুটিবে,
আর লিবানোনের ন্যায় মূল বাঁধিবে।
৬
তাহার পল্লব সকল বিস্তারিত হইবে,
জিত বৃক্ষের ন্যায় তাহার শোভা
এবং লিবানোনের ন্যায় তাহার সৌরভ হইবে।

---

২০৯ দুই ও তিন পদে, লোকদের কি বলা উচিত হোশেয় তা তাদের বলছেন। হোশেয় লোকদের বলছেন যে তাদের তৈরী দেবতাদের ("আমাদের হস্তকৃত কার্য্য") প্রেম ও অশুরের উপর নির্ভরতা থেকে তাদের ফিরে আসা প্রয়োজন। বাক্যগুলি এরূপ যে সমস্ত লোককে খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে বলছে!

২১০ দ্বিতীয় যাত্রার পর, ইস্রায়েলের "স্বপক্ষত্যাগ" (যেমন ইয়াওয়ের কাছ থেকে ইস্রায়েল মিথ্যা দেবতার প্রতি ফিরেছিল) ইয়াওয়ে কর্তৃক সুস্থ করা হবে। অর্থ এই যে ঈশ্বরের জাতি আর অন্য দেবতার আরাধনা করা মনোনীত করবে না কারণ ঈশ্বর তাদের এই পাপ থেকে সুস্থ করবেন (যিহিস্কেল ৩৬:২৫)। খ্রীষ্টের কার্য্যের দ্বারা ও আমাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা বসবাসের কারণে এটি ঘটেছে (২করিন্থীয় ৫:১৭-২১ পদ দেখুন)।

২১১ হোশেয় ১৪:৫-৭ পদে গভীর মনোনিবেশ করা আবশ্যক। এটি হোশেয়র শেষের সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত, এটি এরূপ ধারণা তৈরী করছে যে এই চরম বাক্যগুলি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর লোকদের প্রতি আনীত ঈশ্বরের ইচ্ছা পুন:স্থাপনের উপর কেন্দ্রীভুত। পাঁচ পদে, ইয়াওয়ে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে তিনি "ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায় হবেন"। এই হলো কবিতার অনুপমত্ব, উৎসাহবর্দ্ধক কথাবলা, সজীবতা, প্রফুল্লতা, প্রাণশক্তি, সাহায্য ও তত্ত্বধান। কবিতার এই লাইনটি মনে গীতসংহিতা ১ অধ্যায়ের ফলবান বৃক্ষের সাদৃশ্য আনায়ন করে। কিন্তু পরে ইয়াওয়ে তাঁর নিজের থেকে কিছু বিষয়ের পরিবর্তন আনলেন। তিনি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই ব্যক্তির বর্ণনা দিলেন:"**সে** শোশন পুষ্পের ন্যায় ফুটিবে","**সে** লিবানোনের ন্যায় মূল বাঁধিবে"। "**তাহার** পল্লব সকল বিস্তারিত হইবে", "জিত বৃক্ষের ন্যায় **তাহার** শোভা" এবং "লিবানোনের ন্যায় **তাহার** সৌরভ হইবে"। এই ব্যক্তি কে? এই শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে ভাববাদিগণের পুস্তক ও লিখিত দলিলের অন্যত্র এগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল, এগুলি নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টের সুখ্যাতি, প্রতাপ ও সফলতাকে নির্দেশ করছে! স্মরণীয়! পরবর্তীতে খ্রীষ্টের প্রতি ইয়াওয়ের পাঁচটি নির্দেশনা ও তাঁর খ্যাতি ও সফলতা, তিনি একদল লোকের কাছে বললেন:"**যাহারা** তাহার ছায়াতলে বাস করে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে"। কারা এই দল? এরা ঈশ্বরের জাতি! এই পদ রাজা (যীশু খ্রীষ্ট) সম্পর্কে কথা বলছে এবং লোকেরা আনন্দসহকারে তাঁর শাসন উপভোগ করছে (যারা খ্রীষ্টেতে আছে তারা সকলে)!

৭
যাহারা তাহার ছায়াতলে বাস করে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে[২১২]
শস্যবৎ সঞ্জীবিত হইবে,
দ্রাক্ষালতার ন্যায় ফুটিবে,
লিবানোনীয় দ্রাক্ষারসের ন্যায় তাহার সুখ্যাতি[২১৩] হইবে।

২১২ কিছু কিছু কারণের জন্য ESV, ৭ পদ নিম্নলিখিত ভাবধারায় অনুবাদ করেছে: "তাহারা ফিরিয়া আসিবে এবং **আমার** ছায়াতলে বাস করিবে"। যাহোক, "আমার" শব্দটি হিব্রু (MT) বা গ্রীক (LXX) ভাষায় নেই। হিব্রু ও গ্রীক একই বিষয় বলছে, "**যাহারা** তাহার ছায়াতলে বাস করে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে"। ইয়াওয়ে বলছেন যে ঈশ্বরের জাতি, তাদের দ্বিতীয় যাত্রায় ফিরে আসবে, এবং তাদের রাজার ছায়াতলে বসতি করবে! এখানে ঈশ্বরের জাতির তাদের রাজার তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে বসবাস করবার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে (৭ পদের শেষ অংশ দেখুন)।

২১৩ হিব্রু (MT) ও গ্রীক (LXX) উভয় ভাষায় "তাঁর সুখ্যাতির" কথা বলছে। আবার, এটি, খ্রীষ্টের বিষয় উল্লেখ করছে। সেখানে ভাববাদিগণের ও লিখিত দলিল গ্রন্থে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় প্রচুর শব্দ রয়েছে।

৮
ইফ্রয়িম [বলিবে], আমাতে ও প্রতিমাগণে আর কি সম্পর্ক?[২১৪]
আমি উত্তর দিয়াছি, আর তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিব;
আমি সতেজ দেবদারুর ন্যায়;
আমা হইতেই তোমার ফলপ্রাপ্তি।

৯
জ্ঞানবান কে? সে এই সকল বুঝিবে;[২১৫]
বুদ্ধিমান কে? সে এই সকল জ্ঞাত হইবে;[২১৬]
কেননা সদাপ্রভুর পথ সকল সরল,
এবং ধার্ম্মিকগণ সেই সকল পথে চলে,[২১৭]
কিন্তু অধর্ম্মচারীগণ সেই সব পথে উছোট খায়।[২১৮]

---

২১৪ ৮ পদ ইস্রায়েলের প্রতিমাপূজা সম্পর্কে ইয়াওয়ের মনোভাব ঠিক সংক্ষিপ্তকরণ অপেক্ষা আরও বেশি কিছু করেছে। এই পদ তাঁর লোকদের তত্ত্বাবধানের ইচ্ছা আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছে। বর্তমান লোকদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ। ঈশ্বরই একমাত্র যিনি তাঁর লোকদের তত্ত্বাবধান করেন। মিথ্যা দেবতাদের সাথে কোনই সম্পর্ক তাঁর নেই। ঈশ্বর তাঁর লোকদের তাদের দেবতাদের পরিত্যাগ করতে ও তাদের নিজেদের তাঁকে প্রদান করতে আহ্বান করছেন।

২১৫ এই পদের বর্ণনা এই সমুদয় পুস্তকের সারাংশ। যারা জ্ঞানবান তারা হোশেয়ের এই বার্তা শুনবে ও তারা এই বার্তার উত্তর দিবে।

২১৬ এই পদ দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:২৯ পদের সদৃশ্য: "আহা, কেন তাহারা জ্ঞানবান হইয়া এই কথা **বুঝে** না? কেন আপনাদের শেষদশা **বিবেচনা** করে না?" আবার, হোশেয় ও দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের মধ্যে অনেক সংযোগ আছে।

২১৭ হোশেয়ের পুস্তকে সৎ পথে গমনের উল্লেখ রয়েছে "সদাপ্রভুর পথ" দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করছে যে এই পুস্তক যথার্থভাবে বুঝতে পারা সাধারণ জ্ঞানের চেয়েও আরও বেশি কিছুর সাথে সংযুক্ত হওয়া যায়। বিশ্বাস ও কার্য্য সর্বদা একই সাথে চলে (যাকোব ২:২৬ পদ দেখুন)।

২১৮ পরিশেষে, হোশেয় দুই দল লোকের বিষয় লিখেছেন: ধার্ম্মিকগণ ও অধর্ম্মচারীগণ। তার পুস্তকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত বিষয়ে আমরা কিভাবে উত্তর দিব যে আমরা কোন দলের অংশভুক্ত।

Hands to the PLOW
MINISTRIES
হ্যান্ডস্ টু দ্যা প্লাউ
মিনিস্ট্রিজ

Hands To The Plow.org

Additional Bible Study Resources
from Hands to the Plow Ministries
are available at HandsToThePlow.org.
These materials include...

আদিপুস্তক (১-৪)
- একটি প্রচারক সহায়িকা
গীতসংহিতা পুস্তক (গীতসংহিতা ১-১৯)
- একটি প্রচারক সাহায়িকা ।
মার্ক লিখিত সুসমাচার
- একটি প্রচারক সহায়িকা ।
১ পিতর এর পুস্তক
- একটি প্রচারক সহায়িকা ।
প্রকাশিত বাক্য এর পুস্তক
- একটি প্রচারক সাহয়িকা ।

Copyright© 2017 by Hands to the Plow, Inc.

HANDS to the PLOW

MINISTRIES

Hands To The Plow.org